উত্তরবুধসিংহচরিত।

(ঐতিহাসিক নাটক।)

বীরের জাতি গেল রসাতল,
'বেণের জাতি' ভারত ধরে।
ভীরুচিত, হায় এম্‌নি তারা,
সশস্ত্রপ্রজা-শাসিতে ডরে !!

শ্রীযদুনাথ সেন গুপ্ত

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৫নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট্

ধর্ম্মযন্ত্রে

শ্রীহরিদাস মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শকাব্দা ১৮০৮।

বিজ্ঞাপন।

অধিক পদ্য থাকায় ও অন্যান্য কারণে এই নাটকখানি একটু বড় হইয়া পড়িয়াছে, পাঠকগণ এজন্য বিশেষ দোষ গ্রহণ না করিলেও পারেন। পরন্তু প্রয়োজন হইলে, ইহার কোন কোন অঙ্ক গর্ভাঙ্কাদি পরিত্যাগ করিয়া, ইহাকে সুবিধানুরূপ সঙ্ক্ষিপ্ত করিয়া লইবার বাধা নাই।

৫৫ পৃষ্ঠায় ৩য় পংক্তিতে 'প্রথমরাত্রি' স্থলে ভুলক্রমে সেই রাত্রি' হইয়াছে, পাঠকগণ ভুলটী সংশোধন করিয়া লইবেন।

শুদ্ধিপত্র পুস্তকের শেষে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযদুনাথ সেন গুপ্ত।
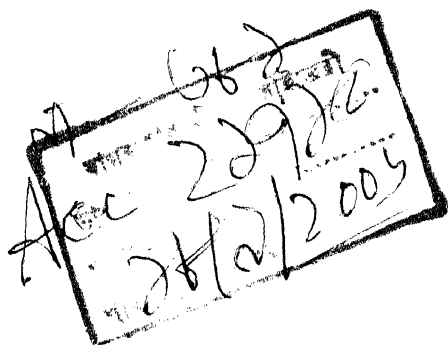
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বুধসিংহ ... ... বুন্দীর চৌহান অধীশ্বর।

ওমেদসিংহ ... ... বুধসিংহের পুত্র।

সূর্য্যসিংহ ... ... বুধসিংহের পিতৃব্য ও সেনাপতি।

বীরসিংহ ... ... বুন্দীর দুর্গাধ্যক্ষ ও রাজপ্রতিনিধি।

মর্‌যোধসিংহ }
সমরসিংহ } ... ... বুধসিংহের অধীন সামন্ত রাজগণ।
প্রাগসিংহ }

কেশরীসিংহ ... ... বীরসিংহের পুত্র।

সুবলসিংহ ... ... বুধসিংহের দূত।

প্রহ্লাদসিংহ ... ... একজন সৈন্য।

দুঃখীরামসিংহ ... ... বুন্দীর জনৈক অধিবাসী।

বদনসিংহ ... ... বুধসিংহের প্রতিহারী।

দলিলসিংহ ... ... তারাগড়দুর্গের অধ্যক্ষ।

বেচুসিংহ ... ... দলিলসিংহের প্রমোদোদ্যানের ভৃত্য।

নারায়ণ ... ... উক্ত উদ্যানের রক্ষক।

ভী সিংহ ... ... বুন্দীর নগরপাল।

রামাসিংহ ... ... বুন্দীর একজন প্রহরী।

ধৌম্য ... ... চৌহানজাতির কুলগুরু।

নাগরিক, প্রতিহারী, কবিরাজ।

জয়সিংহ—২য় অম্বরনগরের কুশাবহ অধীশ্বর।

কেশবদাস ক্ষত্রী জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী।

বলভদ্রসিংহ বীরভদ্রসিংহ পাহাড়সিংহ	... ...	জয়সিংহের অধীন সামন্ত রাজগণ।
বলোদরসিংহ	... ...	জয়সিংহের দূত।
কানাইসিংহ বলাইসিংহ	... ...	অম্বরের প্রহরী নায়ক ও দূতগণ।

সৈন্যগণ, প্রতিহারী, সূত্রধার।

স্ত্রী।

পদ্মাবতী	... ...	বুধসিংহের পট্টমহিষী।
গুণবতী	... ...	বুন্দীর অন্তঃপুরবাসিনী জনৈক স্ত্রী।
চন্দ্রাবতী	... ...	প্রহ্লাদসিংহের স্ত্রী।
সরলা, চাঁপা, ফেলী	...	পরিচারিকাগণ।

নটী।

উত্তরবুদ্ধসিংহচরিত

প্রস্তাবনা ॥

প্রকৃতি-রূপিণী যে তব মূরতি
জগত-প্রসূতি, সৃষ্টি-কারণ হে,

নিত্য নব বেশে, নিত্য নব ভাবে
মোহিছে ত্রিলোকে সকল সময়ে,—
হেমন্তে, বসন্তে, নিদাঘে, শরদে,
প্রাহ্নে, অপরাহ্নে, মধ্যাহ্নে, নিশীথে।

মূরতি তব যে অচিন্ত্য-রূপিণী
ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী, ব্রহ্মাণ্ডাধার হে,
অনিলে, অনলে, কঠোরে, কোমলে,
মহীতে, ভূধরে, জীবের হৃদয়ে,
আকাশে, সাগরে, দ্যুলোকে, পাতালে,
সতত বিরাজে সকল প্রদেশে।

মূর্ত্তিমতী মূর্ত্তি বহুধা-রূপিণী
সাধক-হিতার্থে কল্পিতা তব যে,
বিবিধ বিধানে, বিবিধ স্তবনে,
ভক্তজনগণ পূজিছে জগতে ;
সভাস্থলে এই মূর্ত্তিত্রয় সেই
হাসি আসি ক্ষেম করুন সবারে।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার। অহো, কি মনোহারিণী সভাটীই হ'য়েছে! (নেপথ্যাভিমুখে) আর্য্যে, চক্ষু সার্থক ক'র্‌বে—দেখ এসে।

প্রবেশপূর্ব্বক

নটী। কি দেখ্‌ব, আর্য্য ?

সূত্র। এই বিদ্বন্মণ্ডলী-পরিশোভিতা মহতী সভাটীর দিকে চেয়ে দেখ—কি শোভা!

নটী। (দর্শনান্তর, সহর্ষে) তাই ত!—

প্রফুল্ল বদন-কান্তি, বিভিন্ন-বরণ।
সারি সারি সুশোভিত সভাসদগণ ॥
বোধ, যেন বিকসিত মহা সরোজলে।
শত শত শ্বেত রক্ত কত নীলোৎপলে ॥

সূত্র। (সহর্ষে) দেখ দেখ, আর্য্যে, তোমার স্বরমাধুর্য্যপূর্ণ বচনবিন্যাস শ্রবণে, সভ্যগণ কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত হ'য়েছেন, একবার চেয়ে দেখ,—

উৎকর্ণ, উৎফুল্লমুখ, নীরব, নিশ্চল।
স্ফারিত-প্রসন্ননেত্র সভাস্থ সকল ॥

নটী। আর্য্য, আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে—কোন বিষয় বিশেষের সমালোচনা-দ্বারা এই সদাশয়বৃন্দের চিত্তরঞ্জনের চেষ্টা করি।

সূত্র। অতি উত্তম ইচ্ছা ক'রেছ; কিন্তু কোন্ বিষয়ের সমালোচনা ক'র্‌তে চাও ?

নটী। কোন নাটক অভিনয় ক'র্‌লে কেমন হয় ?

সূত্র। উত্তম কল্প; তবে "উত্তরবুধসিংহ-চরিত" নামক ঐতিহাসিক নব-নাটক অত্র সভায় উপস্থিত করা যাক্।

নটী। 'বুধসিংহ' কে ?

সূত্র। কেন, হরাবতী রাজ্যের সেই অগ্নিকুলোদ্ভব বিখ্যাত চৌহানরাজ।

নটী। হাঁ বুঝেছি—বুন্দী নগরী যাঁর রাজধানী। কিন্তু 'অগ্নিকুলোদ্ভব' যে ব'ল্লে, 'অগ্নিকুল' কি ?

সূত্র। তা জান না ? ভগবান্ পরশুরাম ভারতবর্ষ নিঃক্ষত্রিয় অর্থাৎ

ক্রমান্বয়ে একবিংশতিবার অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়সমূহকে সংহার ক’রেছিলেন ; অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের অল্পতানিবন্ধন প্রোৎসাহিত হ’য়ে, দুর্দ্দান্ত দানবগণ চতুর্দ্দিক হ’তে এসে দেশমধ্যে ভয়ঙ্কর উপদ্রব আরম্ভ করে। তাদের বিনাশ সাধনার্থ অভিনব ক্ষত্রিয়কুলের উৎপাদন কামনায়, সিদ্ধ মহর্ষিগণ নৈমিষারণ্যে আবু নামক পর্ব্বতের শিখরপ্রদেশে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

নটী। তার পর ?

সূত্র। তার পর সেই যজ্ঞকুণ্ডের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্য হ’তে, তত্র সমাগত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র এই দেবতা চতুষ্টয়ের অংশে, প্রমারা, প্রুীহর,শোলাঙ্কী ও চৌহান নামক দিব্যাস্ত্রধারী চারি মহাবীরের উৎপত্তি হয়।

নটী। বটে! তার পর ?

সূত্র। বীরগণ কুণ্ড হ’তে উত্থিত হ’য়েই, ঘোর হুহুঙ্কার ধ্বনিতে দিক-সকল পরিপূরিত এবং পদভরে পৃথিবী বিকম্পিত ক’রে, ‘মার মার’ শব্দে গিয়ে দানবদল আক্রমণ করেন, এবং তুমুল সংগ্রামে তাদিগকে সংহারপূর্ব্বক দেশ নিরাপদ করেন।

নটী। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি—অগ্নি হ’তে সেই যে চারি মহা-বীরের উৎপত্তি হ’য়েছিল, তাঁদেরই বংশাবলী ভারতে ‘অগ্নিকুল’ নামে বিখ্যাত।

সূত্র। ঠিক্ বুঝেছ ; এবং সেই চারি জনের মধ্যে বিষ্ণুর অংশোদ্ভূত চতুর্ভুজ চৌহানদেব হ’তেই এই হরচৌহান জাতির উৎপত্তি।

নটী। ‘চৌহান’ নাম হ’ল কেন ?

সূত্র। তিনি কুণ্ড হ’তে উত্থিত হ’য়েই দানবদল আক্রমণপূর্ব্বক, এক-কালে চতুর্ভুজে চতুর্দ্দিকে অতি লোমহর্ষণ হননকার্য্য সাধন ক’রেছিলেন। তদ্দর্শনে পরিতুষ্ট হ’য়ে, সমবেত দেবতা মহর্ষিগণ তাঁকে ‘চৌহান’ নামে অভি-হিত করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যতম মহাযোদ্ধা মদ্রপতি শল্যরাজ এই চৌহানদেবের বংশোদ্ভব ছিলেন।

নটী। আর ভারতের শেষ হিন্দুসম্রাট সার্ব্বভৌম পৃথ্বীরাজও ত চৌহান ছিলেন।

সূত্র। হাঁ; এবং এই বুধসিংহের পূর্ব্বপুরুষ বুন্দীর তদানীন্তন অধীশ্বর যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবাহু গণবীর তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

নটী। (দর্শনান্তর) তা ত ছিলেন, কিন্তু চৌহান সেনাগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে, চারি দিকে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে কেন?

সূত্র। 'ছুটোছুটি' নয়; সম্রাট মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক আহূত হ'য়ে মহারাজ বুধসিংহ দিল্লী গমনার্থ প্রস্তুত হ'য়েছেন—এখনি প্রস্থান ক'র্‌বেন; তাই সৈন্যগণ তাঁর অনুগমনার্থ ধাবিত হ'চ্ছে।

নটী। ঐ দেখ—সাম্‌নের ঐ বাড়ীটেতে অস্ত্র শস্ত্রে ভূষিত হ'য়ে কে এক-জন বেরিয়ে এল।

সূত্র। জনেক অশ্বারোহী সৈন্য—নাম প্রহ্লাদ সিংহ; লোকটা একটু সাদা সিধে—একটু আমুদে, আমি ওকে চিনি।

নটী। তা চেন আর নাই চেন, সৈন্যগণের এই হুলস্থূল ব্যাপারের সময় আমাদের আর এখানে থেকে কাজ নেই; চল, আঁড়ালে গিয়ে বাঁচি।

সূত্র। চল।

উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

—— * ——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বুন্দীর উপনগর ; প্রহ্লাদসিংহের বাটী।

যথোক্তবেশে প্রহ্লাদসিংহের প্রবেশ।

প্রহ্লাদসিংহ। সকলেই যা'চ্ছে, আমিও প্রস্তুত হ'য়েছি, কেবল গিন্নী পুণ্টুরীর নিকট বিদায় লওয়া বাকি। যাই, বাকি কাজ সেরে চলে চাই, বিলম্বের আর সময় নাই—হা! এই যে, নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তেই ; আরে আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌, প্রহ্লাদের প্রহ্লাদি—আমার পরম আহ্লাদি, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌, নমস্কার।

প্রবেশপূর্ব্বক—প্রহ্লাদসিংহের স্ত্রী

চন্দ্রাবতী। আঁ-হাঁ-হাঁ! কত রঙ্গই জান, 'নমস্কার'! কেন, আমি কি তোমার গুরুলোক?

প্রহ্লাদ। 'গুরুলোক' নও? অবশ্য গুরুলোক, একশ বার গুরুলোক, পাঁচশ বার গুরুলোক, হাজার বার তুমি আমার গুরুলোক।

চন্দ্রা। বাঃ! একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লে যে, আমি যে তোমার মা'গ্‌।

প্রহ্লাদ। তা ত আছই, আবার আমার গুরুলোকও বট।

চন্দ্রা। তবু গুরুলোক? কিসে গুরুলোক?

প্রহ্লাদ। কিসে নও? গুরুলোক ব'লেই ত তুমি সে রাত্রে তোমার ঐ শ্রীচরণখানি আমার মাথার উপর তুলে দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রেছিলে।

চন্দ্রা। আঁচ্ছা! সে কি আমার দোষ? তুমি এক থাবা আফিং খেয়ে, মাঁচার পৈঠেটার গোড়ায় ব'সে ঝিমুচ্ছিলে, অন্ধকার ঘর, আমি কি জানি,—তাড়াতাড়ি মাঁচার উপর উঠ্‌তে গিয়েছি, আর পৈঠে মনে ক'রে তোমার মাথার উপর পা তুলে দিয়েছি।

প্রহ্লাদ। আর উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ ক'রে ডিগ্‌বাজী খেলে প'ড়েছি, কেমন।

চন্দ্রা। ইচ্ছা ক'রে 'ডিগ্‌বাজী' খেলেছিলাম ?—আঁচ্ছা ! 'কে রে' ব'লে দাব্‌ড়ি দিয়ে তুমি ঘাড় উচু ক'র্‌লে, আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম, এবং আর এক পায়ে তোমার হোঁচোট্‌ খেয়ে, ধপাস্‌ ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেলাম। সে যাত্রা তুমি আমার শাস্তি ক'রেছিলে,—আঁচ্ছা।

প্রহ্লাদ। মাথায় ক'রে নিলাম, তাতেও তোমার 'শাস্তি' করা হ'ল ? কি মুস্কিল !

চন্দ্রা। 'কি মুস্কিল' ? শাস্তি কর নেই ? তোমার মাথায় পা দেওয়াতে আমার যে পাপ হ'য়েছিল, 'সাতউপোসী সাবিত্রীর' ব্রত ক'রে তার প্রায়শ্চিত্ত আমায় ক'র্‌তে হয় নেই ? সাতরাত্রি তোমার পা পূজো ক'রে, সেই চর্ণামৃত আর ফলমূল খেয়ে থাকি নেই ? মনে পড়ে না ?

প্রহ্লাদ। (মাথা চুল্‌কাইয়া) ও—সেই শাস্তি ! (স্মিতমুখে) আচ্ছা, সে সাতদিন কেমন সুন্দর মজাটী হ'য়েছিল,—বল দিকিন্‌।

চন্দ্রা। আঁ-হাঁ-হাঁ ! ভারি মজা ! 'ঘর পোড়ে, ফিঙ্গে ধোঁয়া খায় !' আমি মরি পেট জ্ব'লে, উনি 'মজা' দেখেন, আর পূজো খান।

প্রহ্লাদ। তবু মজাটী কেমন ?

চন্দ্রা। আঁচ্ছা ! বলি—প্রস্তুত হ'য়ে ব'সেছ, এখনি রওনা হবে নাকি ?

প্রহ্লাদ। এখনি, পুণ্টুরি—আমার কাঁচামিঠে পুণ্টুরি, এখনি।

চন্দ্রা। আর কয়বার তুমি দিল্লীতে গিয়েছ ?

প্রহ্লাদ। আর একবার,—ঐ যে, তোমার বিয়ের আগে,—

চন্দ্রা। বুঝেছি।

প্রহ্লাদ। মনে নেই তোমার ? ঐ যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হ'য়েছিল, তার পর সেই যে তোমার বাপের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে, নিধি-রামের বাড়ীর কুলতলায় ব'সে আফিঙ্গের নেসায় ঝিমুতে ঝিমুতে, আমি চ'খে ফড়িং দেখ্‌ছিলাম ; তুমি হঠাৎ সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলে, পায়ের শব্দ পেয়ে চ'খ মেলে আমি তোমায় দেখ্‌ছিলাম, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—"চন্দ্রাবতি, ফড়িং খাবি ?" তুমি উত্তর না দিয়ে, 'পুণ্টুরি পুণ্টুরি' ক'রে কারে যেন

ডাকতে ডাকতে চ'লে গেলে, আর সেই অবধি আমি তোমার 'পুণ্টুরি, নাম রাখলাম; কেমন, মনে পড়ে ?

চন্দ্রা। পড়ে।

প্রহ্লাদ। ঐ সেই,—মহারাজের সঙ্গে তখন আমি দিল্লীতে যাচ্ছিলাম; সেই একবার দিল্লীতে গিয়াছিলাম, আর এই; আর যাইনি।

চন্দ্রা। সে বার ত খুব শীঘ্রই ফিরে এসেছিলে।

প্রহ্লাদ। এ বারও তাই; কারণ বড়রাণী পদ্মাবতীর গর্ভ—এই আট মাস; মহারাজ ব'লেছেন—তিন চারি মাসের মধ্যেই ফিরে আ'স্বেন।

নেপথ্যে। (টিকারাধ্বনি)

প্রহ্লাদ। ঐ ঐ—টিকারা প'ড়ে গেল! বিদায় বিদায়, পুণ্টুরি, আমার ফুলবাতাসা পুণ্টুরি—আমার ডালিমদানা পুণ্টুরি, চ'ল্লাম লো, বিদায় বিদায়; প্রার্থনা কর—সত্বর ফিরে এসে আফিং খেয়ে, আবার যেন তোমার ঐ চরণের তলে যাই। (নিষ্ক্রান্ত)

চন্দ্রা। (একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া) তোমার ঐ চরণতলই পৃথিবীতে আমার স্বগ্‌গ, ঐ চরণের সেবা শুচ্ছুশাই, মর্‌লে পর, আমার অন্য স্বগ্‌গে যাবার একমাত্র উপায়। আঃ! ঘোড়ার উপর সোয়ার হ'য়ে তীরের মত ছুটে গেলেন, আর দেখা যায় না!

(অশ্রু পুঁছিতে পুঁছিতে, ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বুন্দীর রাজান্তঃপুর ; পদ্মাবতীর শয়নকক্ষ।

দুর্ম্মনায়মানা মহিষী পদ্মাবতী আসীনা।

পদ্মা। গুণবতী অনেকক্ষণ গিয়াছে, এখনো ফিরে আ'স্‌ল না। উঃ! আমার উদ্বেগের আর অবধি নাই; হায়! শাস্ত্রকারেরা বলেন—

পুত্রার্থে সংসার,　　　পুত্র স্বর্গ-দাতা
পুত্রমূলা শান্তি,　　　ইহ, পরদেশে।

পুত্রই পরত্রে, পিতৃঋণত্রাতা,
ধিক্ পুত্রবিহীনে— পাতকী বিশেষে॥

হাঃ! আমার সেই 'পাতকীবিশেষ' হ'তে হ'ল! বিধাতঃ, তোমার মনে যা আছে, কে তার অন্যথা ক'র্‌বে! (দর্শনান্তর) এই যে—বৎসে গুণবতী, কি সম্বাদ ?

প্রবেশপূর্ব্বক—জনেক অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রী

গুণবতী। সর্ব্বত্রই মঙ্গল, মহাদেবি!

পদ্মা। হা—আমার ভাগ্য!

গুণ। দেবি, আপনি কিছুমাত্র আশঙ্কা ক'র্‌বেন না, হরিসিংহ, চন্দ্রসিংহ, দুঃখীরাম সিংহ—এরা সকলেই সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত, কেহই বিশ্বাসঘাতক নয়।

পদ্মা। বৎসে, এই ত পূর্ণ দশমাস! এখন ত আমার প্রসবের যথাকাল উপস্থিত!

গুণ। আজ্ঞে; কিন্তু সে জন্য আপনার উদ্বেগের কোনও কারণ নাই প্রসব সকলেই ক'রে থাকে; এবং—

পদ্মা। সত্য, বৎসে; কিন্তু অভিনব কার্য্যে ভয়োৎসাহজনিত চিত্তচাঞ্চল্য স্বাভাবিক; আমার স্ফূর্ত্তির কারণ কিছুই নাই, ভীতির কারণেরও অভাব নাই; আমার হৃদয় কল্পনায় পরিপূর্ণ, আবার কল্পনাই উদ্বেগের প্রসূতি; অতএব আমার উদ্বেগের কারণাভাব কোথায় ?

গুণ। এমন যে অনিষ্টকারিণী 'কল্পনা' তাকে আপনার হৃদয় হ'তে একবারেই দূর ক'রে দিন্, তবেই দেখ্‌বেন, তার সন্তান উদ্বেগ সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত হবে।

পদ্মা। ব'ল্লেই ত হয় না; তুমি ত অনায়াসেই ব'ল্লে, কিন্তু দূর ক'র্‌লেই কি সে পিশাচী দূরীভূত হয় ? সত্য ব'ল্‌ছি, বৎসে, আমার এখন ভয় হ'চ্ছে। গুণবতি, বিধাতার যা ইচ্ছা নয়, তা সাধন ক'র্‌তে চেষ্টা করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র; এবং সে চেষ্টা হ'তে বিষময় ফলেরই উৎপত্তি হ'য়ে থাকে। তাই ভাব্‌ছি—এখনো সময় আছে, এখনো এ ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প আমি পরিত্যাগ করি।

গুণ। অ্যাঁ! একি? সেইরূপ মনের এখন এইরূপ পরিবর্ত্তন!

পদ্মা। যথার্থ ব'ল্‌ছি, গুণবতি, আমার মনের এখন অবস্থা ভাল নয়, যন্ত্রণাও আমার অল্প হ'চ্ছে না।

গুণ। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—কিরূপ কল্পনা আপনার মনে উদয় হয়, বলুন ত।

পদ্মা। সর্ব্বদাই আমার মনে লয়—সমুদায় পৃথিবী যেন নীরবে এক-দৃষ্টে কেবল আমার দিকেই চেয়ে র'য়েছে, এবং আমি কি ক'চ্ছি—কি ব'ল্‌ছি—কি ভাব্‌ছি ইত্যাদি আমার সমুদায় কার্য্য যেন তন্ন তন্ন ক'রে দেখ্‌ছে, সুতরাং আমার এই প্রসবের্ পরিণাম যেন এইরূপ হবে, যে—

সুখময় হররাজ্যে ঘটিবে প্রলয়।
উৎসন্ন যাইবে বুন্দী, নাহিক সংশয়॥
বিগ্রহ-তরঙ্গাকুল শোক-পারাবার।
ডুবিবে নরেন্দ্র তায়, উঠিবে না আর॥
আমার জীবন দগ্ধ হইবে লো হায়।
পশ্চাত্তাপ-নরকাগ্নি-জ্বলন্ত শিখায়॥

গুণ। (হাস্য করিয়া) এই! এত কতকগুলি অমূলক জল্পনা মাত্র, বিকারের রোগীর মুখেই শোভা পায়, আপনার এ সব কেন? ছি, মন স্থির করুন—দৃঢ় করুন, এবং অচিরাৎ বীরপ্রসবিনী হ'য়ে সুখিনী হন।

পদ্মা। বৎসে, 'বীরপ্রসবিনী' হ'লেই কি 'সুখিনী' হওয়া যায়? জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকারী, অতএব জ্যেষ্ঠ পুত্রের মাতা সুতরাং রাজমাতা না হ'তে পা'র্‌লে, মহাবীর-প্রসবিনী হ'লেও সুখ কোথায়?

গুণ। আপনার ত আর সে ভয় নাই, মহিষী পুষ্পবতীর ত পুত্র হয় নাই।

পদ্মা। তুমি দেখো, গুণবতি, পুষ্পবতী শীঘ্রই পুত্রবতী হবে—তার সব সুলক্ষণ; এবং যদিও এখন আমরা উভয়েই রাজার তুল্য স্নেহপাত্রী আছি, কিন্তু রাজ্যাধিকারীর জননীই অধিকতর আদরিণী হবে।

গুণ। অতএব অচিরাৎ আমি রাজার প্রিয়তরা মহিষী পদ্মাবতীর আশ্রিতা হ'য়ে গৌরবান্বিতা হ'তে পা'র্‌ব, কেননা আপনিই সংপ্রতি আসন্ন-প্রসবা।

পদ্মা। ঈশ্বর তাইই করুন ; কিন্তু বৎসে, ঈশ্বর একান্ত খল ও নিতান্ত পেটপাত্‌লা !

গুণ। কেমন ?

পদ্মা। তিনি সব দেখেন—সব শোনেন ; কিন্তু ভালটী তত গ্রাহ্য করেন না, মন্দটী পেলেই, তাই লোকের কাণে কাণে ব'লে বেড়ান।

গুণ। (হাসিয়া) হ্যাঁ ! ঈশ্বরের ব'সে ব'সে আর কাজ নেই কি না ?

পদ্মা। সত্য, গুণবতি, এই ভিন্ন তাঁর আর কোনও কাজ নেই।

গুণ। আচ্ছা !

পদ্মা। বৎসে, বাতাস সর্ব্বত্রই আছে।

গুণ। না ব'ল্‌ছে কে ?

পদ্মা। বাতাসেরও চক্ষু কর্ণ ও বাক্‌শক্তি আছে ; এবং গোপনীয় কিছু পেলেই, তাই সে আগে লোকের কাণে চুপে চুপে ব'লে দিয়ে আসে।

গুণ। এ সব আপনার নিতান্ত বৃথা আশঙ্কা।

পদ্মা। 'বৃথা আশঙ্কা' নয়, বৎসে ; প্রতি মুহূর্ত্তে আমার প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হ'চ্ছে, কিন্তু আমার আশা যত বা'ড়্‌ছে, সাহস ততই কম্‌ছে।

গুণ। মহিষি, আপনার আজকার কথাবর্ত্তায় আমার মনে বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে ; হায়, আমি যদি পদ্মাবতী হ'তাম ! দেবি, আপনি কার ভগিনী, তা আপনি জানেন ?

পদ্মা। জানি, গুণবতি, জানি—আমি সেই স্বার্থান্ধ পাপিষ্ঠ অম্বরপতি সেরয়রাজ জয়সিংহের বৈমাত্রেয় ভগিনী। হোঃ ! রে দুরাত্মা জয়সিংহ, সাবধান সাবধান ! তোর সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপিণী পদ্মাবতী এখনো জীবিতা, মূঢ়, সাবধান !

গুণ। যাই আপনি বলুন, মহারাজ জয়সিংহ সুকৌশলসম্পন্ন, কূটরাজনীতিজ্ঞ ও দৃঢ়সঙ্কল্প। আপনি তাঁর ভগিনী হ'য়ে, তাঁর গুণরাশির কিছুমাত্র ও অধিকার রাখেন না ?

পদ্মা। যাই হোক, সে পুরুষ লোক।

গুণ। আপনি ও রজঃপূত-রমণী।

পদ্মা। 'রমণী'—তায় ভুল নেই।

গুণ। তবে ঈশ্বরকেই ধিক্! কারণ তিনিই রমণীজাতির হৃদয়দৌর্ব্ব-ল্যের বিধাতা, তাই আপনার এত সঙ্কোচ।

পদ্মা। গর্হিত কার্য্যে কোন্ দুরাত্মার মন না সঙ্কুচিত হয়?

গুণ। আপনি তবে 'গর্হিত কার্য্য' মনে ক'চ্ছেন?

পদ্মা। যে কার্য্য ক'র্‌তে অন্তঃকরণ ভয়সঙ্কুচিত হয় এবং যা কেবল গোপন ক'র্‌তেই ইচ্ছা যায়, তাইই গর্হিত।

গুণ। এ একটা গর্হিত কার্য্য কি হ'চ্ছে? একবার সংসারের দিকে চেয়ে দেখুন ত—স্বকার্য্য সাধন কর্‌বার জন্য কে কোন্ কর্ম্ম না ক'চ্ছে? সে সকলের সঙ্গে তুলনায় এ একটা বেশী কাজ কি? সামান্য বিষয়, কৃত-কার্য্য হন—ভালই, না হন—তাতেও কোন ক্ষতি নাই, বরং একটা আমোদ হ'য়ে যাবে। তবে অকারণে কেন আপনি ভীত হ'চ্ছেন?

পদ্মা। অ্যাঁ! 'অকারণে কেন ভীত' হ'চ্ছি! হাঃ! কিছুই আমি বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। ভগবতি কুলদেবতে, জ্ঞানালোকে আমার হৃদয় আলো-কিত ক'রে দাও, ব'লে দাও, মা, গুণবতী কি ভাল ব'ল্‌ছে? গুণবতী আমার কি,—সুহৃৎ না কুহৃৎ?

গুণ। 'কুহৃৎ' কোন দিনও নয়, 'সুহৃৎ'—পরম 'সুহৃৎ'।

পদ্মা। কিন্তু আমার হৃদয় কম্পিত হ'য়ে তোমার প্রদত্ত ভরসায় আস্থা ক'র্‌তে চা'চ্ছে না।

গুণ। ক্ষমা ক'র্‌বেন, দেবি; বল্‌তে কি—আপনার হৃদয়ে সার নাই, দৃঢ়তা নাই; আপনার হৃদয় নিতান্ত লঘু, নিতান্ত—

পদ্মা। অ্যাঁ! আমার 'হৃদয়ে সার নাই, দৃঢ়তা নাই; আমার হৃদয় নিতান্ত লঘু'! আমি ক্ষত্রিয় যোদ্ধার কন্যা! ক্ষত্রিয় যোদ্ধার স্ত্রী!—

গুণ। সব কটী কথাই সত্য। হায়, আমি যদি আমার হৃদয়টী আপ-নার মধ্যে প্রবিষ্ট ক'রিয়ে দিতে পা'র্‌তাম!

পদ্মা। তবে, গুণবতি, আবার তুমি তা দিতে পা'র্‌লে,—আর আমি ইতস্ততঃ ও ভয় ভয় ক'র্‌ব না; যে পথ ধ'রেছি এবং ধ'রে এতদূর এসেছি, সেই পথেই যাব, শেষে ভাগ্যে যা থা'ক্।

গুণ। আপনার হৃদয় আপনার অবাধ্য, শাসন করুন।

পদ্মা। আর 'অবাধ্য' হবে না; (যুক্তকরে) হা!—

শিবপ্রিয়া শৈলসুতে, সিদ্ধার্থ-দায়িনি।
কৃপাময়ি, ক্ষেমঙ্করি, কৈলাস-বাসিনি॥
অভয়ে, বরদে মাগো হে ভয়-ভঞ্জিনি।
দুর্গা দুর্গা দুঃখহরা, দুর্গতি-নাশিনি॥

মাগো, আমার মনের দুর্গতি দূর কর, মা; আমার অন্তঃকরণে যথোচিত বল প্রদান কর, অচল শিখরের ন্যায় তাকে অটল ক'রে রাখ, এবং যে সাহস ও উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হ'য়েছি, সেই সাহস ও উৎসাহের সহিতই আমায় আরব্ধ কার্য্যের সুফলভাগিনী হ'তে দাও।

গুণ। আপ্যায়িত হ'লাম। এইরূপ অন্তঃকরণটীই থাকা চাই; এবং আরো চাই—(কর্ণমূলে কহিয়া, প্রকাশ্যে) এখনি।

পদ্মা। কত?

গুণ। সেই পাঁচ পাঁচ শ।

পদ্মা। মোট পনর শ ত? চল, দিচ্ছি।

গুণ। চলুন।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—oo)*(oo—

বুন্দীর রাজবাটীসংলগ্ন উদ্যান। সময়—অপরাহ্ন।

বুন্দীর দুর্গাধ্যক্ষ অন্তর্ধাপতি মহারাজ বীরসিংহ ও প্রতিহারীর প্রবেশ।

বীরসিংহ। (চতুর্দ্দিক দর্শন পূর্ব্বক) অহো, কি বিচিত্র রমণীয়তা! উপবনের স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি চতুর্দ্দিকে নয়নোৎসব বিধান ক'চ্ছে; শীত সমীরসঞ্চারে সর্ব্বশরীরের সজীবতাসম্পাদন হ'চ্ছে; বিহঙ্গমকুলের কলস্বর কর্ণকুহরে অমৃতধারা বর্ষণ ক'চ্ছে; এবং এই সকলের যুগপৎ সংযোগসম্ভূত এক অনির্ব্ব-

চনীয় মোহিনী শক্তি প্রভাবে অন্তঃকরণ অভিভূত হ'য়ে আ'স্‌ছে। বস্তুতঃও নিদাঘকালের অপরাহ্নসময়ে উদ্যান প্রভৃতি বনস্থলী স্বভাবতঃই যার পর নাই মনোহারিণী!—এই যে চাঁপা, কি সম্বাদ?

হর্ষোৎফুল্লমুখে প্রবেশ পূর্ব্বক—পরিচারিকা

চাঁপা। মহারাজের জয় হোক্; রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হ'য়েছেন!

বীর। অ্যাঁ!

চাঁপা। আজ্ঞে।

বীর। অহো ধন্য! কর্ণযুগল অমৃতধারায় সিঞ্চিত হ'য়ে গেল, অন্তরাত্মা পরম প্রীতি লাভ ক'র্‌ল!

প্রতি। আ! কি সুপ্রভাত হ'য়েছিল—রাজ্যের আশালতা সুফলবতী হ'ল!

বীর। চাঁপা, এখন—যা এখানে আছে—এই লও, আর পরে। (কর্ণ হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় প্রদান।)

চাঁপা। যা আপনার ইচ্ছা। (সসম্মানে গ্রহণ পূর্ব্বক) আমি এখন সেনাপতিগণ ও অমাত্যদের কাছে,——(নিষ্ক্রান্তা)

বীর। প্রতিহারী, যাও; সমুদায় নগর উৎসবপূর্ণ হোক্—শুভসম্বাদ নগরমধ্যে ঘোষিত ক'রে,—এই যে, আবার ফেলী পাগ্‌লী!

উচ্চশব্দে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ পূর্ব্বক—পরিচারিকা

ফেলী। জয় হোক্, জয় হোক্; মহারাজ, আমায় কি বক্‌সিস্ দেবেন, তা দেন। (হাস্য)

বীর। কেন?

ফেলী। বাঃ! আমার যে খুব খোস্ খবর! (হাস্য)

বীর। খবরটাই আগে বল্, হেসেই যে ম'র্‌লি, হাবি!

ফেলী। কেন, শুন্‌তে পান নেই কি? (হাস্য)

বীর। শুনেছি ত।

ফেলী। তবে? তবে আর আমায় বক্‌সিস্ দিতে 'কেন কেন' ক'চ্ছেন কেন?

বীর। তুই ত আগে বলিস্ নি, চাঁপা আগে এসে ব'লেছে, বক্‌সিস্ পেয়েছে।

ফেলী। চাঁপা কি ব'লেছে ?

বীর। ব'লেছে—রাজপুত্র জন্মেছেন।

ফেলী। আমি ব'ল্‌ছি—আর এক রাজপুত্তুর জন্মাচ্ছেন। (হাস্য)

বীর। দূর, ক্ষেপি !

ফেলী। বেশ ! 'ক্ষেপী' কেন ? সত্যি, মহারাজ, এক রাজপুত্তুর জন্মেছেন, আর এক রাজপুত্তুর জন্মা'চ্ছেন,এবং ফের আর এক রাজপুত্তুরের তিন চারি দিন পরে জন্মিবার কথা আছে ! (হাসিতে হাসিতে মাটিতে পড়িয়া গেল।)

বীর। (বিরক্ত হইয়া) যা—যাঃ—

ফেলী। তাই ত ! বক্‌সিস্ না নিয়েই গেলাম আর কি ! (উত্থিতা)

বীর। পাগ্‌লী একটা কোথাকার—এসে পাগ্‌লাম যুড়ে নিয়েছে !

ফেলী। পাগ্‌লীকে লাই দেন কেন ? ভালবাসেন কেন ? তাতেই না এত সাহস ! (হাস্য)

বীর। তোর কথার যে কিছুমাত্র অর্থ নেই, ক্ষেপি !

ফেলী। হুঁম্, স্তাইত ! আচ্ছা, মহারাজ, রাজা ত রাজা ? সকল প্রজার বাপের মত ?

বীর। হাঁ, 'বাপের মত'।

ফেলী। প্রজারাও তবে রাজার ছেলের মত, সত্যি কি না ?

বীর। হাঁ, সত্য।

ফেলী। তবে রাজ্যমধ্যে যে কোন ছেলে জন্মা'ক্—সে রাজার ছেলে, সত্যি কি না ?

বীর। তোর কথার ভাব আমি বুঝ্‌লাম না।

ফেলী। বুঝ্‌লেন না ? আচ্ছা, আপনিও ত রাজার একজন প্রজা ?

বীর। হাঁ, 'প্রজা'।

ফেলী। তবে আপনার স্ত্রীর পেটে ছেলে জন্মিলে, সেও রাজা বুধ-সিংহের ছেলে হয়, কেমন কি না ? (হাস্য)

প্রতিহারী। (সরোষে) চুপ্ রও।

ফেলী। বলি—না, কথার কথাটা; সত্যি কিছু আর তাই হয় নেই, হ'চ্ছে ও না। তুমি অত রেগে ম'চ্ছ কেন? মনে কর—তুমি প্রতিহারী, তোমার একটী ছেলে আছে, তাকে কি বিয়ে করা বৌর পেটেজন্মা রাজার ছেলে বলা যায় না? (হাস্য)

প্রতি। আবার হাবি জাবি? একটা চড়ে মেরে ফেলে দেব।

ফেলী। আমি ফেলী, আমায় ফেলে দাও; কিন্তু, ভাই, মের না, ব্যথা পাব।

বীর। (চিন্তিত ভাবে) নাহে, বড় 'হাবিজাবি' ব'লে বোধ হ'চ্ছে না।

ফেলী। 'হাবিজাবি' বই কি? আচ্ছা, মহারাজ, এই প্রতিহারীর পুত্তুর হ'লে, কিম্বা দুঃখীরামসিংহের পুত্তুর হ'লে, সে কি রাজপুত্তুর হয় না? রাজতক্তে ব'স্‌তে পায় না? সেই কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি। ঈঃ! কত বকুল ফুল ফুটেছেরে!

বীর। ফেলি, তুই বড় সহজ ন'স্, দুঃখীরামসিংহ কে রে?

ফেলী। আমি বকুল তলায় ব'সে ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথিগে, রাজার হ'বো ছেলের গলায় দেব। (ধাবনোদ্যতা)

বীর। দাঁড়া, নইলে ম'র্‌লি—এই তরবার দেখেছিস্, কেটে দুই টুক্‌র ক'র্‌ব।

ফেলী। (বিস্মিতমুখে) ওমা, সে কি! তা ক'র্‌লে যে রক্ত প'ড়্‌বে, রক্ত দেখ্‌লে আমার যে ভির্‌মি দেবে!

বীর। ঠিক্ ক'রে বল্—দুঃখীরাম কে?

ফেলী। আমাকে আপনি কা'ট্‌তে চা'চ্ছেন—আমি দুঃখীরাম; সীতাকে বনে দিয়ে রাম হ'য়েছিলেন—দুঃখীরাম; যার দুঃখ আছে, সেই দুঃখীরাম; পৃথিবীর সকলেরই দুঃখ আছে, সুতরাং সকলেই দুঃখীরাম।

প্রতি। শূরসিংহের পিতা দুঃখীরামের কথাই ব'ল্‌ছে—বোধ হয়।

ফেলী। আর এক জন দুঃখীরাম ছিলেন—সে কালে।

বীর। কে?

ফেলী। বসুদেব।

বীর। কিসে ?

ফেলী। আপন পুত্তুর পরকে দিয়ে।

বীর। অ্যাঁ ! প্রতিহারী, যাও, শূরসিংহের পিতা দুঃখীরামকে,—সত্বর।

প্রতি। যে আজ্ঞে, মহারাজ। (নিষ্ক্রান্ত)

ফেলী। এই ত আপনি দুর্গাধ্যক্ষ !—আর এই ত আপনার বুদ্ধির দৌড় ! একটা পাগ্‌লীর কথা বুঝ্‌তে না পেরে, দুঃখীরামকে ডা'ক্‌তে পাঠালেন ! (হাস্য)

বীর। (সক্রোধে) তুই আমাকে বড়ই দেক্ ক'র্‌লি, বান্দী !

ফেলী। বোঝা গেছে, বোঝা গেছে; দেন, আমার বক্‌সিস্ দেন, আমি চ'লে যাই ; 'বান্দী' আর আপনাকে 'দেক্' ক'র্‌তে চায় না।

বীর। না, তুই 'বান্দী' না, তুই লক্ষ্মী ; কি হ'য়েছে—বল্।

ফেলী। ব'ল্‌ছিই ত—ছেলে হ'য়েছে।

বীর। আবার ?

ফেলী। বেশ ! হ'ল ছেলে, আমি কি ব'ল্‌ব—মেয়ে ? আর ব'ল্লেই বা কি, আমি ত আর বিধাতা পুরুষ নই, যে ছেলেটাকে ধ'রে মেয়ে বানিয়ে দেব। (হাস্য)

বীর। তবে ঠিক্ ক'রে বল্—কার ছেলে ?

ফেলী। বড়রাণী পদ্মাবতীর,—যেমন পেটে ধ'র্‌ল দেবকী, ছেলে হ'ল যশোরাণীর !

বীর। ও—রাক্ষসি, বলিস্ কি ! মহিষীর পুত্র হয় নাই—কন্যা ? দুঃখীরামসিংহের পুত্র ? মহিষী নিজের কন্যা তাকে দিয়ে, তার পুত্র নিয়ে এসেছেন ; এবং নিজের পুত্র হ'য়েছে ব'লে প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন ? ওঃ ! আর বুঝ্‌তে বাকি নাই !

ফেলী। 'আর বুঝ্‌তে বাকি নাই !' সব আপনি বুঝে নিয়েছেন দেখ্‌ছি ! (হাস্য)

বীর। কি ! এখন ও বুঝি নাই ? ফেলি, বলিস্ কি ? তুই কি হ'লি ?

ফেলী। 'ফেলি—কি হ'লি,' যমের বাড়ী গেলি ! আচ্ছা, মহারাজ, একটা ছেলের কি দুটো মা হ'তে পারে না ?

বীর। কি রকম ?

ফেলী। মনে করুন—একজন ছেলেটাকে দশমাস পেটে ধ'র্‌ল, ক্লেশ কষ্ট পেল, ব্যথা খেল, প্রসব ক'র্‌ল ; আর একজন আটকুড়ী—দশমাস পেটে ধ'র্‌লাম, ক্লেশ কষ্ট পেলাম, ব্যথা খেলাম, প্রসব ক'র্‌লাম—এই ব'লে সকলের বিশ্বাস জন্মায়ে, গোপনে সেই ছেলে নিয়ে এসে তার মা হ'য়ে ব'স্‌ল।

বীর। তবে কি তাই রে ? মহিষী পদ্মাবতীর পুত্র কন্যা কিছুই নয় ? আদৌ তাঁর গর্ভই মিথ্যা ?

ফেলী। (করতলধ্বনির সহিত গীত)

ঐ আ'স্‌ছে বাতাস ফুর্ ফুরিয়ে।
আ'স্‌ছে বাতাস ফুর ফুরিয়ে, গা জুড়িয়ে,
দিয়ে যা'চ্ছে, হায় !
ডুমুরের ফুল দেখ্‌বি যারা, ত্বরায় তারা
রাজবাড়ীতে আয় !!
আয় লো আয় পুরবাসী, রাজবাড়ীতে আয় !
দুর্গাধ্যক্ষ শুনে তাহা, ভ্যাগা চ্যাগা খায়
তোরা দেখ্‌বি যদি—আয় !!

বীর। আঁা, কি শুন্‌লাম ! মহিষী পদ্মাবতীর আদৌ গর্ভই হয় নাই ! তিনি দুঃখীরামকে অর্থদ্বারা বশীভূত ক'রেছেন ! তার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হ'লে, নিজেরও তাই হ'য়েছে—প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন ! দশমাস সকলকে বৃথা আশায় প্রতারিত ক'রেছেন ! আজ সেই দুঃখীরামের স্ত্রী পুত্র প্রসব ক'রেছে, আর সেই পুত্র নিয়ে এসে, নিজের পুত্র হ'য়েছে—প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন ! এ সবগুলি কথাই কি সত্য, ফেলি ?

ফেলী। সব সত্যি।

বীর। যদি মিথ্যা হয় ?

ফেলী। মিথ্যুকের এই মাথাটা কেটে ফেল্‌বেন। (মস্তক অগ্রসর করণ)

বীর। কি বিষম প্রতারণা ! কি জঘন্য দুর্ম্মতি ! দেবি পদ্মাবতি,

আপনি মহাধর্ম্মশীল মহারাও রাজা বুধসিংহের পাটেশ্বরী, আপনি এত কুৎসিত-হৃদয়া! ছি! ছি!

ফেলী। সুতরাং ফেলীকে এখন 'কেটে দুই টুক্‌র' করুন। (হাস্য)

বীর। তুই না থা'ক্‌লে হয়ত আমরা চিরদিনই প্রতারিত থা'ক্‌তাম।

ফেলী। আমার কিন্তু, মশাই, এখন যমের বাড়ী যাবার ইচ্ছে নেই, যমের বাড়ী যেতে আমার প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাবার মত ভয় করে।

বীর। তোর কোনও ভয় নাই; মহারাজ তোকে বিস্তর পুরস্কার দেবেন। এই নে, আমিও—যা এখানে আছে—দিচ্ছি। (মুক্তাহার উন্মোচন)

ফেলী। (হাসিয়া) ওমা! ও গুলি নিয়ে আমি কি ক'র্‌ব? আমি ত সুখের খবর দি নি, সত্যি সত্যি বক্‌সিসের লোভেও বলিনি; পরে যদি মহারাজের একটী সত্যি ছেলে হয়, তবে অনর্থক তার এই যে সর্ব্বনাশটী হ'য়ে থা'ক্‌ছে, তাই নিবারণ ক'র্‌বার আশাতেই ব'লেছি; এবং তাই যে হ'ল, এই আমি বক্‌সিস্ পেলাম।

বীর। পাগ্‌লী, আজ আমরা তোকে চিন্‌তে পা'র্‌লাম।

ফেলী। আমি এখন যাই, কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে—খবর রাখি গিয়ে।

বীর। দাঁড়া, শুনি;—তুই কিরূপে এসব ঘটনা জা'ন্‌তে পা'র্‌লি?

ফেলী। একদিন দুটী লোক চুপে চুপে এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ব'ল্‌ছিল, আমি হঠাৎ শুন্‌তে পেলাম; এবং সেই অবধি প্রায়ই আড়ি পেতে পেতে তাদের কথাবার্ত্তা শুন্‌তাম।

বীর। কি 'কথাবার্ত্তা' হ'ত?

ফেলী। তাই কি আর এখন মনে আছে। আসল কথাটা এই,—চন্দ্রসিংহ, হরিসিংহ ও দুঃখীরামসিংহ—এই তিন জনের স্ত্রীদের একমাসে গর্ভ হয়, রাণী খোজে খোজে তাই টের পেয়ে, নিজেরও গর্ভ হ'য়েছে—প্রকাশ ক'রে দেন, এবং টাকা দিয়ে তাদিগকে বশ করেন। কথাটা থাকে এই যে—তাদের পুত্তুর হ'লে, তারা তা তাঁকে দেবে! তিনজনের সঙ্গে কথা কেন—বুঝ্‌তে পেরেছেন?

বীর। এক জনের অবশ্য ছেলে হবে।

ফেলী। তাই ; তখন যে আমি ব'লেছি—আর এক রাজপুত্তুর জন্মা'-চ্ছেন, এবং ফের আর এক রাজপুত্তুরের তিন চারি দিন পরে জন্মিবার কথা আছে, তারও কারণ এই ; কেননা আর দুটী তাঁতে আছে।

বীর। তোর সব কথার অর্থ এখন বোঝা যা'চ্ছে। তার পর ?

ফেলী। তার পর আজ ব'সে আছি, হঠাৎ দেখি যে একটী লোক বুকের মধ্যে ঢেকে কি একটা নিয়ে এসে, ফুক্ ক'রে একবারে বড়রাণীর ঘরের মধ্যে গেল ; আমার মনে আছে সন্দেহ, আমি অম্‌নি গিয়ে আড়ি পা'ত্‌লাম, শুন্‌লাম যে "দুঃখীরামের" ; তার পরেই 'ছেলে হ'য়েছে' প্রকাশ হ'য়ে গেল, আর বুঝ্‌তে বাকি কি ?

বীর। যে লোকটা ছেলে নিয়ে এল, সে কে ?

ফেলী। কেন—গুণবতী ; গুণবতীই ত সব ক'রে দিয়েছে ; রাণীর ইচ্ছা, গুণবতীর যোগাড়, কৌশল, দূতীপণা—সব। ঐ যে, দুঃখীরাম আ'স্‌ছে, আমি পালাই। (প্রস্থান পূর্ব্বক অন্তরালে অবস্থিতা)

প্রতিহারী পুরঃসর দুঃখীরামসিংহের প্রবেশ।

দুঃখী। মহারাজের জয় হোক্।

বীর। দুঃখীরাম, আজ নাকি তোমার একটী পুত্রসন্তান জন্মেছে, সত্য ?

দুঃখী। (সখেদে) হা—আঃ ! পুত্র—পুত্র ! মহারাজ, পুত্র—আমার ! হাঁ—জন্মেছিল !

বীর। 'জন্মেছিল' ব'ল্‌ছ, তবে কি তা নাই ?

দুঃখী। না—ই ! (জানুতলে উপবিষ্ট)

বীর। তোমার কাছে নাই—তাই ব'ল্‌ছ, না ?

দুঃখী। 'কাছে'—নাই।

বীর। কোথায় আছে ?

দুঃখী। 'কোথায়—আছে'—ওঃ ! বল্‌তে পারি না !

বীর। কেন, তুমি কি তা জাননা ?

দুঃখী। জানি, জানি—ব'ল্‌তে পারি না; কারো কাছে ব'ল্‌ব না—প্রতিজ্ঞা, হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যা'ক্, প্রতিজ্ঞা থা'ক্।

বীর। আচ্ছা, দুঃখীরাম, তোমায় আর তা ব'ল্‌তে হবে না, আমিই ব'ল্‌ছি—তোমার পুত্র মহিষী পদ্মাবতীর নিকট, না?

দুঃখী। (চমকিত হইয়া) ওঃ! কে আপনাকে ব'ল্লে?

বীর। ধর্ম্ম।

দুঃখী। ঠিক্; হে ধর্ম্ম, তুমিই প্রকাশ ক'রেছ, আমি নই।

বীর। কেন তুমি এমন কাজ ক'র্‌লে?

দুঃখী। দুর্ম্মতি হ'ল, অর্থলোভে ভুলে গেলাম, বাবা আমার রাজা হবে—বড় সুখ বা'স্‌লাম, গুণবতী ভয় দেখা'ল—ভয় পেলাম, বুঝ্‌লাম না, বুঝ্‌লাম না, মহারাজ, হৃদয়মধ্যে এখন আমার যে দারুণ যন্ত্রণা হ'চ্ছে, তার শতাংশও তখন বুঝ্‌লাম না! হাঃ! (অশ্রুমোচন)

বীর। টাকা পেয়েছ কতটী?

দুঃখী। তিনবারে পনর শত আর আজ দশ শত—মোহর। ওঃ! হৃদয়ের যে স্থান আমার শূন্য হ'য়ে গিয়েছে, এত মোহরে তার কণামাত্রও ভরে নাই! হৃদয়মধ্যে আমার হু-হু ক'চ্ছে! (অশ্রুমোচন।)

বীর। তোমার আর সন্তানাদি কি, দুঃখীরাম?

দুঃখী। দুটী কন্যা।

বীর। পুত্র নাই?

দুঃখী। 'পুত্র নাই'! ছিল—নাই! শূরসিংহ—মহাবীর, দিল্লীর ময়দানে ভীমসিংহের হস্ত হ'তে মহারাজ বুধসিংহকে রক্ষা ক'র্‌ল,—ব্যাঘ্র-বিক্রমে ত্রিশ জন শত্রুর শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক বাবা আমার স্বর্গে গেল! (অশ্রুবর্ষণ)

বীর। হাঁ, দিল্লীর সেই যুদ্ধে মহারাজ জৈৎসিংহের সহিত শূরসিংহও নিহত হ'য়েছিল, সত্য।

দুঃখী। (সরোদনে) শূর—বাবা! তোমার জন্য আমি দুঃখ করি না, তুমি স্বীয় অধিরাজকে রক্ষা ক'র্‌তে, সম্মুখযুদ্ধে বীরকর্ম্ম ক'রে বৈকুণ্ঠে গিয়েছ! ভারতীয় রজঃপূত জাতির এর চেয়ে স্পৃহণীয় সৌভাগ্য আর কি

আছে! থাক, বাবা, তথায় সুখে থাক; আমি ধন্য, তাই তোমায় পুত্র লাভ ক'রেছিলাম!

বীর। (অশ্রু পুঁছিয়া) দুঃখীরাম, তোমার কথাবার্ত্তায় আহ্লাদে আমার চক্ষে জল আ'স্‌ল! তুমি কি চাও—বল।

দুঃখী। 'কি চাই'? মহারাজ, পঁচিশ শত মোহর ফিরিয়ে নিন্—আমার যা কিছু আছে, সব কেড়ে নিন্—আমি অপরাধী, মাথাটা আমার কেটে ফেলুন—কিন্তু আমার পুত্র আমায় ফিরিয়ে দিন্; আমি তাকে একবার আমার ব'লে বুকের মধ্যে ধ'রে, মনের সুখে মরি! (রোদন)

বীর। যাও, দুঃখীরাম; আমি তোমাকে অভয় দিচ্ছি, প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি—মহারাজ দিল্লী হ'তে ফিরে আ'সলেই তোমার পুত্র তোমাকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'র্‌ব।

দুঃখী। আঃ! আশ্বাস-অমৃতে হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নি আমার মন্দীভূত হ'য়ে গেল। (উত্থিত)

বীর। এ সব কথা এখন কা'রো কাছে প্রকাশ ক'রো না, যাও।

দুঃখী। যে আজ্ঞে। (ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত)

হাসিতে হাসিতে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক

ফেলী। কেমন, মহারাজ, প্রাগ্‌লী সত্যি ব'লে কি মিথ্যে ব'লে, এখন বুঝ্‌লেন?

বীর। নিতান্ত সৌভাগ্য, তাই তুমি ছিলে, লক্ষ্মি! কিন্তু দেখ—রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হ'য়েছেন, সাবধান; এখানে আমরা যা কিছু দেখ্‌লাম, যা কিছু শুন্‌লাম, কিছুই যেন দেখি নাই—কিছুই যেন শুনি নাই।

প্রতি। আমি তবে বাদ্যোদ্যমাদি ক'রে, শুভ সম্বাদ নগরমধ্যে বিঘোষিত ক'রে দি গিয়ে।

বীর। যাও; মহারাজের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সকলেই প্রতারিত থা'ক্।

প্রতি। যে আজ্ঞে। (নিষ্ক্রান্ত)

ফেলী। আমিও যাই, কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে—দেখি গিয়ে। (নিষ্ক্রান্তা)

বীর। [illegible] দেবি পদ্মাবতি, চিরক্রূরকর্ম্মা জয়সিংহ যখন

আপনার ভ্রাতা, আর স্বজাতি-শত্রু মূর্ত্তিমান্ "কলিযুগ" দুরাত্মা মানসিংহ, ও প্রথম ম্লেচ্ছ-শ্বশুর নীচাশয় ভগমান দাস প্রভৃতি আর্য্য-কলঙ্কগণ যখন আপনার পূর্ব্বপুরুষ, তখন আপনার এরূপ জঘন্য চরিত্র হবে—বিচিত্র কি ? কেননা—

অধম—সুভগা হোক্।
কিম্বা হীন—মহাঁল্লোক ॥
স্বভাব স্ব-ভাবে রয়।
বংশ-ফল যাবার নয় ॥

(নিষ্ক্রান্ত।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বিষ্কম্ভক।

বুন্দীর রাজপথ।

জনৈক নাগরিকের প্রবেশ।

নাগরিক। অহো!—

স্পৃহণীয়, ধন্য সেই দেশে বাস,
যদ্যপি অরণ্যে, কিম্বা মরুভূমে।
সাগরে, ভূধরে—তুষার আলয়ে,
স্বজাতীয় রাজা যেই মুখ-দেশে!!

দুঃখীরাম সিংহ ঘোর অপরাধী; কিন্তু মহানুভব মহারাজ বুধসিংহ তাকে ক্ষমা ক'রেছেন, এবং তার পুত্র তাঁকে প্রত্যর্পণ ক'রেছেন; কিন্তু মহিষী-প্রদত্ত অর্থরাশি তার নিকট হ'তে প্রতিগ্রহণ করেন নাই, কারণ—

রাজভয়, ধর্ম্মভয় নহে প্রতিকূল।
দুর্দ্দম দারিদ্র্য দুঃখ দুর্ম্মতির মূল॥

অতএব সেই 'মূলের' উচ্ছেদ বিধান দ্বারা দুর্ম্মতির সংশোধনসাধনাভি-প্রায়ে, সেই সমুদায় অর্থই তিনি দুঃখীরামকে দান ক'রেছেন। দুঃখীরাম, পুত্র ও পচিশ শত স্বর্ণ—উভয়ই প্রাপ্ত হ'য়ে সুমতি অবলম্বন পূর্ব্বক, সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'চ্ছে। কিন্তু তুই, গুণবতি? হা ধিক্!—

শোভন কুসুমোদ্যান স্বরূপ এ পুরী।
বিষলতা তায় ছিলি তুই ভয়ঙ্করী॥

'বিষলতার' প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, তাই মহারাজ তোকে উৎপাটিত ক'রে দূরীভূত ক'রে দিয়েছেন। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) আর তুমি, পাটেশ্বরি পদ্মাবতি? হায়!—

অভাগিনী তুমি অতি! কৃতকর্ম্ম দোষে—
সেই সে হৃদয় তব দহিতেছে এবে
পতির বিরাগরূপ জ্বলন্ত অনলে,
দিবানিশি; আছিল রে যে তব হৃদয়—
পরিপ্লুত পতিপ্রেম-পীযূষ বর্ষণে,
চিরদিন! হীন কৃতি যেমন তোমার,
তেমন কঠোর শাস্তি দিতেছেন সদা—
কর্ম্মফল দাতা বিধি মর্ম্মস্থলে তব;
প্রায়শ্চিত্ত এই তব ঘোর কুমতির!

কিন্তু তুমি, কনিষ্ঠা মহিষি পুষ্পবতি? আ!—
সাধুশীলা তুমি, পক্ষপাতী দেবতারা
সাধুত্বের; বিভূষিতা তেঁই সে তোমারে,
সংসার-রতন-সার পুত্ররত্নদ্বয়ে,
করিলেন 'আশাপূর্ণা' স্বয়ং কুলদেবী।
ধন্যা তুমি পুণ্যশীলে! তব পুণ্যবলে—
পিতৃঋণ-মুক্ত এবে চৌহান-ভূপতি;
উদ্বেলিত সুখ-অম্বু হৃদয়সাগরে—
প্রকৃতিপুঞ্জের, নব নিশাকর-রূপী
নিরখি কুমারদ্বয়ে সাম্রাজ্য-গগনে।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক) জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র ওমেদসিংহের বয়স এই আট বৎসর হ'ল, কনিষ্ঠ দীপসিংহের বয়স এই মোটে দুই মাস। এই নবকুমারের জাতকর্ম্মাদি সমাধা ক'রেই, মহারাজ সসৈন্যে আবার দিল্লীনগরে প্রস্থান ক'রেছেন। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) সুধু মহারাজ কেন? পারস্য দেশীয় পরাক্রান্ত ম্লেচ্ছ সম্রাট নাদির সাহ দিল্লী আক্রমণ ক'র্‌তে আ'স্‌ছে—এই সম্বাদে, মহারাজ বুধসিংহের ন্যায়, চতুর্দ্দিক হ'তেই হিন্দুমুসলমান ভূপতিগণ দিল্লীর রক্ষার্থ সসৈন্যে ধাবিত হ'য়েছেন। একটী অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম ঘ'ট্‌বে, সন্দেহ নাই; তবে পরিণাম কি হবে—ভগবান্ জানেন!—(দর্শনান্তর) হা! রাওবং সুবলসিংহ যে!—

মহারাজ বুধসিংহের দূত সুবলসিংহের প্রবেশ।

রাম রাম! কি সম্বাদ? এত শীঘ্রই যে দিল্লী হ'তে ফি'র্‌লেন?

সুবলসিংহ। শীঘ্র ফি'র্‌ব বই আর কি ক'র্‌ব; আমরা গিয়ে দেখি—দুরন্ত নাদির সাহ দিল্লী ছারখার ক'রে চ'লে গিয়েছে।

নাগ। 'ছারখার ক'রে চ'লে গিয়েছে!'

সুবল। হাঁ; এ দিকে রাজধানীতেও বিশেষ গোলযোগ, দেখে শুনে রাজগণ সকলেই স্ব স্ব রাজ্যে ফিরে গিয়েছেন।

নাগ। আমাদের মহারাজ?

সুবল। তিনি রাজা জয়সিংহের সহিত একত্রে এসে, তাঁর প্রণয়ানু-রোধে, কয়েক দিনের জন্য তদীয় রাজধানী অম্বর নগরে আতিথ্য স্বীকার ক'রেছেন।

নাগ। সৈন্যসামন্তগণ সব তাঁর সঙ্গেই আছে?

সুবল। 'সব' নাই; মাত্র তিন শত সৈন্য সঙ্গে রেখে, অবশিষ্ট সমু-দায়কে তিনি বিদায় ক'রে দিয়েছেন; তারা পশ্চাতে আ'স্‌ছে। আমি রাজ্যের কুশল সম্বাদ জেনে যাবার জন্য প্রেরিত হ'য়েছি।

নাগ। রাজ্যের সমস্তই কুশল। ভাল কথা—মহিষী পদ্মাবতী যে মহারাজের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গেই আছেন, কি রাজধানীতে প্রত্যাগমন ক'চ্ছেন?

সুবল। তাঁর সঙ্গেই আছেন। তবে আমি আসি এখন, রাম রাম।

নাগ। রাম রাম।

(দুই দিকে দুই জনের প্রস্থান।)

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অম্বরনগর ;—বুধসিংহের বাসাবাটীর ছাদ। সময়—অপরাহ্ণ।

অম্বররাজ জয়সিংহ ও বুন্দীরাজা বুধসিংহ আসীন।

জয়সিংহ। (আকাশে দৃষ্টি করিয়া, স্মিতমুখে) দেখুন দেখুন, মহারাজ, কি শোভা!—

রক্তাভা—অনলবর্ণ অন্তিম সূর্য্যের—
রঞ্জিছে তরঙ্গায়িত অভ্রচ্ছেদ-কূলে,
বিশাল গগন-তলে ; নভঃস্থলে যেন—
বাড়ব অনলে দীপ্ত শোভিছে সুন্দর
সফেনোর্ম্মি-সমাকীর্ণ ভারত পাথোধি!

বুধসিংহ। ঈদৃশ, রাজন্, এবে সুবিশাল এই
'ভারত'রূপ 'পাথোধি'!—বাড়বাগ্নি ঘোর
জ্বলিছে তাহাতে আপ্ত বিসম্বাদরূপে—
দিল্লীপুরে! বিচলিত অন্তঃস্তল তার
ঝড়রূপী নাদিরের ঘোর বিলোড়নে!
তেজোদ্দীপ্ত সর্ব্বস্থান,—উথলিছে তায়
উন্মাদিনী বাহিনী নিচয়—উর্ম্মিশ্রেণী,
জয়কেতু কুল রূপ ফেনপুঞ্জ শিরে!
নির্ভরের স্থান নাই, নিরাশ্রয়ে তাই—
টলিছে 'ভারত'সিন্ধু যেন শূন্যদেশে!

জয়। সত্য, মহারাজ,—'নিরাশ্রয়' এ 'ভারত'!
আছিল মোগলাশ্রয়, অন্তিম দশায়
ভাগ্য-সূর্য্য এবে তার—ওই সূর্য্যপ্রায়।
অগ্নি'বর্ণ' সেও এবে—রুধির স্রক্ষণে,
ছুটেছে বিক্ষত তার শরীর হইতে

যে রুধির—অযুতেক অসির ঘাতনে
দুরন্ত নাদির সার! আসমুদ্র ক্ষিতি
যে চণ্ড প্রতাপে তার ছিল সন্তাপিত,
লুপ্ত এবে একেবারে সে মহাপ্রতাপ,
দীপ্তিজালে এখনো সে দুর্লক্ষ্য যদ্যপি।
খণ্ডিত অসঙ্খ্য খণ্ডে সুবিস্তীর্ণ এই
ভারত গগন, ওই গগনের প্রায়
অভ্রচ্ছেদসমাকীর্ণ; অভ্রচ্ছেদ তায়—
সেই সব খণ্ডচয়; 'রক্তআভা'রাজী—
নাম মাত্র প্রভুশক্তি, শোভিছে চৌদিকে—
ধরি তারা তদধীনে জ্বলন্ত মূরতি।
বারাঙ্গনা স্বরূপিণী—দিগ্‌দেশীয়া যত
রাজ্যলক্ষ্মী, বহুপতি-বিলাসিনী সবে,
চিত্তাঙ্গোৎসব তাদের এখন—অপার,
মোগল সৌভাগ্য-সূর্য্যে হেরি অস্তাচলে,
স্বাধীনতা নিজ নিজ প্রলাভের আশে—
নিশাগমে!

বুধ। অহো ধন্য! অচিরাৎ তবে— (সোৎসাহে)
পারিবে রে স্বাধীনতা-রতনে মণ্ডিতে
শির, আবার ভারতভূমি এ সময়ে—
শুভগ্রহদত্ত এই সুন্দর সুযোগে।
নিখিল ভারত-নভোমণ্ডল প্রদেশে,
পারিবে রে, উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জরূপে,
আবার করিতে শোভা হিন্দুরাজ্যচয়
দীপ্তিমান—স্বাধীনতা-বিমল কিরণে,
উজলি অম্বরদেশ—উজলি জগতে
প্রভাজালে, উজলিত তারা পুরাকালে
যথা।

জয়। সম্ভাবনা কোথা তার, হে রাজন্, (হতাশে)
সম্রাট-সুধাংশুহীন নভঃস্থল বিনা ?
অসম্ভব তাও পুনঃ ;—অস্তাচলচূড়ে—
মোগল-সৌভাগ্য-সূর্য্য, আসিছে যামিনী ;
উদিবে আবার—নূতন 'সুধাংশুনিধি
অংশুমান' ; প্রসারিয়া করজাল তার
তেজোময়, অধিকার আবার করিবে
দশদিক ; হিন্দুরাজ্য-নক্ষত্রনিচয়
যদ্যপি রহিবে ব্যোমে—রহিবে হইয়া
কৃপাধীন তার চিরদিন !

বুধ। পারে নাকি,
সখে, হ'তে সে 'সুধাংশু নিধি অংশুমান'
আর্য্যসুত ভারতের, শ্রেষ্ঠতম যিনি
নিখিল ধরণীতলে মানব-জগতে—
চিরদিন, দেবরূপী মহাতেজঃত্রয়
সূর্য্যাগ্নি চন্দ্রমা হ'তে সমুদ্ভূত যেই
দেবপুত্র ?

জয়। অহো, যদিরে পারিত ! সুখ-
সুধার আকর হ'ত সে 'সুধাংশুনিধি'
সুনিশ্চিত ! হায় ! কিন্তু পারে কই, ভাই ?
আশা বৃথা তার ! 'সূর্য্য' করেন প্রস্থান
'চন্দ্রমার' দরশনে, 'চন্দ্রমা' আবার
সে সূর্য্যের আগমনে হন অন্তর্হিত !
কোনই সংশ্রব 'অগ্নি' রাখে না কখন
এ দুয়ের কারো মনে ! জাতিবৈরী এরা
পরস্পর,দ্বেষানলে দগ্ধ নিরন্তর,
সহানুভূতি-বিহীন সতত—ইহারা।
এক কার্য্যে একমনে একত্রে মিলন

অসম্ভব এ তিনের ; অসম্ভব তাই—
ভারত-গগন তরে রাজেন্দু-সম্ভব
এ তিনের ঐক্যরূপ মহোদধি হ'তে।

বুধ। সে 'ঐক্য' মোরা সাধিব এখনি। ভারত- (সোৎসাহে)
ভূমি মোদের জননী, সহোদর মোরা
পরস্পর ; জননীর স্নেহামৃত-রসে—
মাখিয়া দুশ্ছেদ্য করি ভ্রাতৃপ্রেম-পাশ,
বান্ধিব এখনি মোরা কঠোর বন্ধনে
সে পাশে—দুর্ম্মদ সোদরগণে দুর্জ্জয়
জগতে—বৃষভেক্ষণ আর্য্য বীরপুত্র-
কুলে জননীর। জন্মিবে আবার যেই
সার্ব্বভৌম-সুধানিধি অতুল জগতে,
একীভূত এই হিন্দু-মহাসিন্ধু হ'তে
ভারতে, দীপিবে সেই, মহোজ্জল তার
যশোরূপ রশ্মিজালে আবার শোভিয়া,
এই বিশ্ব চরাচরে!

জয়। ধন্য, মহারাজ! (মহোৎসাহে)
উঠিল নাচিয়া জয়সিংহের * হৃদয়
মহোৎসাহে, তড়িত্তেজ যেনরে ছুটিল
শিরায় শিরায় তার সহসা—ইঙ্গিতে
তব সাধুতমে এই। দিল্লী সুরপুরে—
নিস্তেজ নিতান্ত এবে দুর্দ্দান্ত দানব-
রাজ, নির্ব্বাণ-বিক্রমবহ্নি দৈত্যবংশ,
বিহীন-বীরত্ববীর্য্য। জ্বলন্ত চৌদিকে—
ভারত-ত্রিদিববাসী দেবপুত্র যত
আর্য্য দেবগণ। রত্নময় এ সুযোগ

* জয়সিংহ নিজের কথা বলিতে নামপুরুষ ভিন্ন অস্মৎপুরুষ কখনই ব্যবহার করিতেন না।—টড্।

দুর্লভ!— দুর্লব্ধ এবে দৈবের কৃপায়,
পঞ্চশত নিদারুণ বৎসর বিগতে।
উদ্ধারিব এবে মোরা, কার সাধ্য রাখে,
দেবভূমি স্বর্গ এই, ভুজবীর্য্যবলে
দৈত্যকুল দলবলে সংহারি সমরে,
খেদাইয়া অবশিষ্টে—সিন্ধুগর্ভরূপী
দূর সিন্ধুনদ-পারে। করুন উত্থান,
কি কাজ বিলম্বে, ভাই, চলুন; করিব
আমরা—এখনি সে মহোদ্যম।

বুধ। এখনি, (মহোৎসাহে)
বুধসিংহ এখনি প্রস্তুত—অপ্রমিত
দলবলে, জ্বলন্ত উৎসাহে। মহোল্লাসে—
সহসৈন্য আপনিও প্রস্তুত, রাজন্,
মহাবল কুশাবহ যোদ্ধৃকুলপতে।
সুমহৎ এই কার্য্যে হবেই প্রস্তুত—
দুর্ব্বার বাহিনী-বলে বলী বীরমণি
সব হিন্দুরাজগণ। মৃত নই কেহ,
জীবিত সবাই মোরা এখনও সেই
পুরাতন হিন্দুবীর্য্যে; ডর তবে কারে
আমাদের? বীরপ্রসূ ভারতজননী,
অভাব কোথায় তাঁর বীর তনয়ের
এখনও?

জয়। 'অভাব কোথায় তাঁর বীর (সতেজে উত্থান পূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে)
তনয়ের এখনও?' এখনো সক্ষম—
বৈরীদল-মাঝে মহাপ্রলয় সাধিতে
কুশবংশ্য কুশাবহ শিশোদীয়াগণ,
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলবৃন্দপ্রায় রণরঙ্গে
পশিয়া নির্ভয়ে—শূরবৃন্দ। লীলাভরে—

সমর্থ এখনো শত্রু হনন করিতে
চতুর্দ্দিকে, সুদর্শন চক্রবৃন্দপ্রায়
উৎপতিত হ'য়ে শত্রুব্যূহের মাঝারে,
দুর্ম্মদ চৌহানচয়—উন্মাদ সমরে।
পুয়ার প্রমারাগণ পরবীরঘাতী—
এখনো সক্ষম ধরা আচ্ছন্ন করিতে
বৈরীকুল-শিরোজালে, স্পর্দ্ধাভরে থাকি-
পুরোভাগে স্বপক্ষীয় শূরসঙ্ঘাতের।
দৃঢ়ব্রত এখনও শোলাঙ্কীনিকর
মহা শৌর্য্যবীর্য্যশালী—রণাঙ্গণ হ'তে
না দিতে বিপক্ষকুলে জীবন্ত ফিরিতে
দেশমুখে। পরপুরী হরণ করিতে,
বৈরী-রক্তে বসুধারে বিধৌত করিয়ে,
এখনও শক্তিধর পুরীহরগণ—
অসুর দল-মর্দ্দন ভীমকর্ম্মা সবে।
পারগ বন্দিনী করি এখনো আনিতে
অরাতি-রুধিরাপ্লুতা বিজয়-লক্ষ্মীরে,
জয়শীল মেরুবাসী জয়শীল চির—
যদুবংশ্য শূরগণ। মহাশক্তি রাখে—
শস্ত্রানলে ভস্মসাৎ এখনো করিতে
অমিত্র গহন ঘোর খাণ্ডব কানন,
তূয়ার পাণ্ডবগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে—
গাণ্ডীবেয়। রাখে শক্তি এখনো অপার
কুলিশ-কঠোর ঘোর রাঠোর নিকর
সূর্য্যবংশ্য মহাশূর, মহা জয়োল্লাসে
ফিরিতে উৎসবমত্ত কলত্র-সমীপে,
বৈরী-রক্তে রক্তগঙ্গা বহাইয়ে দিয়ে।
প্রতিজ্ঞাত চিরশত্রু যবনকুলের—

পঞ্চনদবাসী শূর পাঞ্চালনিকর
মহাত্মা নানক-শিষ্য, জাতক্রোধে তারা
সক্ষম শমনরূপে যবনে নাশিতে।
ভাসাইতে—প্রবল তরঙ্গাকুল স্রোতে—
রাখে শক্তি চিতোরের কুশবংশোদ্ভব
উত্তাল সাগররূপী মহারাষ্ট্রগণ
(মহারাষ্ট্রধর এবে শিবজি-প্রসাদে)
যবন-তৃণের কুলে দূর দেশান্তরে।
'অভাব কোথায় তবে এখনও তাঁর
বীরতনয়ের' ? এই মহাশূরদল,
একতাবন্ধনে যদি পারিরে বান্ধিতে,
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারে চক্ষুর নিমেষে,
ছার ম্লেচ্ছ কীট কতিপয় !

বুধ। 'ছার ম্লেচ্ছ- (সতেজে উত্থান পূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে)
কীট কতিপয় !' দূতগণ, হে রাজন্,
হউক প্রেষিত—এই দণ্ডে এই সব
হিন্দুরাজপুরে ; বলুক তাহারা গিয়ে
এই মর্ম্মে—ভারতের বীরপুত্রগণ,
অপেক্ষা কিসের আর, কররে উত্থান
সবল বাহনে সবে এই শুভযোগে,
'হর হর' ঘোর শব্দে, মোচন করিতে
দাসীবৃত্তি—পঞ্চশতবৎসরব্যাপিনী
জননীর, দস্যুদলে দলিয়া সমরে,
একতার দুর্নিবার বলে। ভুলে যাও
আপ্ত দ্বেষ, আপ্ত বিসম্বাদ ; জাতি-বৈর
পরিহর সবে ; ত্যজ নীচমতি, ঘোর
দাসত্ব-প্রবৃত্তি ; ভাই ভাই আলিঙ্গন
কর পরস্পরে ; মহোৎসাহ-ভরে বলি

দাও রে সকলে, ঐক্য দেবের নিকটে,
জন্মভূমি-স্নেহরূপ ভীম খড়্গাঘাতে,
মহিষরূপিণী স্ব স্ব স্বার্থপরতাকে;
স্বার্থ—নীচ অন্ধ স্বার্থ, মূলীভূত যেই
এই দাসত্বের—সেই স্বার্থপরতাকে,—
হা ধিক্! হবে না কিছুই! আসিছে, রাজন্,
ভগ্নী তব পদ্মাবতী ঐ!

পদ্মাবতীর প্রবেশ।

হবে না, হায়,
হবে না!—কস্মিন্ কালেও কিছু হবে না!

পদ্মা। বাঃ! আমি কি ক'র্‌লাম?

বুধ। ত্যজিবে না আর্য্যজাতি 'স্বার্থপরতাকে'
কোন দিন, কোন দিন নাই রে মঙ্গল
ব্রহ্মশাপবহ্নি-দগ্ধ ভারতভূমির!!

জয়। পদ্মাবতী তার কি ক'র্‌ল, মহারাজ?

বুধ। (সরোষে) 'পদ্মাবতী'? পদ্মাবতী বন্ধ্যা, তথাচ 'রাজমাতা' হবে—এই 'নীচ অন্ধ স্বার্থের' বশীভূতা হ'য়ে, অসঙ্গত উপায়ে পুত্রবতী হ'তে চেষ্টা ক'রেছিল; দশ মাস মিথ্যা গর্ভের ভাণ ক'রে সকলকে প্রতারিত ক'রেছিল; এবং যথাকালে অন্যের সদ্যোজাত পুত্র আনয়ন পূর্ব্বক, নিজে পুত্র প্রসব ক'রেছে—প্রকাশ ক'রে দিয়েছিল! 'স্বার্থের' জন্য যে জাতির স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি—এরূপ বীভৎস বুদ্ধি, সে জাতির পুরুষদের তা পরিত্যাগ ক'র্‌বার সম্ভাবনাই বা কোথায়? আর ভারতের উদ্ধার-সাধনই বা কোথায়? অধুনা এ বিষয়ের আন্দোলন করাই বাতুলের কর্ম্ম!

জয়। (সরোষে) কি পদ্মাবতি, সত্য? সত্য তুমি ঈদৃশ জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রেছিলে? ঈদৃশ নীচ স্বার্থপরতা—

পদ্মা। (মহাক্রোধে) 'নীচ স্বার্থপরতা'? তবে রে "দরজীকী লেড়কীকা

বাচ্চা”! যা, পৃথিবীর এই জঘন্য ভারের লাঘব ক’রে দিয়ে, এই মুহূর্ত্তেই নরকে চ’লে যা। (জয়সিংহের কটিদেশ হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে ছেদন করিতে উদ্যতা)

বুধ। (সত্রাসে) হা! হা! হা! হা!—

জয়। (চমকিত হইয়া) অ্যাঁ!—(সত্বর পদ্মাবতীর হস্তধারণ)

পদ্মা। (কঠোরস্বরে) ছাড়্ ছাড়্; ছাড়্, দুরাত্মা, ছাড়্—(সবলে হস্ত মোচনের চেষ্টা)

জয়। অ্যাঁ! একি! সংকল্প মাত্রেই রণচণ্ডী করালিনী খড়্গহস্তে সংহার ক’র্‌তে উদ্যত!—ভগিনী-বেশে সংহার ক’র্‌তে উদ্যত! হোঃ! তবে আর হ’ল না! জান রে প্রতিনিধি সেবয়রাজ, জান রে জগৎব্রহ্মাণ্ড,—জান রে মন্দভাগিনি ভারতবর্ষ,—অধঃপতিত এই আর্য্যজাতির আর উত্থান নাই! যদি তারা উত্থান সাধনের চেষ্টা করে, তবে পিতাপুত্র, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী পর্য্যন্ত পরস্পর বিভিন্নরূপ স্বার্থে অন্ধ হ’য়ে, পরস্পরের বিদ্রোহী হবে;—অন্তঃপুরে বহির্দ্দেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে দারুণ ষড়যন্ত্র সমূহের সঙ্ঘটন ক’র্‌বে;—এবং ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় ল’য়ে, পরস্পরের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে! উত্থান আর তাদের হবে না!—প্রতিকূল রণচণ্ডী সঙ্কল্প মাত্রেই ভগিনীবেশে সংহারোদ্যত হ’য়ে, তার প্রত্যক্ষ পূর্ব্বলক্ষণ এই দেখালেন!—যাঃ! (সবলে পদ্মাবতীর হস্ত ক্ষেপণ দ্বারা তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত।)

বুধ। ‘তার প্রত্যক্ষ পূর্ব্বলক্ষণ এই দেখালেন’! হা অভিশপ্ত আর্য্যগণ, তোমরা এই ভাবেই চিরকাল থা’ক্‌বে, অথবা এর চেয়ে আরও শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হবে; তোমাদের আর অভ্যুদয় হবে না! প্রিয়তম ভারত—জননি জন্মভূমি, তোমারও আর উদ্ধার নাই! (নিষ্ক্রান্ত)

পদ্মা। (উত্থান পূর্ব্বক, উন্মত্তভাবে ভয়ঙ্করস্বরে) পাপিষ্ঠ, পালিয়ে গেলি! এই ছুরিকাঘাতে তোকে দুই টুক্‌র ক’র্‌তে পা’র্‌লাম না! হৃদয়ের পরিতোষ সাধন আমার হ’ল না! আমার হাত ধ’রে ফেলে আমার উদ্যম ব্যর্থ ক’র্‌লি! নরাধম,তোর চেয়েও আমার ‘স্বার্থপরতা নীচ?’ তোর চেয়েও আমার ‘কার্য্য জঘন্য’? স্বার্থের জন্য কোন্ দুষ্কর্ম্ম তুই না ক’রেছিস্? নিষ্ঠুর

রাজ্য-লালসায় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার সহোদর চামুণ্ডজীকে তুই সংহার ক'রেছিস্! এখনি ভ্রাতৃ-ঋণ পরিশোধ ক'র্তাম, কিন্তু বিধাতা তোর অনুকূল—পা'র্লাম না! চেষ্টা ক'র্লাম—বিফল হয়ে গেল! হায় রে, কেন রে আমি প্রস্তুত হ'য়ে এসেছিলাম না! কেন রে দুরাত্মার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আঘাত ক'র্তে পা'রলাম না! দুরাচার, রাজ্য নিষ্কণ্টক ক'রবার জন্য, আমার আর এক সহোদর মহামনা বিজয়সিংহকে তুই কারারুদ্ধ ক'রে রেখেছিস্! রে বিশ্বাসঘাতক, রজঃপূতকুলকলঙ্ক ধূর্ত্ত শৃগাল, ছলনা দ্বারা করায়ত্ত ও বীতশস্ত্র ক'রে, সেই জাত-বিশ্বাস উদারচেতা মহাত্মাকে তুই রুদ্ধ ক'র্লি! রে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট কুলপাংসন,—

সত্বর প্রবেশ পূর্ব্বক—পরিচারিকা

চাঁপা। ওমা! একি! (বিস্মিতা হইয়া দণ্ডায়মানা)

পদ্মা। তোর নিকটেই ত আমি এরূপ 'স্বার্থপরতা' শিক্ষা ক'রেছি; পামর, আমি যে স্বার্থান্ধ তোর ভগিনী, অতএব স্বার্থের জন্য কুমতি ভিন্ন সুমতি আমি কোথায় পাব? হায় রে-এ! আমার পিতার ঔরসে তোর জন্ম কেন হ'য়েছিল? কেন তুই আমার ভাই হ'য়েছিলি? কুলাঙ্গার, তুই আমার ভাই না হ'লে কখনই আমার কোন নীচপ্রবৃত্তি হ'ত না; আমি তোর ভগিনী, কার্য্যে তারই একটু পরিচয় দিয়েছি, বেশী কি ক'রেছি? তথাচ স্বার্থের জন্য তোর দুর্ম্মতির শতাংশও আমার নাই, তোর কৃত বীভৎস কর্ম্মের শতাংশও আমি করি নাই; মূঢ়, তুইও আমাকে নিন্দা করিস?—

চাঁপা। মহারাজ বুঝি জয়সিংহের নিকট সব ব'লে দিয়েছেন।

পদ্মা। 'মহারাজ সব ব'লে দিয়েছেন'! (সরোদনে) হায় রে কপাল! আমার স্বামী আমার কলঙ্ক রটনা ক'রছেন! ওরে-এ, হৃদয়ের এ দারুণ যন্ত্রণা আমি কারে ব'ল্ব! আমার স্বামী আমায় দেখ্তে পারেন না! ভাল বা'স্তেন—এখন আর বাসেন না! এখন তিনি আমায় একটা নিতান্ত নীচাশয়া কুক্কুরী ব'লে জা'ন্তে পেরেছেন! যেমন জেনেছেন—অমনি ফিরেছেন! যেমন ফিরেছেন—অমনি সব গেছে! সে স্নেহ মমতা অনুগ্রহ আর নাই! নাই—এ জন্মে আর হবেও না! তিনি মহাধর্ম্মশীল সাধু, সুতরাং

আমি তাঁর নিতান্ত ঘৃণাস্পদ ও একান্ত বিরাগভাজন হ'য়েছি, তাই তিনি আজ দুরাত্মা জয়সিংহের নিকটেও আমার দুষ্কর্ম্মের কীর্ত্তন ক'র্লেন! ওরে-এ কেন রে আমি দুঃখীরামের পুত্রে পুত্রবতী হ'তে গিয়ে, এমন অকূল দুঃখ-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলাম! যেমন দিয়েছিলাম,তেম্নি ফল! পতির মনে আমি একেবারেই নাই! সেখানে যদি নাই, তবে এখানে আছি কেন? কেন রে আমি সেই শোকে একেবারেই যাই না? হায় রে-এ, আমার কি গতি হবে? আমার স্বামী আমায় অবহেলা করেন! অন্তঃপুরজনেরা তুচ্ছ করে! সামন্ত সচিবেরা ঘৃণা করে! প্রজারা আমার নামে থুথু দেয়! হরাবতীবাসীরা দিচ্ছে, এখন অবধি অম্বরবাসীরাও দেবে! ওরে-এ, কেন রে আমি জন্মেছিলাম! সর্ব্বসাধারণের ধিক্কারভাজন হ'লাম! পতির স্নেহ, পতির অনুগ্রহ, পতিপ্রেম অমূল্য রত্ন—হেলায় হারালাম! পেয়েছিলাম—হারালাম, হারালাম—আর পাব না! আপন দোষে হারালাম—কারে ব'ল্ব? ব'ল্বার যো নাই রে,সহ্য ক'র্তেও আর পারি না! ওরে-এ, সহ্য ক'র্তে আমি আর পা-রি-ন্-আ—(মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিত হইতেই সত্বর ধরিয়া)

চাঁপা। (আর্ত্তস্বরে) ওরে—কি হ'ল রে কি হ'ল! সরলা শীগ্গির আয়, শীগ্গির আয়; হায় হায়!—

বেগে প্রবেশপূর্ব্বক—অপরা পরিচারিকা

সরলা। (সত্রাসে) কি? কি?

চাঁপা। মহিষী মূর্চ্ছা গেছেন! ধর্ ধর্, শীগ্গির ধ'রে ঘরে নিয়ে যাই!

সরলা। ওমা! এমন হ'ল কেন? হাতে দেখি একখানা ছোরা!

চাঁপা। ছোরাখানা কেড়ে ফেলে দে, ধর্।

সরলা। (তথা করিয়া) হ'য়েছে কি?

চাঁপা। মর্, মাগি, ধর্ না; 'কি হ'য়েছে'—পরে কি শুন্তে পাবিনে, ধর্।

সরলা। ধর তবে।

(উভয়ে ধরাধরি করিয়া মহিষীকে লইয়া নিষ্ক্রান্তা।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জয়সিংহের মন্ত্রণাগার। সময়—সেই সন্ধ্যা।

ক্রোধভরে মহারাজ জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। নাঃ! অধঃপতিত আর্য্যজাতির আর অভ্যুদয় হবে না,—কস্মিন্‌কালেও হবে না! প্রতিহারী!

সসম্ভ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক

প্রতিহারী। মহারাজ।

জয়। কি তবে হবে? জগতের পূজ্যতম—প্রাচীনতম এই মহাজাতির অতঃপর তবে কি গতি হবে? হোঃ! ঐ যে,—যে গতি হবে, জয়সিংহ জ্যোতির্ব্বিদ্যাবলে * দিব্যচক্ষে তা দেখ্‌তে পা'চ্ছে, এই গতি হবে,—

সে 'চন্দ্র' দীপিবে ভারত-গগনে,
জলনিধি-গর্ভে সদ্যোজন্মা যেই!
রহিবে প্রচ্ছন্ন, প্রভাজালে তার,
পুরাতন জীর্ণ 'চন্দ্র' 'সূর্য্য' এই!!

প্রতিহারী!

প্রতি। মহারাজ।

জয়। এই হবে। তবে এখন কি কর্ত্তব্য।

প্রতি। দাসের প্রতি কি অনুমতি হয়, প্রভো?

জয়। (সরোষে) এখনো 'প্রভো,' নফর? যাও, মন্ত্রী মন্ত্রী—শীঘ্র।

প্রতি। যে আজ্ঞে, স্বামিন্‌। (নিষ্ক্রান্ত)

জয়। অম্বরপতি সেবয়রাজ জয়সিংহ নিজের এখন কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন? আঃ! 'কর্ত্তব্য' স্পষ্টই, (দৃঢ়স্বরে)—

---

* সেবয়রাজ জয়সিংহ একজন অতি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিত ছিলেন।—টড্‌।

ভারত-গগনে হোক্ যে সম্রাট-শশী।
অথবা সে 'শশী'হীন হোক্ অমানিশি ॥
রহিবে অটলভাবে সংবেষ্টিত হ'য়ে।
অসংখ্য রাজন্যরূপ নক্ষত্রনিচয়ে ॥
ধ্রুবতারারূপে এই কুশবংশাবলী।
বিশাল অম্বরপ্রান্তে, অম্বর উজলি ॥

যাতে এই হয়, তাইই এখন তার করণীয়; স্বধু করণীয় নয়, রজনী প্রভাতেই সে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ ক'র্‌বে; কেনই বা না ক'র্‌বে? জয়সিংহের অভাব কি? তার ধনাগার অস্ত্রাগার পরিপূর্ণ, দুর্গকারাগার জীর্ণসংস্কার-দৃঢ়ীকৃত, শূরবীর প্রজাগণ রাজভক্ত, সৈন্যাধ্যক্ষগণ রণদক্ষ, সেনাবল অপ্রমিত ও অজেয়, এবং সামাদি উপায়চতুষ্টয় ভৃত্যের ন্যায় নিরন্তর তার বাসনার বশীভূত। এদিকে এই; আবার ওদিকে সে পতিতপ্রায় যবন সম্রাটের সর্ব্বময় প্রতিনিধি, সুতরাং তার প্রভুশক্তি অসীম। অতএব—

বাসনা-বিরোধ তার কার সাধ্য করে—
ভারতে? বাসনা তথে দৃঢ়তর তার
এই এবে,—আনিবে সে, বাহুবলে তার,
অবন্তী, অজেয় মেরু, আকব্বরাবাদ,
এ বিভাগত্রয়যুক্ত বিশাল প্রদেশ—
নিজাধীনে; গঠিবে সে, এই শুভযোগে,
মোগল রাজ্যের এই ভগ্নশেষ হ'তে,
সুবিশাল, স্বাধীনতা-রতন-কিরীটী—
সুসমৃদ্ধ হিন্দুরাজ্য; হুত হবি-স্রোতে—
তুষিবে সে মহোৎসবে হুতাশন দেবে,
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে,—নিষ্পীড়িত করি,
অমিত দুর্জ্জয় তার ভুজবীর্য্যবলে,
একে একে—এ অঞ্চল-অন্তর্ভুক্ত যত
হিন্দু ম্লেচ্ছ ভূপগণে; গুণের গৌরবে
দিগন্ত-বিশ্রুত আছে— আরও হইবে

নাম তার ; পরিপূর্ণ করিবে ভারতে,
কীর্ত্তিকলাপের তার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে,
ভাটগণ ; অভিহিত 'জয়পুর' নামে—
হ'য়ে এই রাজ্য তার বিশাল জগতে,
'জয়সিংহ' নাম তার অমর করিবে—
মরলোকে ; কুশবংশ হইবে উজ্জ্বল
একমাত্র তাহারই যশঃ-প্রভাজালে ;
"রাজ রাজেশ্বর" নামে বংশাবলী তার,
পরিবৃত হ'য়ে শত নৃপতি নিচয়ে,
স্বাধীনতা রক্ষা করি রহিবে জগতে—
অটল, ভারত-ভাগ্যে ঘটুক যা ঘটে।
রহিবে রহিবে, প্রতিজ্ঞা এই সেবয়
রাজের—অটল রহিবে। যাইবে না সে
পরলোকে, না সাধিয়া আবশ্যক যত—
মনোভীষ্ট এই তার সাধনের তরে।
কহিবে না জয়সিংহ সেবয়েরো কাছে
এখন—সঙ্কল্প এই হৃদয়ের তার
গূঢ়তম প্রিয়তম। কার্য্যসিদ্ধি-ফলে,
বুঝিবে ভারত-বাসী বাসনা তাহার।

এইযে, মহারাজ কেশবদাস !

প্রবেশ পূর্ব্বক—মন্ত্রী

কেশবদাস। জয় হোক্, মহারাজ, জয় হোক্।

জয়। আর 'জয়' হবে ! জয়সিংহের মস্তকে আজ পদাঘাত হ'য়েছে

কেশব। 'সিংহের মস্তকে পদাঘাত' ! কার সাধ্য ?

জয়। 'সিংহের পিতার সন্তান ভিন্ন অন্য কার এতদূর 'সাধ্য' হ'তে পারে ?

কেশব। কেন ? বিজয়সিংহ কারারুদ্ধ, চামুণ্ডজী নিহত ;—

জয়। কিন্তু পদ্মাবতী এখনো জীবিতা।

কেশব। অ্যাঁ! পদ্মাবতী?

জয়। আজ সে সহসা উন্মত্তপ্রায় হ'য়ে, জয়সিংহের ছুরিকাঘাতেই জয়সিংহের শিরশ্ছেদন ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিল।

কেশব। আপনার 'শির' এখনো আছে, অতএব তাঁর তা অবশ্য নাই।

জয়। স্ত্রীলোক হিন্দুর অবধ্য—বীরের অবধ্য; কিন্তু হোঃ! অবধ্যের কৃত অপমান আবার দ্বিগুণ দুঃসহ।

কেশব। এবং 'দুঃসহ অপমানের' পরিশোধ-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক।

জয়। জয়সিংহের শরীরে অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

কেশব। তবে এ বিষয় বুন্দীরাজের কর্ণগোচর—

জয়। 'কর্ণগোচর'? তাঁর নয়নগোচর হ'য়েই আছে।

কেশব। 'নয়নগোচর'! কি তিনি ব'ল্লেন?

জয়। 'হাঁ হাঁ হাঁ'—শব্দে সেবয়রাজের সংহারকার্য্যে মুক্তকণ্ঠে সম্মতি দিলেন।

কেশব। তবে অবশ্য এ বিষয় পূর্ব্বাবধি তাঁর চিত্তগোচরও ছিল।

জয়। নিঃসন্দেহ। বুধসিংহের হৃদয় দারুণ দুরভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ,—অম্বর রাজ্য অধিকার করাই তাঁর বাসনা। পদ্মা কেবল তাঁর আদেশমতই সেবয়রাজকে সংহার ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিল।

কেশব। হোঃ! যদি কৃতকার্য্য হ'ত!

জয়। সপরিবার বুধসিংহ অপরাধী।

কেশব। সুতরাং 'সপরিবার' দণ্ডার্হ।

জয়। কিরূপে 'দণ্ড' বিধান করা যায়?

কেশব। কেন? অম্বর কি বীরশূন্য হ'য়েছে?

জয়। হররাজের সহিত বিবাদ ক'র্‌তে সেবয়রাজের ইচ্ছা মাত্র নাই।

কেশব। কিন্তু নির্ব্বিবাদে সম্মান ও সাম্রাজ্য 'হররাজের' হস্তে বিসর্জ্জন দিতে 'ইচ্ছা' সম্পূর্ণ ই আছে!

জয়। বুধসিংহ জয়সিংহের পরম সুহৃৎ এবং সংপ্রতি স্বগণসহ তদীয় আলয়ে অতিথি; অতএব প্রতিহিংসা-পরবশ হ'য়ে জয়সিংহ এখন তাঁর সঙ্গে বিবাদ ক'র্‌তে পারে না।

কেশব। কি তবে তিনি পারেন ?

জয়। কিছুই নয় ; সেবয়রাজ অতিথি-হিংসা ক'র্‌তে অক্ষম, বিশেষ— সে হররাজের সহিত বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ ক'র্‌তে পা'রবে না। বরং সৌজন্য ও সৌহৃদ্য দ্বারা পরিতুষ্ট ক'রে অম্বর নগরে যাবজ্জীবন আতিথ্য স্বীকার ক'র্‌তে তাঁকে বাধ্য ক'র্‌বে,এবং তাঁর সুখকর সংসর্গে পরম পরিতোষ লাভ ক'র্‌বে।

কেশব। (সাহ্লাদে) তাই বলুন ; প্রসিদ্ধই আছে—

কি কাজ বাহিনী বলে সে মহারাজার,
প্রতিভাই যাঁর বল বাহন শোভন।
একমাত্র কূটনীতি-বলে আপনার,
আপনি অদম্য তিনি—অরাতি-দমন ॥

প্রবেশ পূর্ব্বক

প্রতিহারী। আজ্ঞে, হররাজের পিতৃব্য মহারাজ সূর্য্যসিংহ দ্বারে দণ্ডায়মান।

জয়। যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক ত্বরায় নিয়ে এস।

প্রতি। যে আজ্ঞে, মহারাজ। (নিষ্ক্রান্ত)

কেশব। অসময়ে সূর্য্যসিংহ,—

জয়। বোধ হয়—অনুনয়ার্থ ;—

প্রতিহারীপুরঃসর চৌহান-সেনাপতি সূর্য্যসিংহের প্রবেশ, ও প্রতিহারীর প্রস্থান।

(সসম্ভ্রমে) আ'স্‌তে আজ্ঞা হোক্, মহাভাগ ; আসন গ্রহণ করুন। (সাদরে উপবেশিত করাইয়া, স্মিতমুখে) অসময়ে কি অভিপ্রায়ে, আর্য্য ?

সূর্য্য। আজ্ঞে বুন্দীরাজমহিষী মতিভ্রংশবশতঃ অদ্য নিতান্ত গর্হিতাচরণ ক'রেছেন, তজ্জন্য হররাজ যার পর নাই লজ্জিত ও পরিতপ্ত আছেন ; এবং আপনার নিকট এই অনুনয় ক'রেছেন যে, আপনি স্বীয় ঔদার্য্যগুণে নিজ ভগিনীর প্রতি অসন্তোষ পরিত্যাগ করুন।

জয়। (সহাস্যে) আপনি হররাজের নিকট সেবয়রাজের বিশেষ বিনয়

বিজ্ঞাপন ক'রে ব'ল্‌বেন যে, ভগিনী পদ্মবতী চিরকেলে পাগলী, তার প্রতি জয়সিংহের কিছুমাত্রও অসন্তোষ জন্মে নাই।

সূর্য্য। আপ্যায়িত হ'লাম।

জয়। আর কিছু অনুমতি ক'রেছেন কি ?

সূর্য্য। আর বিনয় ক'রেছেন যে, তাঁর সহিত আপনার যে দৃঢ় সৌখ্য-ভাব আছে, এই আকস্মিক দুর্ঘটনাতে তার যেন হানি না হয়।

জয়। আপনি সেবয়ের প্রেরিত হ'য়ে তাঁকে অনুনয় ক'রে ব'ল্‌বেন যে, তাঁর সঙ্গে জয়সিংহের যে প্রণয়, সে অচ্ছেদ্য। তিনি যদি সেই প্রণয়ানুরোধে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বগণ সহিত অম্বরনগরেই চিরকাল বাস করেন, সেরয়রাজ সুখের অবধি দেখ্‌বেন না।

সূর্য্য। যে আজ্ঞে, তাই ব'ল্‌ব।

জয়। দৈনিক কি পরিমাণ অর্থ হ'লে তিনি স্বগণসহ সুখে অবস্থান ক'র্‌তে পারেন ? প্রত্যহ পাঁচশত মুদ্রা হ'লে হয় নাকি ?

সূর্য্য। বোধ হয়—হ'তে পারে; আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব।

জয়। যে আজ্ঞে।

সূর্য্য। তবে আমি এই সব কথা তাঁকে জ্ঞাত ক'রে ব'ল্‌ব যে, এ বিষয়ে আপনার আর কোনও মনোমালিন্য নাই ?

জয়। ব'ল্‌বেন।

সূর্য্য। বসুন তবে, আমি এখন আসি। (উত্থিত)

জয়। যে আজ্ঞে। (সূর্য্যসিংহ নিষ্ক্রান্ত)

কেশব। সরলচিত্ত বৃদ্ধ চৌহান পরিতুষ্ট হ'য়ে গিয়েছে।

জয়। বুঝ্‌লেন, মহারাজ, খালি ন্যায়ের অনুরোধে জয়সিংহ বুধসিংহের প্রতি একটু অসদ্ব্যবহার না ক'রে পা'র্‌বে না।

কেশব। কি ?

জয়। বেশী কিছু নয়; তবে কি না হরাবতী রাজ্যের যথার্থ অধিকারী ভাওসিংহ নিঃসন্তান; অতএব উক্ত রাজ্যে তদীয় ভ্রাতুষ্প্রপৌত্র বুধসিংহের যে অধিকার, রাওরত্নের অন্যতম বংশধর ইন্দ্রগড়াধিপতি মহারাজ দেব-সিংহেরও সেই অধিকার।

কেশব। আপনি তবে দেবসিংহকে হরাবতী অর্পণ ক'র্‌তে চান ?

জয়। তিনি যদি সম্মত হন।

কেশব। এমন একটী বিশাল রাজ্যের একাধিপত্য লাভ ক'র্‌তে কেনই বা তিনি সম্মত না হবেন ?

জয়। তবে আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না, এখনি তাঁর নিকট পত্র লিখে পাঠান ; এই মর্ম্মে লিখুন,—বুধসিংহ ও আপনি উভয়েই বুন্দীরাজ্যের তুল্যাধিকারী ; এজন্য প্রতিনিধি সেবয়রাজ উহা তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনাকে প্রদান ক'র্‌তে অভিলাষী ; আপনার অভিপ্রায় হইলে পত্রপাঠ সম্মতি জানাইবেন, ইতি।

কেশব। যে আজ্ঞে।

জয়। 'পুনশ্চ পাঠ' লিখ্‌বেন—আপনার সম্মতি পাইলেই বুধসিংহকে অম্বরনগরে চির-আতিথ্য স্বীকার করাইবার বন্দোবস্ত করা যাবে, ইতি।

কেশব। যে আজ্ঞে।

জয়। জয়সিংহ এখন প্রাসাদোপরিস্থ চন্দ্রশালায় বিশ্রাম ক'র্‌তে গেল। (উত্থান পূর্ব্বক) প্রতিহারী !

প্রবেশ পূর্ব্বক

প্রতিহারী। মহারাজ !

জয়। মধূক মদ্য*—চন্দ্রশালায়।

প্রতি। যে আজ্ঞে, প্রভো। (নিষ্ক্রান্ত)

জয়। পত্র লেখা হ'লে এখনি জয়সিংহের সাক্ষর ক'রে লন, এবং এখনি ভরতসিংহকে দিয়ে রাখুন ; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেন সে ইন্দ্রগড়ে যাত্রা করে, এবং উত্তর নিয়ে ত্বরায় ফিরে আসে। রাত্রি কত ?

কেশব। দণ্ড চেরেক হবে।

জয়। তবে যান, গোপনে নিজ হস্তে লিখে সাক্ষরার্থে এখনি জয়-সিংহের নিকট নিয়ে আসুন।

কেশব। যে আজ্ঞে, মহারাজ।

(দুই দিকে দুই জনের প্রস্থান।)

---

*মউয়া ফুলের মদ ; জয়সিংহ মদ্যপায়ী ছিলেন।—টড্।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অম্বর নগরের প্রাচীর বহির্ভাগ, সূর্য্যসিংহের শিবির।

সময়—সেই রাত্রি।

জয়সিংহের নিকট হইতে প্রত্যাগত সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

সূর্য্যসিংহ। প্রতিহারী, শীঘ্র যুবরাজ কেশরীসিংহকে—সঙ্গোপনে।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে, প্রভো।

সূর্য্য। (উপবেশনান্তর, গর্ব্বিতস্বরে) হা ধিক্! জয়সিংহ—রে দুষ্ট কপটচারিণ, কালকূট-গর্ভ মধুরবাক্যে তুই আমাকেও মোহিত ক'র্‌তে অভিলাষ করিস্? শঠ, অনাগতদর্শী অগাধসত্ত্ব সূর্য্যসিংহ কি তোর চাতুরীতে প্রতারিত হবার লোক? দুরাচার, পাপাধম দ্বিতীয় দুর্য্যোধন, নিভৃত স্থানে দুষ্ট কেশবদাস শকুনির সহিত কি ষড়যন্ত্র ক'চ্ছিস্? মূঢ়, জানিস্ না—

স্বয়ং বাসুদেব এই বুধসিংহ বীর।
সূর্য্যসিংহ সঙ্গে তাঁর সাত্যকী সুধীর॥
বৃষ্ণ্যন্ধক মহারথীবৃন্দ অনুচর।
অশ্বারূঢ় মহাশূর তিন শত হর॥

এতএব তোর কি সাধ্য তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ ক'র্‌বি। রে সুদুর্ব্বুদ্ধে, সঙ্কল্প-মাত্রেই সিদ্ধিলাভ বিবেচনা ক'রেছিস্? অতিথি হররাজের প্রতি এই সঙ্কল্প সিদ্ধ ক'র্‌তে, গেলে, তোকে স্বয়ং যে নিমেষ মধ্যে যমরাজের আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সংযমনীপুরে অবস্থান ক'র্‌তে হবে, তা কি জানিস্ না? আ মূর্খ!—

সুপ্ত সিংহ সন্নিকটে করিয়া গমন,
চুপে চুপে বসি, তার নাসারন্ধ্রে ঘোরে।
অবোধ, অঙ্গুলী-অগ্রে করিবি ঘাতন,
হেন বাল-চপলতা কে শিখা'ল তোরে?

(দর্শনান্তর) এই যে কেশরী; এস, বৎস,—

অন্তর্দ্ধার যুবরাজ কেশরীসিংহের প্রবেশ।

তোমাকেই এখন আমার প্রয়োজন।

কেশরী। যে 'প্রয়োজন' হয়, অনুমতি করুন, কেশরীসিংহ প্রস্তুত। আপনার কোন অকুশল নয় ত?

সূর্য্য। (গর্ব্বিতস্বরে) আমার 'অকুশল'! (খড়্গমুষ্টি ধারণ পূর্ব্বক) এই শাণিত ইস্পাত পাত্র সঙ্গে থা'ক্‌তে! কার সাধ্য?

কেশরী। আপনাকে রোষান্বিত ব'লে বোধ হ'চ্ছে; জয়সিংহের হৃদয় পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌তে পা'র্‌লেন কি?

সূর্য্য। 'পা'র্‌লেন কি?

ভূগর্ভস্থ ধ্বান্তরাশি করি বিদারণ।
দ্রষ্টব্য দর্শন করে সূর্য্যের নয়ন॥

জয়সিংহের হৃদয় কোন্ ছার!

কেশরী। কি তথায় দেখ্‌লেন?

সূর্য্য। কি দেখ্‌লাম, তা থা'ক্; কি শুন্‌লাম, তাই বলি; বসো।

কেশরী। যা আপনার অভিরুচি। (উপবিষ্ট)

সূর্য্য। পদ্মাবতীর উপর জয়সিংহের কিছুমাত্রও অসন্তোষ জন্মে নাই।

কেশরী। জন্মিলেই বা তিনি তাঁর কি ক'র্‌তেন? যাক, আর কি?

সূর্য্য। আর বুধসিংহের সহিত তাঁর যে প্রণয়, সে অচ্ছেদ্য।

কেশরী। ভালই।

সূর্য্য। সুতরাং হররাজ যদি স্বগণসহ অম্বর নগরেই চিরকাল বাস করেন, সেবয়বাজ সুখের অবধি দেখ্‌বেন না; এবং তাঁর দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রত্যহ পাঁচশত মুদ্রার কপর্দ্দকও কম প্রদান ক'র্‌বেন না।

কেশরী। (সভ্রূভঙ্গে) বটে! দুষ্ট সেবয়রাজ কি তবে বিজয় সিংহের ন্যায় মহারাজ বুধসিংহকেও অম্বর নগরে যাবজ্জীবন বন্দী ক'রে রা'খ্‌তে বাসনা করে?

সূর্য্য। করে, পর্য্যবেক্ষণে তাই দেখ্‌লাম।

কেশরী। কী! (সহসোদ্ভূত রোষভরে উত্থান পূর্ব্বক, অসি নিষ্কোষ করিয়া) আমরা কি তবে নাই? হরপুত্রগণ কি শত্রুশোণিতে বসুন্ধরা দেবীর তৃপ্তি বিধান ক'র্‌তে জানে না? চলুন, এখনি সে বিশ্বাসঘাতক নরাধমকে কুম্ভীপাক নরকে দিয়ে আসি, উঠুন—

সূর্য্য। (ধীরভাবে) শান্ত, বৎস, শান্ত,—

কেশরী। এখনো 'শান্ত'? এখনো বিলম্ব সহ্য হয়? আততায়ী শত্রুকে ক্ষণমাত্রও উপেক্ষা?

ছলনায় বন্দী করি বুন্দীর ঈশ্বর।
আত্মসাৎ হরাবতী করিবে পামর!!

হো ওঃ! চৌহান-রক্তেও এত দূর স্পর্দ্ধা সহ্য হয়?

সূর্য্য। হয় না, সত্য; কিন্তু এখন আমরা আছি কোথায়?

কেশরী। 'আছি'? আছি—জয়সিংহ নামক বিষদন্ত ভুজঙ্গপতির বাসবিবরে; কিন্তু, (অসি আস্ফালন পূর্ব্বক সদর্পে)

চূর্ণিতে সে বিষদন্ত হানিয়া কৃপাণ।
জানে না কি চণ্ডতেজা চৌহান-সন্তান!

সূর্য্য। জানে; কিন্তু নিজ ও পর পক্ষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য ক'র্‌তে হয়।

কেশরী। কি 'বলাবল' আপনি 'বিবেচনা' ক'র্‌তে চান? আমরা কি সব বলহীন?

সূর্য্য। নই; কিন্তু আমরা তিন শতমাত্র, তার পঞ্চাশৎ সহস্র, আমরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ জন শত্রুর শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক স্বর্গে গেলেও তার পঞ্চদশ সহস্র মাত্র সৈন্য নিপাত হয়।

কেশরী। তাই যথেষ্ট, দুরাত্মা জয়সিংহ ত অগ্রেই নিহত হবে।

সূর্য্য। হ'ল, কিন্তু বুধসিংহকে রক্ষা করা হয় কৈ?

কেশরী। 'বুধসিংহকে রক্ষা করা হয় কৈ'! হোঃ! তা হয় না!

সূর্য্য। তা যদি না হয়, তবে—

শৌর্য্যবীর্য্যে আমাদের কোন্ প্রয়োজন?
কি ফল সমরক্ষেত্রে ত্যজিলে জীবন?

কেশরী। (সক্রোধখেদে) তবে, রে দগ্ধবিধে!—
হবেই সহিতে হর-শার্দ্দূলদিগকে
স্পর্দ্ধারাশি সেবয়ের হেনরূপ, হায়!

ধরায় থাকিয়া স্কন্ধসংযুক্ত মস্তকে,
নিশ্চেষ্ট নিরীহ ভীরু গর্দ্দভের প্রায়!!

হা ধিক্!

সূর্য্য। বৎস, সর্ব্বপ্রযত্নে স্বজাতীয় স্বীয় অধিরাজকে রক্ষা করাই প্রজার জীবনের একমাত্র ব্রত ও বীরত্বের চরম উদ্দেশ্য। বুধসিংহ আমাদের স্বজাতীয় রাজা, অতএব তাঁকে যদি আমরা রক্ষা ক'র্‌তে পারি, তবেই আমরা কৃতার্থ; নতুবা—

সহস্র সহস্র হানি অরাতি-নিকর।
অধিরাজে সংরক্ষিতে অসমর্থ হর॥
করিলেও বীরশয্যা হৃদয়ে ধরার।
হর ব'লে ইতিহাস গণিবে না আর॥

কেশরী। কি! হরগণ স্বীয় স্বজাতীয় অধিরাজকে রক্ষা ক'র্‌তে অসমর্থ? হোঃ! কখনই নয়, কখনই নয়; যে উপায়ে রাজার রক্ষা ও ধূর্ত্ত জয়সিংহের সমুচিত শাস্তি যুগপৎ বিধান ক'র্‌তে পারি, তাই আপনি নির্দ্দেশ করুন, আমরা ইঙ্গিতমাত্র আপনার আজ্ঞাকারী ভৃত্য আছি।

সূর্য্য। তাইই এখন স্থিরচিত্তে বিবেচ্য।

কেশরী। রে ক্রূরমতে হীনপ্রকৃতে সেবয়রাজ, একটী অবলার—তোর পিতার দুহিতার চাপল্য ও উপেক্ষা ক'র্‌বার উপযুক্ত মহত্ত্ব তোর নাই! ধিক্ তোরে, তোর পুরুষত্বের স্বভাব চিরদিনই এইরূপ! দেবি পদ্মাবতি, অদ্য আপনি শিবপ্রদ অতি সাধু উদ্যমই ক'রেছিলেন! ক'রেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পা'র্‌লেন না! দৈব প্রতিকূল, আপনার মনোরথ সিদ্ধির ব্যাঘাত ক'রে দিল! হোঃ, ব্যাঘাত না করাই ত উচিত ছিল!

সূর্য্য। 'ব্যাঘাত না করাই উচিত ছিল'; কারণ ছলনাময় জয়সিংহের হৃদয় ঈদৃশ দুরভিসন্ধি নিচয়ে চির দিনই পরিপূর্ণ!

কেশরী। আ মূর্খ! বলদ্বারা অসমর্থ হ'য়ে, শেষে ছলনাদ্বারা হরাবতীর উপরেও তুই আধিপত্য বিস্তার ক'র্‌তে অভিলাষ ক'রেছিস্! রে

বৃথা দাম্ভিক, কিছুতেই কি এই অসম্ভব দুরাশা পূর্ণ করা তোর সাধ্য!

সূর্য্য। যা'ক, এই 'দুরাশা' তার ব্যর্থ ক'র্‌বার উপায় কি, তাই এখন বিবেচনা কর।

কেশরী। মহারাজকে এ বিষয় এখনি জ্ঞাত করুন। (উপবিষ্ট)

সূর্য্য। তাঁকে এখন এ বিষয় জ্ঞাত করা যায় না; কারণ তিনি সেবয়রাজের সখ্যতায় নিঃসন্দিহান হ'য়ে, তদীয় আলয়ে নিশ্চিন্তমনে বিরামসুখ অনুভব ক'চ্ছেন, অকস্মাৎ এই দারুণ বিশ্বাসঘাতকতার সম্বাদ পেলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই—

দুর্নিবার ক্রোধানলে হ'য়ে প্রজ্জ্বলিত,
দিগ্বিদিক হারাইয়া হবেন ভীষণ।
সহসা নিষাদ-শব্দে হ'লে জাগরিত,
বিন্ধ্যগিরি-গুহাসুপ্ত কেশরী যেমন॥

অতএব সহসাই একটা তুমুল কাণ্ড ক'রে তুল্‌বেন, সুতরাং তাঁর জীবন রক্ষারও ব্যাঘাত উপস্থিত হবে। এমন কি, আমরা যে এই ষড়যন্ত্র বুঝ্‌তে পেরেছি, তার আভাসমাত্রও এখন প্রকাশিত হ'লে, আশঙ্কিত বিপদ্‌পাত মুহূর্ত্ত মধ্যেই অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠ্‌বে। অতএব সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার ভাণ ক'রে অবস্থান করা, এবং সব দিক রক্ষা ক'রে কর্ত্তব্যাবধারণ পূর্ব্বক, সেই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান সময়েই মহারাজের নিকট সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করা—এইই পরামর্শ।

কেশরী। কি 'কর্ত্তব্য' বিবেচনা করেন?

সূর্য্য। আপাততঃ বঞ্চককে বঞ্চিত ক'রে স্বদেশে প্রস্থান করা, এবং তার পর উপযুক্ত বলবাহনসহ অবিলম্বে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অম্বররাজ্য রসাতলে দেওয়া।

কেশরী। (সাহ্লাদে) আ—অতি উত্তম! তবে 'আপাততঃ' আর দেশে যাবার প্রয়োজন কি? এখনি বুন্দীনগরে দূত প্রেরণ ক'রে সেনাবল আনয়ন পূর্ব্বক, একেবারে 'অম্বররাজ্য রসাতলে' দিয়েই প্রস্থান করা কর্ত্তব্য।

সূর্য্য। (সগর্ব্বে) কি? বুন্দী হ'তে 'সেনাবল' আনয়ন পূর্ব্বক,

তাদের ভুজাশ্রয়ে আত্মোদ্ধার সাধন ক'রে আমরা এস্থান হ'তে প্রস্থান ক'র্ব ?

বৈরীভূমি হ'তে দেশে করিতে প্রস্থান।
অক্ষম কি তিন শত চৌহান-সন্তান ?

হা ধিক্ !

কেশরী। হোঃ ! তা নয়, তা নয়। (সতেজে উঠিয়া সদর্পে)

বৈরীকুলে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখা'তে দেখা'তে।
ত্রিশত চৌহান দেশে সক্ষম চলিতে ॥
'আত্মোদ্ধার-সাধনার্থে' হরপুত্রগণ।
অপরের 'ভুজাশ্রয়' চাহে না কথন ॥

সূর্য্য। যদি 'কথন না চায়', তবে এথন আমরা তা চাইলে,—

এ অযশ-ইতিহাস জগত হাসাবে।
অকলঙ্ক হরকুলে কলঙ্ক মাখাবে ॥

অতএব আত্মোদ্ধারার্থ দেশ হ'তে সৈন্য আনয়ন ক'রে কুলাঙ্গার আমরা, প্রাণান্তেও হ'তে পা'র্‌ব না ; এই তিনশত মাত্র সৈন্যের বাহুবলেই সংপ্রতি আমাদিগকে এস্থান হ'তে প্রস্থান ক'র্‌তে হবে।

কেশরী। (সাহ্লাদে) আ—অতি উত্তম ! অতি উত্তম ! তবে আর বিলম্ব কেন ? এখনি মহারাজকে সবিশেষ জ্ঞাত ক'রে এখনি প্রস্থানের উদ্যোগ করুন,—এইই উৎকৃষ্টতম উপায়।

সূর্য্য। সত্য ; কিন্তু, বৎস, নীতিকারেরা ব'লেছেন—'উপায়টী' দেখ্‌তে হ'লে তার অপায়টীও দেখ্‌তে হয়।

কেশরী ! কি 'অপায়ের' সম্ভাবনা আপনি মনে করেন ?

সূর্য্য। (গর্ব্বিত স্বরে) কি 'অপায়' ? তবে—

পলাবে কি গুপ্তভাবে চোরের মতন।
শত্রুরাজ্য হ'তে হর শূরবীরগণ ?

কেশরী। হো-ও ! কথনই নয়, কথনই নয়, 'গুপ্তভাবে' পলায়ন কথনই ক'রবে না। (অসি আস্ফালন পূর্ব্বক সদর্পে)

অসি মুখে দিয়া হরবীর্য্য-পরিচয়।
সিংহনাদে পরিপূর্ণ করি দিগ্বলয় ॥
জানাইয়া জগতেরে, শোয়াইয়া অরি।
ছুটিবে ত্রিশত হর বিক্রম-কেশরী ॥

সূর্য্য। তাই।

কেশরী। হো-ও! চৌহানগণও কি 'গুপ্তভাবে' পলায়ন ক'র্‌বার লোক?

সূর্য্য। কখনই নয়; কিন্তু প্রস্থানমাত্রেই ক্ষিপ্রকারী জয়সিংহ সহস্র সহস্র সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক আমাদের অনুসরণ ক'র্‌বে।

কেশরী। সম্ভব। (উপবিষ্ট)

সূর্য্য। 'সম্ভব' নয়, ক'র্‌বেই নিশ্চিত; কারণ দুষ্ট লোকের স্বভাবই এই যে—

প্রতারণা করিতে সে প্রফুল্ল-হৃদয়।
সহিতে না পারে যদি প্রতারিত হয় ॥

অতএব যদি আমরা তার প্রেরিত সৈন্যের অগ্রেই বুন্দী পৌঁছ্‌তে পারি, উত্তম; যদি না পারি—

কেশরী। 'না পারি'? (সতেজে উত্থান পূর্ব্বক অসি আস্ফালন করিয়া সদর্পে) না পা'র্‌লে পথিমধ্যেই—

নিষ্কোষিত এই সব অসির ঘাতনে
মুহূর্ত্তে মহীর বক্ষে করিবে শয়ন।
অর্দ্ধস্ফুট শিবনেত্রে চাহিয়া গগনে,
ক্রূরচেতা সেবয়ের কুশাবহগণ ॥

এবং এইরূপে তারা সব সুশায়িত হ'লে শেষে আবার আমরা বুন্দী-অভিমুখে প্রস্থান ক'র্‌ব।

সূর্য্য। আঃ!—বালক, এ যুদ্ধক্ষেত্র নয়—মন্ত্রণাস্থল।

কেশরী। যে আজ্ঞে। (উপবিষ্ট)

সূর্য্য। যুদ্ধ হবে। যদি জয়লাভ হয়, কোন কথাই নাই, যদি না হয়—

কেশরী। কি! 'জয়লাভ' হবে না! (উত্থান করিতেই)

সূর্য্য। আবার ?

কেশরী। না। (উপবিষ্ট)

সূর্য্য। বৎস, যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই সম্ভব; জয়লাভ হবেই তার স্থিরতা কোথায় ? একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধনও পরাজিত হ'য়েছিলেন। তাই বল্‌ছি—যদি জয়লাভ না হয়, অত্যাহিত ঘটে—

কেশরী। ঘট্‌লই বা,—

সাধিয়া সম্মুখ যুদ্ধে বীরকর্ম্ম ঘোর।
স্বর্গে চ'লে যাব হ'য়ে আনন্দে বিভোর ॥

সূর্য্য। এবং মহারাজ বুধসিংহ সেখানেও আমাদের অধিরাজত্ব ক'রবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাবেন !

কেশরী। কাজেই।

সূর্য্য। আর এদিকে কি হবে ? এদিকে জয়সিংহ নির্ব্বিবাদে হরাবতী অধিকার ক'র্‌বে, ঐশ্বর্য্যশালিনী বুন্দী লুণ্ঠন ক'র্‌বে, এবং অনাথ শিশু ওমেদসিংহ ও দীপসিংহকে প্রাপ্তমাত্রই নিহত ক'র্‌বে।

কেশরী। হো-ও ! (সতেজে উত্থান পূর্ব্বক) ওমেদসিংহ ও দীপসিংহকে নিহত ক'র্‌বে ! কার সাধ্য ?

সূর্য্য। শান্ত, বৎস ;—

খাণ্ডাঘাতে খণ্ড হবে হবে শিশুদ্বয়,
স্বর্গে বসি স্থির নেত্রে করিব দর্শন।
তুমি আমি রাজা সৈন্য সামন্ত-নিচয়।
আসিব না খড়্গহস্তে রক্ষার কারণ ॥

অতএব তাই যাতে না হয়, সেইটী এখনই ক'রে রাখা কর্ত্তব্য।

কেশরী। কি আপনি 'ক'রে রাখ্‌তে' চান ? (উপবিষ্ট)

সূর্য্য। এই চাই যে—মহিষী পুষ্পবতী পুত্রদ্বয় সহ বাইগু নগরে পিত্রালয়ে প্রস্থান করুন। তার পর আমাদের ভাগ্যে যাই ঘটুক, বাইগু রাজ্যের চন্দ্রাবৎ শিশোদীয়াবংশীয় অমিততেজা মেঘাবৎগণ শিশুদুটীকে রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌বেই ; এবং তা পা'র্‌লেই হরাবতী কস্মিন্‌কালেও চৌহান জাতির হস্তভ্রষ্ট হ'য়ে থা'ক্‌বে না।

কেশরী। (সাহ্লাদে) আ—উৎকৃষ্ট পরামর্শ ! সাধু কর্ত্তব্য !

সূর্য্য। এই ‘সাধু কর্ত্তব্য’ সাধনের জন্য অন্তর্ধাপতি মহাবাহু বীরসিংহের উপযুক্ত বংশধর মহাবীর কেশরীসিংহকেই প্রেরণ ক'র্‌তে আমি অভিলাষ করি।

কেশরী। এখনি ; (উত্থান পূর্ব্বক) অনুমতি করুন, অপেক্ষা কিসের ? কেশরীসিংহ প্রস্তুত।

সূর্য্য। হাঁ, বৎস ‘এখনি’। যাও, গিয়ে সচিবমণ্ডলীপরিবৃত রাজ-প্রতিনিধি বীরসিংহের নিকটে আশঙ্কিত বিপদ্‌পাত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর, এবং প্রস্তাবিত কার্য্যের আবশ্যকতা তাঁর হৃদয়ঙ্গম ক'রে দাও। তার পর ভাণ্ডারস্থ মণি মাণিক্যাদি সমুদায় ধনসম্পত্তি, অন্তঃপুরবাসিনী সমুদায় মহিলাগণ ও কুমারদ্বয়সহ মহিষী পুষ্পবতীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক ত্বরায় ফিরে এস।

কেশরী। রাজাজ্ঞা বিনা এতদূর কি সম্পন্ন হবে ?

সূর্য্য। কি ! হবে না ? রাজ-প্রতিনিধির আজ্ঞা কি ‘রাজাজ্ঞার’ তুল্য নয় ? তাঁর কি রাজ্যের শুভাশুভের জন্য দায়ীত্বজ্ঞান নাই ? তিনি কি স্বদেশের ও স্বীয় রাজ-পরিবারের অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্টসাধনরূপ তাঁর গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে উদাসীন ?

কেশরী। (গর্ব্বিতস্বরে) হো-ও ! কখনই নয়। দায়ীত্বজ্ঞ—দেশভক্ত রাজভক্ত মহারাজ বীরসিংহ—কেশরীসিংহের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পিতা, তিনি বুন্দীর রাজপ্রতি-নিধি বর্ত্তমান থা'ক্‌তে প্রতিনিধি-‘কর্ত্তব্য’ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠানে ত্রুটি হবে ?

সূর্য্য। কোন কার্য্যেরই নহে। উপস্থিত বিপদের সত্যতায় তাঁর বিশ্বাস হ'লেই কার্য্যসিদ্ধি ; এবং সেই ‘বিশ্বাস’ সাধনার্থেই তাঁর পুত্র স্বয়ং তুমি দূত, আর আমার সাক্ষর ও মোহরযুক্ত পত্র। অতএব বিশ্বাস তাঁর হবেই এবং তা হ'লেই রাজাজ্ঞা বিনাই সব সুসম্পন্ন হবে। তার পর মহারাজ অসন্তুষ্ট হন, তার জবাবদিহি সমস্তই আমার। আবশ্যক হ'লে সূর্য্যসিংহ তার নিজ ভাণ্ডারস্থ সমুদায় সম্পত্তি রাজভাণ্ডারে জমা দেবে ; তাতেও শোধ না হয়, এই তার গর্দান দেবে। পত্রে এই সব কথাই আমি লিখে দিচ্ছি।

কেশরী। হো-ওঃ! 'আবশ্যক' হ'লে হরাবতীর দেশভক্ত রাজভক্ত সমুদায় সামন্ত রাজগণই স্ব স্ব ভাণ্ডারস্থ সমুদায় ধন সম্পত্তি রাজভাণ্ডারে জমা দেবে, তাতেও পরিশোধ না হয়, স্ব স্ব শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক রুধিরস্রোতে মহারাজের রোষানল নির্ব্বাণ ক'র্বে! দিন্ পত্র, আর অপেক্ষা কিসের? জ্যোৎস্না উঠেছে, রাত্রি এক প্রহর অতীত।

সূর্য্য। উত্তম হ'য়েছে—ভগবান চন্দ্রমা তোমার পথ-প্রদর্শক হবেন। সঙ্গে কাকে নিতে চাও?

কেশরী। 'সঙ্গে'? (অসি আস্ফালন পূর্ব্বক) মাত্র এই তিগ্মতেজা উলঙ্গ কর্ম্মকার-পুত্রকে; কেশরীসিংহ আত্মরক্ষার্থ এর ভিন্ন অন্য কাহারও প্রার্থ্যনা হাসা করে না।

সূর্য্য। সত্য; কিন্তু অন্তর্ধার যুবরাজের একাকী পর্য্যটন করা ভাল দেখায় না; তাই ব'ল্‌ছি—দুই জন অনুচর সঙ্গে লও।

কেশরী। সেই জন্য যদি হয়, তবে যা আপনার অভিরুচি।

সূর্য্য। তবে যাও, সত্বর মধুসিংহ ও ধরমসিংহকে গোপনে প্রস্তুত ক'রে, নিজেও প্রস্তুত হ'য়ে এস। আমি ততক্ষণ পত্র লিখি।

কেশরী। যে আজ্ঞে। (নিষ্ক্রান্ত)

(লিখনোপকরণ গ্রহণ পূর্ব্বক সূর্য্যসিংহ পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত।)

ক্ষণপরে বীরবেশে পুনঃপ্রবেশ পূর্ব্বক

কেশরী। আজ্ঞে আমি প্রস্তুত, মধুসিংহ ও ধরমসিংহ অশ্বারোহণে শিবিরদ্বারে দণ্ডায়মান।

সূর্য্য। উত্তম, আমারও পত্র লেখা শেষ হ'য়েছে। (পত্র বন্ধ করিতে করিতে) তুমি কুমারদ্বয়কে নিরাপদ ক'রে সত্বর ফিরে আ'স্‌লে পর, উদ্বেগরহিত হ'য়ে আমরা এস্থান হ'তে প্রস্থান ক'র্ব। এই লও পত্র। (পত্রদান)

কেশরী। (পত্র গ্রহণ করিয়া) ততদিন কি ভাবে আপনারা থা'ক্‌বেন?

সূর্য্য। সসর্প গৃহে যে ভাবে থা'ক্‌তে হয়,—সৈন্য সামন্তগণ সশস্ত্র

বদ্ধপরিকরবেশে সজ্জিত তুরঙ্গমগণসহ সাবধানে রজনী সকল অতিবাহিত ক'র্‌বে, এবং মহারাজকে কৌশলক্রমে সর্ব্বদাই নগর-বহির্ভাগে শিবিরাভ্যন্তরে রাখতে হবে! (উত্থিত)

কেশরী। আ—অতি উত্তম! তবে আশীর্ব্বাদ করুন, আর্য্য। (সূর্য্য সিংহের পাদ গ্রহণ)

সূর্য্য। এস, বাবা; নির্ব্বিঘ্নে সপরিজন রাজপুত্রদ্বয়কে সুরক্ষিত ক'রে, ত্বরায় এসে স্বগণসহ মহারাজের রক্ষা সাধনে কৃতকার্য্য হও।

কেশরী। ওঃ! দুইটী অতি গুরুতর কার্য্যভার আমার উপর অর্পিত হ'ল! কুলদেবি ভগবতি আশাপূর্ণে, তোমার ইচ্ছা! নতুবা কীটাণুকীট আমার কি সাধ্য!

সূর্য্য। তবে এস এখন। আমিও এখন মহারাজের নিকট যাই, এবং দেবীর আচরণে জয়সিংহের কিছুমাত্রও মনোমালিন্য জন্মে নাই—এই সম্বাদ তাঁকে নিবেদন করি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অম্বরের রাজ-প্রাসাদ ; নিভৃত কক্ষ। সময়—সেই রাত্রি।

অহিফেন সেবনে তন্দ্রাবেশে জয়সিংহ আসীন।

জয়সিংহ। (ক্ষণকাল ঝিমিয়া) হ্যাঁ, তাই ত! মহিষি হংসবতি, ঝগ্‌ড়া ও তিরস্কার ক'রে তুমি এখন জয়সিংহকে জ্বালাতন না ক'র্‌বে কেন? তোমার এখন পুত্র পৌত্রাদি বর্ত্তমান, তুমি এখন বৃদ্ধা, সুতরাং ঝগ্‌ড়া ও তিরস্কার ক'র্‌বার অধিকার যে তোমার এখন জন্মেছে! কেননা—

যুবতী নারীর বল তরুণ যৌবন।
লীলায় বিজয়শীল, সুখ-সন্মোহন॥
প্রৌঢ়ার সম্বল সার অভিমান হয়।
নেত্রে অশ্রু মুখে বাক্যহীনতা উদয়॥
বৃদ্ধার বিষম বল তোব্‌ড়া মুখে তার।
কথায় কথায় ঝগ্‌ড়া, সদা তিরস্কার!!

কিন্তু, হংসবতি, তোমার তিরস্কার খানি ত বড় সহজ নয়, বাবা! জয়সিংহ একেবারে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে মাথা চুল্‌ক'তে চুল্‌ক'তে চ'লে এসে বেঁচেছে! (একটী হাই তুলিয়া ও তুড়ি দিয়া) কিন্তু অকারণে তিরস্কার! কেন তিরস্কার ক'র্‌বে? জয়সিংহ কি জানে যে তার কন্যা জয়াবতী বিবাহযোগ্যা হ'য়ে র'য়েছে? সে সর্ব্বদা রাজকার্য্যে নিবিষ্ট, যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত, তার চিন্তার অবধি নাই; অবসর কোথায় যে সে খবর রা'খ্‌বে জয়াবতীর পনর শোল বৎসর বয়স হ'য়েছে, অদ্যাপি তার বিবাহ হয় নাই? তুমি তার গর্ভধারিণী, তোমার কি উচিত ছিল না যে যথাকালে তুমি জয়সিংহকে এ বিষয় জ্ঞাত কর? তা তুমি ক'র্‌লে না, তখন সে কথা

বল্'বার জন্য তোমার একখানিও মুখ ছিল না; আজ তিরস্কার ক'র্‌তে হবে, আজ তুমি একেবারে শতমুখী! হ্যাঁ—অন্যায়! (পদশব্দ পাইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক) মহারাজ কেশবদাস!

প্রবেশ পূর্ব্বক মন্ত্রী

কেশবদাস। জয় হোক্, মহারাজ, জয় হোক্।

জয়। আর 'জয় হোক'! আজ একেবারে পরাজয়!

কেশব। কেমন?

জয়। জয়াবতী বয়স্থা, অদ্যাপি পাত্রস্থা হয় নাই, আর কি রক্ষা আছে! হাতে কাগজ কিসের?

কেশব। দেবসিংহের পত্র, ইন্দ্রগড় হ'তে ভরতসিংহ ফিরে এসেছে।

জয়। এবং সম্রাট-প্রতিনিধির অনুগ্রহ-পূর্ণ প্রস্তাবে দেবসিংহ অবশ্যই যার পর নাই আনন্দিত হ'য়েছে? (চক্ষু মুদ্রিত করিলেন)

কেশব। সম্মত হ'লে অবশ্যই আনন্দিত হ'ত।

জয়। (সবিস্ময়ে) কি! 'সম্মত' হয় নাই! আ—মূর্খ! হতভাগা লিখেছে কি?

কেশব। লিখেছে এই, (পত্রপাঠ) 'নিঃসন্তান ভাওসিংহের মৃত্যুর পর বুন্দীর সিংহাসনের স্বত্ব শাস্ত্রমত ঊর্দ্ধগামী হইয়া তদীয় পিতা মহারাজ ছত্রশালের উপরই পুনর্ব্বার বর্ত্তিয়াছিল, তদূর্দ্ধতন পুরুষ মহারাজ রাওরত্নের উপরে নহে। সুতরাং ছত্রশালের দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহই তাহার যথার্থ অধিকারী। ভীমের পৌত্র মহারাজ অনিরুদ্ধ সিংহ; অনিরুদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র বুধসিংহ। অতএব মহারাজ বুধসিংহই হরাবতী রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, দেবসিংহ নহে। দেবসিংহ তাঁর একজন নিতান্ত অনুগত রাজভক্ত প্রজামাত্র। অতএব রাজবিদ্রোহী হ'য়ে ইহলোকে জগতের ঘৃণাস্পদ ও পরলোকে নরকগামী হ'তে দেবসিংহ অক্ষম, ইতি।'

জয়। আ—ছাগল! কেবল ধর্ম্মজ্ঞানই শিখেছিলে!

কেশব। নিতান্ত নির্ব্বোধ! নতুবা এমন সুযোগও কেহ ছাড়ে!

জয়। (একটী হাই তুলিয়া) 'নির্ব্বোধ' ত, কিন্তু মনের মত সুবোধ একটী এখন মেলে কোথায়?

কেশব। কেন, অভাব কি? কর্ব্বুরের সামন্ত মহারাজ সলিমসিংহের পুত্র দলিলসিংহকে আপনি চেনেন কি?

জয়। (একটী হাই তুলিয়া ও তুড়ি দিয়া) যুবা বীরপুরুষ দলিলসিংহ—বুন্দীর সিংহদ্বারস্বরূপ তারাগড় দুর্গের অধ্যক্ষ।

কেশব। এবং সেই তারাগড়ই বুন্দীর রক্ষাসাধন প্রধান দুর্গ; অতএব সে আয়ত্ত হ'লে বুন্দী আপনি অতি সহজেই অধিকার ক'র্‌তে পা'র্‌বেন।

জয়। (ঝিমুতে ঝিমুতে চিন্তা করিয়া) ঐ যা! হ'য়ে গেল!

কেশব। কি হ'ল, মহারাজ?

জয়। এক উদ্যমে বুধসিংহের বন্ধন, হরাবতীর অধিকার, আর জয়াবতীর বিবাহ।

কেশব। আপনি তবে দলিলসিংহকে হরাবতীর অধীশ্বর ক'রে, শেষে তাঁরই হস্তে জয়াবতীকে সম্প্রদান ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'চ্ছেন?

জয়। না; জয়সিংহ দলিলের সঙ্গে জয়াবতীর বিবাহ দিয়ে, হরাবতী রাজ্য তাঁকে যৌতুক দেবে।

কেশব। আ—ধন্য! দলিলসিংহ, সহস্র ধর্ম্মবুদ্ধি থা'ক্‌লেও এ প্রস্তাব তুমি কিছুতেই অস্বীকার ক'র্‌তে পা'র্‌বে না। অহো, অব্যর্থ সাধু সঙ্কল্প!

জয়। তবে আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না, জয়াবতীর নামে দলিল সিংহের নিকট নারিকেল* পাঠা'য়ে দিন্‌—এখনি।

কেশব। যে আজ্ঞে।

জয়। নারিকেল পাঠান,আর পত্র লিখে দিন্‌,—আপনি এই নারিকেল ফল গ্রহণ ক'র্‌লে, জয়াবতীর পিতা সম্রাট-প্রতিনিধি সেবয়রাজ "মহারাও রাজা" উপাধি সহিত হরাবতী রাজ্যের একাধিপত্য আপনাকে যৌতুক দেবেন, এবং আপনার বিবাহোৎসবের সময়েই বুধসিংহকে স্বগণসহিত অম্বর নগরে চিরজীবনের জন্য কারারুদ্ধ ক'র্‌বেন, ইতি।

---

* নারিকেল প্রেরণ পরিণয়-প্রস্তাব স্বরূপ; পরিণয়-প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইলে, কন্যার নামে বরের নিকট নারিকেল ফল প্রেরণ করা রজঃপূত জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রথা।—টড্‌।

কেশব। যে আজ্ঞে।

জয়। জয়সিংহ এখন অন্তঃপুরে চ'ল্ল, সাক্ষর সেখানে। সাক্ষর হ'লে বলোদরসিংহ রাওবৎকে দিয়ে এখনি এ পত্র মহারাজ দলিলসিংহের নিকট পাঠা'য়ে দিন্;—বলোদরকে সবিশেষ সমস্ত ভেঙ্গে ব'লে দেবেন, সে যেন অতি সতর্কতার সহিত কার্য্য সাধন ক'রে ত্বরায় ফিরে আসে।

কেশব। যে আজ্ঞে; কিন্তু একটী কথা হ'চ্ছে,—বলোদরসিংহের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই যদি দুরাত্মা বুধসিংহ এস্থান হ'তে পলায়ন করে?

জয়। (একটী হাই তুলিয়া) জয়সিংহ কি তা ভাবে নাই? ভেবেছে, এবং তার প্রতিবিধানও ক'রে রেখেছে,—পাঁচশত কুশাবহসৈন্যের সহিত মহারাজ দেবীসিংহ চৌহানশিবিরের নিকটেই শিবির-সন্নিবেশ ক'রে আছেন। জয়সিংহ তার নিগূঢ় সঙ্কল্প গোপনে তাঁকে জ্ঞাত ক'রে হুকুম দিয়ে রেখেছে,—চৌহান-রাজের পলায়নের চেষ্টা বা কোনরূপ মন্দ অভিপ্রায় টের্ পেলেই তিনি সসৈন্যে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আক্রমণ ক'র্‌বেন।

কেশব। অহো—ধন্য! চৌহানরাজ তবে এখন পাঁচশত কুশাবহ শূরের নজরবন্দী হ'য়ে অবস্থান ক'চ্ছেন—উত্তম! আমি তবে সত্বর পত্র লিখে নিয়ে আসি। (নিষ্ক্রান্ত)

জয়। (চিন্তা করিয়া উচ্চস্বরে) প্রতিহারী! প্রতিহারী!

সসম্ভ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক

প্রতিহারী। মহারাজ।

জয়। মন্ত্রী মন্ত্রী—ফের্ ফের্।

প্রতি। যে আজ্ঞে, মহারাজ। (নিষ্ক্রান্ত)

জয়। (ঝিমুতে ঝিমুতে) 'ফের্ ফের্'! কানাইয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হ'তে গরু চোরটীর মত বের হ'য়ে ডেকে ব'ল্লেন—রাধে, 'ফের্ ফের্'; রাধা ফেরে না; তখন চিনি কানাই কেষ্ট পিরীত ক'রে ব'ল্লেন—

দাঁড়াও দাঁড়াও, রাই।
তোমায় সুধাই তাই॥

পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক

কেশবদাস। কি অনুমতি হয়, মহারাজ?

জয়। অ্যাঁ—(চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক) মন্ত্রী;—'পুনশ্চ' ভুলেছি, পত্রে 'পুনশ্চ পাঠ' লিখ্‌বেন—আপনি অম্বরপতির অধীনতা স্বীকার এবং তাঁকে বৎসর বৎসর রীতিমত রাজকর প্রদান পূর্ব্বক পুরুষানুক্রমে ঐ যৌতুকে ভোগদখল করিতে থাকিবেন, ইতি।

কেশব। যে আজ্ঞে।

জয়। ফের্ 'পুনশ্চ' লিখ্‌বেন—প্রতিনিধি নিজ বলবাহন দ্বারা ঐ যৌতুকে আপনার দখল দেওয়াইয়া, সম্রাটের সনন্দপত্র দ্বারা আপনার স্বত্ব দৃঢ়ীভূত করিয়া দিবেন, ইতি।

কেশব। যে আজ্ঞে, মহারাজ। (নিষ্ক্রান্ত)

জয়। প্রতিহারী!

প্রবেশ পূর্ব্বক

প্রতিহারী। মহারাজ।

জয়। অন্তঃপুরে। (উত্থিত)

প্রতি। যে আজ্ঞে, চলুন।

জয়। জয়সিংহ এখন প্রফুল্লচিত্তে অন্তঃপুরে য'াক্। সে আজ তার একটা উদ্বেগ দূর ক'র্‌তে গিয়ে, একেবারে তিনটা উদ্বেগ দূর ক'র্‌বার উপায় ক'রে ফেলেছে; তিনটা কেন? চার্‌টা—রাজহংসি, এখন আর তুমি তোমার সেই রেখাত্রয়-শোভিত দীর্ঘ গ্রীবা উন্নত ও আভুগ্ন ক'রে সুকঠোর 'কোয়াক কোয়াক' শব্দে জয়সিংহকে জ্বালাতন ক'র্‌তে পা'র্‌বে না; তোমার কন্যা জয়াবতী অচিরাৎ হরাবতী রাজ্যের অধীশ্বরী হবে; এবং জয়সিংহও তোমার বিষম তরঙ্গের হাত থেকে চিরদিনের জন্য উদ্ধার লাভ ক'র্‌বে।

(প্রতিহারীর সহিত নিষ্ক্রান্ত।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অম্বরের প্রাচীরবহির্ভাগে চৌহানশিবিরসন্নিবেশ।

সময়—সেই রাত্রি।

উলঙ্গ অসিহস্তে প্রহ্লাদসিংহের প্রবেশ।

প্রহ্লাদসিংহ। রাত্রি দণ্ডচেরেক হ'য়েছে, একপ্রহর পর্য্যন্ত আজ আমার পাহারা। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) হা ধিক্, জয়সিংহ! তুই ত ভারি মন্দরাম! তুই আর আমি প্রায় সমান, কারণ বীরত্ব তোর চেয়ে আমার অনেক বেশী, কিন্তু তোর যতখানি বদ্‌মায়েসী বুদ্ধি ঘোরে, আমার তা তত খানি ঘোরে না; সুতরাং হরেদরে প্রায় সমান। 'প্রায়' ব'ল্‌ছি, কারণ—তুই বজ্জাত, তাই তুই 'সেবয়রাজ'; আমি সরল সাধু, তাই আমি 'পেহ্লাদে'। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) থা'ক্ না, গাধার বেটা খচ্চর; রাজপুত্রদ্বয় ও ধনরত্নাদি সমেত মহিষী পুষ্পবতীকে বাইগুনগরে পাঠা'য়ে দিয়ে যুবরাজ কেশরীসিংহ কল্য এখানে ফিরে এসেছেন। অতএব দেখ্ না—এই রাত্রিতেই তোর কি দশা হয়। আ—হস্তীমূর্খ! তুই ভাবিস্—হরপুত্রগণও তোর মত বিশ্বাসঘাতক নরকখোর, তাই তুই দেবসিংহের সঙ্গে গুপ্ত পিরীত ক'র্‌তে গিয়েছিলি; কেমন, শ্বশুরা, এখন হ'য়েছে? দেবসিংহ তোর 'পিরীত' ভ'রে প্রস্রাব ক'রে দিয়েছেন, পিরীতের পরওয়ানাখানি ধ'রে বীরসিংহের নিকট পাঠা'য়ে দিয়েছিলেন, বীরসিহের নিকট থেকে কেশরীসিংহ আবার তা এখানে নিয়ে এসেছেন; অতএব দেখ্—তোর কি হয়। শিবিরে শিবিরে আমাদের সেনাগণ নিঃশব্দে সজ্জিত হ'চ্ছে, সামন্তগণ শত্রুর দেশ হ'তে স্বীয় অধিরাজকে বাহুবলে উদ্ধার ক'রে অক্ষয় ধর্ম্ম ও যশোলাভের জন্য মহোৎসাহে উদ্যোগ ক'চ্ছেন; অতএব রে বিলভুতুড়ে বোকা পণ্ডিত, বুন্দীরাজকে বন্দী ক'র্‌তে ইচ্ছা করা মজাখানা কেমন, এখনি দেখ্‌তে পাবি। কে রে ওদিকে? দেখে আসি।

(নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

---***---

সূর্য্যসিংহের শিবির। সময়—সেই রাত্রি।

বীরবেশভূষিত মহারাজ সূর্য্যসিংহ, মহারাজ সমরসিংহ,
মহারাজ মরুযোধ সিংহ, মহারাজ প্রাগসিংহ
এবং যুবরাজ কেশরীসিংহের প্রবেশ।

সূর্য্যসিংহ। (দৃঢ়স্বরে) আ—বিপৎ!
তুই তুচ্ছ চিরদিন, নহিস্ বিঘোর।
আগমন-সম্বাদই ভয়ঙ্কর তোর!!

সমরসিংহ। গত সে মোদের ভয়, ভীত এবে তুই (গর্ব্বিতস্বরে)
আমাদের ভয়ে! উপস্থিত তুই এবে,
মোরাও প্রস্তুত—তোর চেয়ে ঘোররূপে
বিনাশিতে তোরে।

বীরবেশে প্রবেশ পূর্ব্বক—দূত

সুবলসিংহ। প্রস্তুত সৈনিকবৃন্দ,
রাজন্, শিবিরে—রণমদ-মত্তহৃদে,
রণোৎসব-আশে; নাচিছে শিবির-দ্বারে,
সাজিয়া সমর-সাজে, তুরঙ্গমগণ
রণোৎসাহে।

সূর্য্য। অপেক্ষা কিসের আর তবে?
ছুটিব এখনি মোরা হুহুঙ্কার-ভরে,
দুরাক্রম্য চক্রব্যূহে রক্ষিত হইয়ে,
হরাবতী-মুখে।

কেশরী। বালক কেশরীসিংহ—

যুবরাজ অন্তর্ধার। খেলাপ্রিয় সদা
এ তার দোধারা টুকু! খেলিবে এ আজ, (অসি নিষ্কাসন)
চক্রব্যূহ-পুরোভাগে মহোল্লাস-ভরে,
ভাটা খেলা—বৈরীবৃন্দ-শিরোবৃন্দ ল'য়ে!

মর্যোধ। দুর্জ্জয় মর্যোধ সিংহ—মথুরাঈশ্বর।
শত্রুর শোণিতে পুষ্ট এই খড়্গ তার (অসি নিষ্কাসন)
পিয়িবে অরাতিকণ্ঠ-রুধির—পশ্চাতে।

সমর। দক্ষিণে সমরসিংহ—বল্‌বন্‌-পতি।
মুহূর্ত্তে বিবিধ নৃত্য চাতুর্য্য-চমকে
করিবে বিপক্ষকুলে মহামূর্চ্ছাগত—
বিজলীর রেখা তার এই চন্দ্রহাস। (অসি নিষ্কাসন)

প্রাগ। বামভাগে প্রাগসিংহ—জজাবর-নাথ।
ধরিত্রী-শয়নে তার এই তরবার (অসি নিষ্কাসন)
শোয়াইবে শত্রুকুলে কণ্ঠ-আলিঙ্গনে—
দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য আস্ফালন-ভরে।

সূর্য্য। সেনাপতি সূর্য্যসিংহ—গুগোরাধিরাজ।
রক্ষিবে সম্মুখভাগ কেন্দ্রস্থ রাজার—
সূর্য্যপ্রভ এই তার করাল কৃপাণ। (অসি নিষ্কাসন)

সুবল। তদগ্রে অটলভাবে রাখিবে উড্ডীন
রাওবৎ সুবলের এই করবাল— (অসি নিষ্কাসন)
জয়শীল বুন্দীশের 'কমল কেতনে'।

সমর। সুরতানসিংহ বীর—ফিলোড়ী-ঈশ্বর।
অবহেলে ভীম তাঁর খাণ্ডা খরশাণ
পৃষ্ঠরক্ষা করিবে রাজার।

প্রাগ। মহোৎসাহে,—
গগন প্রতাপসিংহ যুগল সোদর
মাতুন্দা প্রদেশ-পতি,—তাঁদের ভীষণ
অসিযুগ্ম পার্শ্বদ্বয় রক্ষিবে রাজার।

সূর্য্য। যামিনী-দ্বিতীয় যাম অবসিত প্রায় ;
উঠুন, রাজেন্দ্রবৃন্দ ; যাওরে সুবল,
সুরতানসিংহ বীরে কহগে রচিতে
চক্রব্যূহ যথাশ্রুত—হরবীরচয়ে—
নিঃশব্দে। চলিনু মোরা রাজার শিবিরে,
সম্বাদ সেথায় দিবে ব্যূহ-রচনার।
সজ্জিত রাখিও অশ্ব সে শিবির-দ্বারে—
আমাদের, মহিষীর, দাসীযুগলের।
'হঞ্জা' নাম রাজবাজী রাখিও প্রস্তুত—
বাজীরাজবরে।

সুবল। যে আজ্ঞে, রাজন্। (নিষ্ক্রান্ত)

সূর্য্য। হো-ও !
দুর্ভেদ্য এ চক্রব্যূহ দুর্জ্জয় জগতে !
ভূধর ভেদিয়া পারে দিগ্‌দিগন্তরে—
ছুটিতে নিমেষ মধ্যে লীলায় খেলায়
সুদর্শন চক্র এই, পুরুষোত্তম সে—
অধিষ্ঠান করি কেন্দ্র সরোষে যদ্যপি
শক্তিসখ বুধসিংহ চালেন তাহারে।
কি ছার, রে জয়সিংহ, এ চক্রের কাছে—
কদলী-কানন তোর যোদ্ধৃবর্গ তবে ?

সকলে। 'কি ছার, রে জয়সিংহ, এ চক্রের কাছে—
কদলী-কানন তোর যোদ্ধৃবর্গ তবে ?'

(সতেজে সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চৌহান রাজের শিবির ; শয়ন-কক্ষ। সময়—সেই রাত্রি।

মহারাজ বুধসিংহ ও মহিষী পদ্মাবতী আসীন।

পদ্মাবতী। (সখেদে) হায় ! মহারাজ,—

অনায়াসে ভাঙ্গে জোড়ে অনায়াসে
সেই সে—বন্ধন শিথিল যার।
ভাঙ্গে না সহজে, ভাঙ্গিলেও পুনঃ
দৃঢ়বদ্ধ যেই জোড়েনা আর !!

নাথ, দাসীর প্রতি তোমার 'দৃঢ়বদ্ধ' অনুগ্রহ ছিল, বিশেষ চেষ্টায় ভগ্ন হ'য়ে গিয়েছে, জোড়া আর লা'গ্‌ল না ! লা'গ্‌ল না—লা'গ্‌বে না, লা'গ্‌লেও তেমন আর হবে না ! হা-আঃ ! দুর্লভধন, কত চেষ্টায় পেয়েছিলাম ! কত চেষ্টায় হারালাম !

বুধসিংহ। মহিষি, বৃথা কেন আক্ষেপ কর ? তোমার প্রতি আমার যে স্নেহ ছিল—

পদ্মা। এই জন্যই ত আক্ষেপ করি,—দুইটী অক্ষর এখনো আছে, কিন্তু সে দুইটী ত আর নাই ! 'স্নেহের' পর 'আছে' শব্দটী ঘুচে গিয়েছে ! 'ছিল' হ'য়েছে ! হাঃ ! মহারাজ, দাসীর প্রতি তোমার স্নেহ 'ছিল' ! এখন আর 'নাই' ! হায় !—

অভাগিনী আমি অতি—মজিলাম নিজ
কর্ম্মদোষে ! ভাসিনুরে খেলিয়া পুলকে—
প্রেমবারি-পূর্ণ পতি-মানস-সরসে
রাজহংসীরূপে আমি—চিরদিন ! এবে
শুষ্ক একেবারে তার অগাধ সলিল,
মম ভাগ্যদোষে ! আমি ছট্‌ফট্‌ করি—

সন্তাপতপনতাপে মরিরে পুড়িয়ে,
বিরাগবালুকাময় চড়ায় লোটা'য়ে ! (রোদন)

বুধ। (স্বগত) ওঃ ! হৃন্মর্ম্ম-প্রদাহিনী পরিতাপ-বহ্নিশিখা !

পদ্মা। হোঃ ! দুই অক্ষরে কি ভয়ঙ্কর শব্দ ! দিক্‌সকল একেবারে শূন্য বোধ করাচ্ছে ! আর সেই শূন্যমধ্যে আমার যেন একটুও আশ্রয় নাই !

বুধ। তোমার উক্তিগুলি যথার্থই মর্ম্মচ্ছেদিনী ; কিন্তু, পাটেশ্বরি, শান্ত হও,—

পদ্মা। তুমি আমায় মনের সহিত ক্ষমা ক'র্‌লেই আমি 'শান্ত' হ'তে পারি। আজ আট বৎসর পর্য্যন্ত 'মহিষি' 'পাটেশ্বরি' ভিন্ন, 'প্রিয়তমে' কি 'প্রাণেশ্বরি' সম্বোধন আমার কর্ণে প্রবেশ ক'র্‌ল না ! মহারাজ, স্বামীর মুখে এই সব অমৃতময় সম্বোধন আমার কি এ জন্মের মত একবারেই ফুরা'য়ে গিয়েছে ? হো-হোঃ ! (রোদন)

বুধ। (স্বগত) ওঃ ! হতাশাপূর্ণ কি তীক্ষ্ণ মনোবেদনা !

পদ্মা। জীবিতনাথ—আমার পরমারাধ্য প্রাণাধিক প্রিয়তম পতিদেব, অবলাজনের নির্ব্বুদ্ধিতা কি উপেক্ষা করা যায় না ? আমি এমন কি গুরুতর দুষ্কর্ম্ম ক'রেছি, যে তার আর ক্ষমা নাই ?

বুধ। (স্মিতমুখে) আমি তোমাকে 'ক্ষমা' সেই দিনই ক'রেছি, এবং আশীর্ব্বাদ করি—ধর্ম্মরাজও তোমায় 'ক্ষমা' করুন ; দেবি,—

কর্ম্ম চিরস্থায়ি, সংসার নশ্বর,
পরত্র-বান্ধব সুকৃতি-ভার।
ধর্ম্মই আরাধ্য জীবীর—জগতে,
স্বর্গের সত্যই সোপান সার ॥

সেই সে উঠিতে সে সোপান-পথে
অস্খলিত পদে সমর্থ হয়।
ধারণার্থ দণ্ড সুদৃঢ় যাহার
জিতেন্দ্রিয়ত্বই নিয়ত রয় ॥

তুমি অসঙ্গত লোভের বশবর্ত্তিনী হ'য়েছিলে, সুতরাং শঠতা প্রবঞ্চনাদির

আশ্রয় ল'য়ে নিতান্তই দুষ্কর্ম্ম ক'রেছ; অতএব বিচারকর্ত্তা সেই ধর্ম্মরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি যেন তোমায় ক্লেশ না দেন।

পদ্মা। হা-আঃ! তোমার বাক্যবাণ আমার আর সহ্য হয় না! ইহকাল পরকাল আমার দুইই গেছে? হোঃ! কেনরে আমি পরের পুত্রে পুত্রবতী হ'তে গিয়েছিলাম! (রোদন)

বুধ। তোমার পুত্র হ'ল না, একটী পুত্রের জন্য তোমার এত আকিঞ্চন, এটী যথার্থই দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু জান যে—সব ঈশ্বর ইচ্ছাধীন।

পদ্মা। 'সব ঈশ্বরইচ্ছাধীন'! হাঃ! বিধাতার সঙ্কল্প—তিনি আমায় পুত্র দেবেন না; আমি তাঁরও সঙ্কল্পের উপর চাতুরী খেল্‌তে গেলাম, তাঁরও মতের বিপরীতাচরণের চেষ্টা ক'র্‌লাম! যেমন ক'র্‌লাম, তেম্‌নি ফল! গোপনে ক'র্‌লাম, বিধাতা ঢাক বাজিয়ে দেশময় প্রকাশ ক'রে দিয়ে আমায় শাস্তি দিল—ক্ষমা ক'র্‌ল না! হা রে গর্ব্বিত বিধে!

মতের বিরুদ্ধ কার্য্য তোরো কিছু সয় না!
তুই বলে 'দয়াময়' তোরো ক্ষমা হয় না!!

হা ধিক্! স্বয়ং তুইই যখন এরূপ, তখন তোর নির্ম্মিত মনুষ্য ত এরূপ হবেই! হাঃ! স্বামী স্ত্রীজাতির ইহলোকের পরম দেবতা; আর বিধাতঃ, তুমি তার পরলোকের পরম দেবতা; আমি হতভাগিনী, আমার এই উভয় লোকের পরম দেবতা নারায়ণ তোমরা উভয়েই আমার প্রতি একেবারে বিমুখ! আমি আর কাঁ'দ্‌ব কার কাছে? আমার আর আশ্রয় কোথায়? ত্রিজগতে আমার আর কাঁ'দ্‌বার স্থান নাই! হায় হায়! গুণবতিরে, তুই আমার কি সর্ব্বনাশই না ক'রেছিস্! (রোদন)

বুধ। তোমার অভিপ্রায় না থা'ক্‌লে ত আর গুণবতী তোমার 'সর্ব্বনাশ' ক'র্‌তে পা'র্‌ত না। তুমি নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ ক'রেছ।

পদ্মা। 'নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ ক'রেছি!' হাঃ!—

যতনে ক'রেছি, আপন হাতে,
আপন হৃদয়ে ছুরিকাঘাত।
নিস্তার এখন করিবে মোরে
কে আর জগতে, কাহার হাত!!

বুধ। তোমার শরীরে যে বিস্তর দোষ,—সে দিন আবার তুমি মহারাজ জয়সিংহের হৃদয়েও 'ছুরিকাঘাত' ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলে।

পদ্মা। (অশ্রু পুঁছিয়া, ক্রুদ্ধভাবে) হব না? সে নীচাশয় নিষ্ঠুর ঘুমন্ত অবস্থায় আমার দাদাকে কেটে ফে'ল্ল,ছোট ভাই বিজয়সিংহকে কারাগারে রুদ্ধ ক'র্‌ল, তাকে খুন ক'রে আমার সহোদরদের ঋণ পরিশোধ আমি ক'র্‌ব না? অবশ্য ক'র্‌ব। 'উদ্যত' হ'য়েছিলাম, ভালই ক'রেছিলাম, দুঃখ যে—পা'র্‌লাম না।

বুধ। তিনিও ত তোমার ভাই—তোমার পিতার সন্তান।

পদ্মা। আমার পিতার দুর্ভাগ্য—জন্মান্তরকৃত পাপের ফল, তাই তিনি জয়সিংহকে পুত্রলাভ ক'রেছিলেন।

বুধ। যাই হোক্, তিনি আমাদের পরম বান্ধব; ভাগ্যে তিনি তোমায় 'পাগলিনী' ব'লে তোমার কার্য্যে দোষ ধরেন নাই; ধ'র্‌লে—তাঁতে আমাতে ভয়ঙ্কর আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হ'য়ে দুটী রাজ্যই একেবারে উৎসন্ন যেত। স্থূল—তোমার সে উদ্যমটী ভাল হয় নাই।

পদ্মা। কৃতকার্য্য হ'তে পারি নাই—সেই টুকু 'ভাল হয় নাই' তাই বল। (তেজগর্ব্বে) মহারাজ,—

ধিক্কার আমায় দি'ক্ জগৎ সংসার,
ডুবাইয়া ধর্ম্মরাজ রাখুন আমায়
অনন্ত নরকে, আমি পারিব সহিতে
সব অনায়াসে। চিরক্রূরকর্ম্মা কিন্তু
নিজে যে দুর্ম্মতি—পাপী, অবজ্ঞা করিবে—
হরাবতীশ্বরী আমি—আমারেও সেই
সেবয়? অসহ্য মোর একেবারে ইহা।

বুধ। এত দূর আমি জা'ন্‌তাম না।

পদ্মা। 'জা'ন্‌তাম না'! নাই বা জা'ন্‌তে, আমি অপরাধ ক'রেছি, তুমি আমায় শাস্তি দিচ্ছ—আরো দিতে, খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে ফেল্‌তে, যা তোমার ইচ্ছা হ'ত—তাই ক'রতে,সব তোমার সাধ্য ছিল; কিন্তু জয়সিংহের

নিকট নালিশ ক'র্‌তে গেলে কেন? সে আমার কি ক'র্‌বে? হরাবতীর অধীশ্বরী কি সেই ক্ষুদ্র কীটাণুকে ভয় করে?

বুধ। আমি স্বীকার করি—সে কার্য্যটী আমি ভাল করি নাই; কিন্তু ক'র্‌বার কারণ হ'ল,—স্বার্থত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের কথা হ'চ্ছিল, সহসা তোমায় দেখ্‌তে পাওয়াতে, তোমার কার্য্যটী মনে পড়ে গেল, আর অম্‌নি উদাহরণ স্বরূপে—

পদ্মা। হ্যাঁ! উদাহরণ দিতে আর লোক পেয়েছিলে না!

নেপথ্যে, প্রতিহারী। মহারাজ, সেনাপতি ও সামন্ত রাজগণ সাক্ষাতার্থ শিবিরদ্বারে দণ্ডায়মান।

বুধ। সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক সভাগৃহে নিয়ে উপবেশিত করাও। (পদ্মাবতীর প্রতি) আমাদের একটী অতি মহদনুষ্ঠানের পরামর্শ হ'চ্ছিল, তুমি তখন তথায় উপস্থিত হওয়াতেই তার ব্যাঘাত হ'ল।

পদ্মা। তা আমি কি জানি? আমার 'মহদনুষ্ঠান' সাধনের সুবিধা আছে কি না, তাই আমি দেখ্‌তে গিয়েছিলাম; তুমি ঐরূপ না ব'ল্লে, পরক্ষণেই আমি ফিরে এসে, আমার নিজের ছোরা নিয়ে গিয়ে দুরাত্মার মুণ্ডপাত ক'র্‌তাম। তুমি আমার চিরদিনের বাঞ্ছিত মহৎ সঙ্কল্প ব্যর্থ ক'রেছ।

বুধ। (উত্থান পূর্ব্বক) তোমার এমন 'সঙ্কল্প' পূর্ব্বে জা'ন্‌তে পা'র্‌লে, আমি তোমাকে নিয়ে কখনই এখানে অবস্থান ক'র্‌তাম না। রাজগণ অপেক্ষা ক'চ্ছেন, আমি আসি। (নিষ্ক্রান্ত)

পদ্মা। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) ওঃ! আমার কত যন্ত্রণা! স্তরে স্তরে আমার মনঃকষ্টের আর অবধি নাই! কিন্তু কারে ব'ল্‌ব! কে বুঝ্‌বে! আমার কষ্ট বুঝে—ত্রিজগতে এমন আমার কেহই নাই! এই ত অসময়ে রাজগণ সাক্ষাতার্থ উপস্থিত, কেন? হয় ত বা আমাকে নিয়েই কি একটা হ'চ্ছে! বিষয়টা কি—শুন্‌তে হ'ল; যাই, আঁড়ালে দাঁড়িয়ে শুনি গিয়ে।

(উত্থান পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্তা)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চৌহানরাজের শিবির; সভাকক্ষ। সময়—সেই রাত্রি।

সর্ব্বায়ুধে সজ্জীভূত সূর্য্যসিংহ, মরুযোধসিংহ, সমরসিংহ, প্রাগসিংহ

ও কেশরীসিংহ আসীন।

মহারাজ বুধসিংহের প্রবেশ।

সকলে। (সসম্ভ্রমে উত্থান পূর্ব্বক) জয় হোক্, মহারাজ, জয় হোক্।

বুধসিংহ। (সাদরে) ব'স্তে আজ্ঞা হোক্, বান্ধবগণ।

(সকলের উপবেশন।)

অসময়ে কি মনে ক'রে?

সূর্য্য। আজ্ঞে 'অসময়' নয়, এই সুসময়।

বুধ। (সবিস্ময়ে) 'এই সুসময়'! আপনারা সকলেই বদ্ধপরিকরবেশ! সর্ব্বায়ুধে সজ্জীভূত! এ সময় এরূপ সজ্জা কেন?

মরুযোধ। আজ্ঞে 'এ সময় এরূপ সজ্জা' চায়।

বুধ। কেন 'চায়'? (গর্ব্বিতস্বরে)

কেন 'চায়' আজ এই নিশীথ সময়।
বৈরীঘাতী চৌহানের বীর-সজ্জাচয়?

সমর। আজ্ঞে সুধু 'আজ' নয়, অনেক দিন হ'তে 'বীরসজ্জাতেই' আমরা রজনী সকল অতিবাহিত ক'রে আ'স্ছি।

বুধ। (গম্ভীরস্বরে) কি জন্যে?

বান্ধব সেবয়রাজ সহিত স্বগণ।
অহিংস্র অজাতশত্রু হরপুত্রগণ॥
আকস্মিক কোথা তবে বিপদ সম্ভব?
নিশায় থাকেন কেন সজ্জীভূত সব?

প্রাগ। আজ্ঞে থাকি এবং আছি; এখন মহারাজ সত্বর 'সজ্জীভূত' হ'য়ে আমাদিগকে পরিচালিত ক'র্লেই হয়।

বুধ। (সদর্পে) কার প্রতিকূলে ? বলুন—

বুদ্ধিহীন ক্ষিপ্ত কোন্ অরাতি-নিচয়
মোর সনে সমরার্থী এ ঘোর নিশায় ?
নিমেষে কাদের মধ্যে ঘটাব প্রলয়,
কাদের রুধিরে ধৌত করিব ধরায় ?

বলুন—আমরা এখন কোন্ মহাযুদ্ধে যাব ?

কেশরী। আজ্ঞে 'মহাযুদ্ধেই যাব' ; এবং আপনি অগ্রসর হ'য়ে আদেশ প্রদান ক'র্লেই (সতেজে উত্থান পূর্ব্বক সদর্পে)—

ভুজবীর্য্য-বলে সঘনে হানিয়া
দোধারা ভীষণে অরাতি-দল।
মস্তকে তাদের তালফল প্রায়
মুহূর্ত্তে ছাইব ধরণী-তল।

বুধ। উত্তম, উত্থান কর ; (দৃঢ় গর্ব্বিতস্বরে) হরাবতীর অধিবাসীগণ ত্রিজগতে কাহাকেও কি কোন দিন ভয় করে ? কেশরী, স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ কর—

লভিতে পতঙ্গবৃত্তি জ্বলন্ত অনলে,
অদ্য এ নিশীথকালে অভিলাষ কার ?
তরবারে তীব্র অগ্নি জ্বালি রণস্থলে,
মুহূর্ত্তে করিব পূর্ণ বাসনা তাহার।

সকলে। (সতেজে উত্থান পূর্ব্বক সদর্পে) হো-ও !—

'তরবারে তীব্র অগ্নি জ্বালি রণস্থলে,
মুহূর্ত্তে করিব পূর্ণ বাসনা তাহার।'

সূর্য্য। মহারাজ, পুনরায় বুন্দী নগরে যেতে বাসনা রাখেন কি ?

বুধ। 'বাসনা রাখেন কি' ! কেন, কে প্রতিরোধ করে ? ইচ্ছা ক'র্লে এই মুহূর্ত্তেই প্রস্থান ক'র্তে পারি।

সূর্য্য। তবে, মহারাজ, তাই—'এই মুহূর্ত্তেই'।

বুধ। 'এই মুহূর্ত্তেই' ! এই জন্য আপনারা সব প্রস্তুত হ'য়ে এসেছেন !—উত্তম। কিন্তু তাতে যুদ্ধ কোথায় ?

সূর্য্য । ‘যুদ্ধ’ হবার সম্ভব ।

বুধ । কাদের সঙ্গে ? বলুন—

নির্জ্জন প্রদেশে, এই নিশীথ সময়ে,
দীপালোকে বসি, ত্যজি বিশ্রামবিলাস ।
করিছেন চিত্রগুপ্ত নিবিষ্ট হৃদয়ে,
কাদের পরম আয়ু-হিসাব নিকাশ ?

সূর্য্য । আজ্ঞে কালপূর্ণ কুশাবহদের ।

বুধ । (সবিস্ময়ে) ‘কুশাবহদের’ ! আমরা কি তবে বিশ্বাসঘাতক-মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান ক’চ্ছি ?

সূর্য্য । ‘বিশ্বাসঘাতকের’ রাজ্যে—তার পাপপূর্ণ রাজধানী-মধ্যে ।

বুধ । স্বয়ং জয়সিংহ ‘বিশ্বাসঘাতক’ ! আমাদের প্রতি ! কারণ ?

সূর্য্য । ‘কারণ’—মাতা পদ্মাবতীকৃত তাঁর অপমান ।

বুধ । কেন ? আপনি ত ব’লেছেন—‘সে জন্য তাঁর কোনও মনোমালিন্য জন্মে নাই, এবং আমাদের সহিত তাঁর যে প্রণয়—সে অচ্ছেদ্য’ ।

সূর্য্য । আজ্ঞে হাঁ—তাইই তিনি ব’লেছিলেন ; এবং আরও ব’লেছিলেন—‘আপনি যদি সেই প্রণয়ানুরোধে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বগণসহিত অম্বর নগরেই চিরকাল বাস করেন, সেবয়রাজ সুখের অবধি দেখ্‌বেন না’ । এবং জিজ্ঞাসা ক’রেছিলেন—‘সে অবস্থায় প্রত্যহ পাঁচ শত মুদ্রা হ’লে আপনার দৈনিক ব্যয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হ’তে পারে কি না’ ? অতএব এ প্রশ্নের কি উত্তর ?

বুধ । এ ‘প্রশ্ন’ আমাদের পক্ষে একেবারেই অসহ্য এবং এর উত্তর তার পক্ষেও একেবারেই সাঙ্ঘাতিক । এর অর্থে আমরা যাবজ্জীবন জয়-সিংহের বৃত্তিভোগী বন্দী হই ।

সূর্য্য । হন, এবং তাইই তিনি ক’র্‌বেন—অভিপ্রায় ক’রেছেন ।

বুধ । (সবিস্ময়ে) ‘তাইই তিনি ক’র্‌বেন’ ! চিরদিনের পরম বান্ধব সেবয়রাজ জয়সিংহ অকারণে বা তুচ্ছ কারণে গৃহাগত জাত-বিশ্বাস আত্মীয়-জনকে নিগ্রহ ক’র্‌তে অভিপ্রায় ক’রেছেন’ !

সূর্য্য । ‘ক’রেছেন’—আমাদের স্থির বিশ্বাস ।

বুধ। আপনাদের যা 'বিশ্বাস'—বুধসিংহেরও তাই; তথাচ—এই ব্যঙ্গোক্তি ভিন্ন নিশ্চিত প্রমাণ কিছু—

সূর্য্য। এই নিন্; (পত্র বাহির করিয়া) এই পত্রখানি সেবয়রাজ দেবসিংহকে লিখেছিলেন, দেবসিংহ ইহা বীরসিংহের নিকট পাঠা'য়ে দিয়েছিলেন, বীরসিংহ আবার মহারাজের গোচরার্থে ইহা এখানে প্রেরণ ক'রেছেন। প'ড়ে দেখুন—দুষ্ট সেবয়রাজের অভিসন্ধি কি!

বুধ। বটে! (পত্র গ্রহণ ও পঠনান্তর) অ্যাঁ! তবে সত্যই! 'চির অতিথি'—বন্দী! আমাকে বন্দী! (মহাক্রোধে উত্থান পূর্ব্বক অসি উলঙ্গ করিয়া) কী!—

মৃত কি আমি রে তবে? চৌহান-ঈশ্বর
হ'য়েছে কি বীর্য্যহীন? নাহি জানে কিরে,
প্রচণ্ড ইস্পাতময় অসিদেব এই
বৈরীবক্ষোরুধিরলোলুপ, তৃপ্তি এর
বিধান করিতে—বুধসিংহ? এখনি সে
কীটাধমে আমি— (বেগে নিষ্ক্রান্ত)

সকলে। (সত্রাসে) অত্যাহিত ক'র্‌বেন না, মহারাজ; অত্যাহিত ক'র্‌বেন না, অত্যাহিত ক'র্‌বেন না,—(বলিতে বলিতে নিষ্ক্রান্ত)

মহাক্রোধে উন্মত্তভাবে প্রবেশ পূর্ব্বক

পদ্মাবতী। কী—জয়সিংহ! আমার উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে তুই হররাজকে বন্দী ক'র্‌তে চাস্? শৃগাল হ'য়ে তুই সিংহকেও বদ্ধ ক'র্‌তে দুরাশা করিস্? কাপুরুষ, একি শস্ত্রবিহীন বিজয়সিংহ রে? মূঢ়, জানিস্ না?—

বুধসিংহ মহাযোদ্ধা অসি অস্ত্র তাঁর;
ঠগ-চূড়ামনি তুই, তোর শস্ত্র সার—
শঠতাই; দ্যাখ্ তবে, তুই অন্তঃখল,
এখনি সে অসি তাঁর সূর্য্য-সমুজ্জ্বল
শতধা করিবে তোর শঠতা ছেদন।
শোণিতে হইবে তোর ধৌত নারীগণ॥

ওরে দুরাত্মা ভ্রাতৃঘাতী মহাপাতকী, কার সাধ্য তোকে এ খন রক্ষা ক'র্‌বে ?

সংহারের যোগ্য পাপী, যাও মহারাজ।
পারি নাই আমি যাহা—পার তুমি আজ ॥
ছিন্ন শির আন তার ধরি বাম হাতে।
চূর্ণিব তাহারে আমি—এই পদাঘাতে ॥ (ভূমে পদাঘাত)

(দর্শনান্তর) হা ধিক্ ! হ'ল না ! মহারাজকে যেতে দিল না ! ঐ যে সকলে ধরাধরি ক'রে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আ'স্‌ল ! হাঃ ! হৃদয়, তোর পরিতৃপ্তি আর হ'ল না ! (নিষ্ক্রান্তা)

নেপথ্যে। কেন আপনারা আমায় ধরেন ?—

বুধসিংহকে লইয়া সকলের পুনঃ প্রবেশ।

বুধ। কেন প্রতিরোধ করেন ? ছেড়ে দিন্, জয়সিংহ আমার পরম বান্ধব, আমি স্বয়ং গিয়ে তার প্রশ্নোত্তর প্রদান ক'র্‌ব ; আমার সঙ্গে তার যে 'প্রণয়'—সে 'অচ্ছেদ্য', অতএব তার (সুদর্পে)—

কণ্ঠে ধরি সুখস্পর্শ হ'য়ে বাহুপাশ।
প্রত্যুত্তর দিবে তারে—এই চন্দ্রহাস ॥

মন্ত্রযোধ। মহারাজ, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন ;—

বুধ। (দৃঢ়গর্ব্বিত স্বরে) 'ধৈর্য্য ? আমি 'ধৈর্য্যাবলম্বন' ক'র্‌ব ? 'ধৈর্য্য' কার জন্য ?

মৃতের নিমিত্তে 'ধৈর্য্য' 'ধৈর্য্য' অবলার।
কাপুরুষ ভীরু যেই—'ধৈর্য্যগুণ তার ॥
তাদেরি প্রবোধ 'ধৈর্য্য' তাদেরি আশ্রয়।
সহায় সম্পদ বন্ধু তাহাদেরি হয় ॥

তাই কি এ বুধসিংহ—হরঅধিরাজ ?
হরাবতীবাসী সব তাই কি রে আজ ?
তাই কি বিশালদেব-বংশ সুবিশাল ?
সত্য যদি, ধিক্ হরে—ভারত-জঞ্জাল !!

সকলে। তা নয় 'বিশালদেব-বংশ সুবিশাল'। (গর্ব্বিতস্বরে)
হরপুত্র কভু নয় 'ভারত-জঞ্জাল'॥

বুধ। 'নয়' যদি, কোথায় 'ধৈর্য্য' তবে? দেখান,
মস্তক এখনি আমি ছেদিব তাহার
শিলাশিত নিষ্কোষিত এই তরবারে।
'ধৈর্য্য'! 'বন্দী' হবে বুধসিংহ—সেবয়ের!
আজ্ঞাবহ করপ্রদা—অম্বর রাজ্যের—
হবে হরাবতী! তবু 'ধৈর্য্য'! হোঃ! সহে না!
চলুন, করুন ইঙ্গিত শিবির-স্থিত
শার্দ্দূলদিগকে, সসজ্জ তারা হউক
ত্বরায়—যান্,—

সমর। ব'স্‌তে আজ্ঞা হোক্, মহারাজ, স্থির হন্; (সদর্পে)
কার সাধ্য 'বন্দী' করে বুন্দীর ঈশ্বরে?
'হরাবতী করপ্রদা' কার সাধ্য করে?
জনশূন্য অদ্যাপিও হররাজ্য নয়।
মহারণ্যে পরিণত অদ্যাপি না হয়॥
অদ্যাপি অসুরত্রাস অধিবাসী তার।
'আজ্ঞাবহ' করে তারে সাধ্য আছে কার?

সকলে। 'অদ্যাপি অসুরত্রাস অধিবাসী তার। (সদর্পে)
আজ্ঞাবহ করে তারে সাধ্য আছে কার?'

বুধ। কারো নাই পৃথিবীতে। চলুন সত্বরে,
দেশ-শত্রু বিনাশিতে হুহুঙ্কারভরে
পশিগে ঝটিকাবেগে অন্তঃপুরে তার—
দুরন্ত ত্রিশত হর শূরবীর-দলে,
লঙ্ঘিয়া প্রাচীর কিম্বা ভাঙ্গি পুরোদ্বার,
সংহারি প্রহরীকুলে ভল্লাস্ত্র-প্রহারে।
আসিগে শিবিরে ল'য়ে জয়শব্দ ভরে
মুহূর্ত্তে ত্রিশত খণ্ডে খণ্ডি দুরাত্মারে।

বিচারের আর নাই প্রয়োজন ; ভল্ল
ভল্ল—আমার ভল্লাস্ত্র ;— (পরিক্রমণোদ্যত)

সূর্য্য । নিবেদন এক, (বাধা দিয়া সবিনয়ে)
মহারাজ !—

বুধ । কি—শীঘ্র ? পান্থ-দ্রোহী তরক্ষু
সেবয়—খল ; মত্ত মাতঙ্গ হরপুত্র ;
পারে নাকি ভীম চরণে মর্দ্দিতে—শির
সেই তরক্ষুর—মাতঙ্গ হেলায় ?

সকলে । হো-ও ! (সদর্পে)
'পারে ভীম চরণে মর্দ্দিতে—শির সেই
তরক্ষুর—মাতঙ্গ হেলায়' ।

বুধ । 'পারে' যদি,
কি হেতু এখনি তবে বৃংহিতনিস্বনে
ধাইব না পারিবারে ? পাঠাব না মোরা
বিবরে বিলীন সেই হিংস্র দুরাচারে—
কৃতান্ত-নগবে ? মহা প্রলয় সাধন
কেননা করিব আজ, এই নিশাকালে,
তরক্ষুর কুলমাঝে ? কার অনুরোধ—
শৃগাল কুক্কুরে আর শকুনি পিশাচে,
রাক্ষসে পিশিতপ্রিয়ে, নিশীথ সময়ে,
নাহি দিব মহাভোজ সমাংস রুধিরে
তাহাদের ? শূরবীর হরসূনু সব,
তাদের করিবে বদ্ধ রুদ্ধ কারাগারে—
জয়সিংহ ! ধিক্ ! ধিক্ ! সহে কি কখন—
এ হেন শক্রর স্পর্দ্ধা চৌহান-শোণিতে ?

সকলে । হোও ! সহে না কখন—'এ হেন শক্রর (সদর্পে)
স্পর্দ্ধা চৌহান-শোণিতে' ।

বুধ । নাহি সহে যদি,

'হর-হর' ঘোর শব্দে ছুটুন সত্বরে ;
বিলম্বে আর কোন্ প্রয়োজন ?—চলুন।
বর্ম্ম বর্ম্ম, চর্ম্ম, হো—আমার বর্ম্ম চর্ম্ম,
শিলাশাণিত তীষণ আমার কুঠার ! (গমনোদ্যত)

সূর্য্য। করিতে সক্ষম মোরা সব—করিলেন (বাধা দিয়া)
অনুমতি যা কিছু আপনি, মহারাজ ;
মোরা করিব ও সব অবশ্য এপুরে।
এরূপ কিন্তু বলে—

বুধ 'এরূপ কিন্তু বলে' ?
'এরূপ' সেরূপ আর সুরূপ কুরূপ
বল—দেশ-শত্রু নাশিবার কালে—দেশ-
ভক্ত মানবের ? সবরূপ বলে নর
সক্ষম দলিতে, শতগুণ বলাধিক
অরি যে দুর্ম্মতি—দেশদ্রোহী আততায়ী,
তারেও সম্মুখ রণে।

সূর্য্য সত্য ; সত্য পুনঃ—
প্রধান সাধন শৌর্য্য বৈরী-বিজয়ের।
অতিশয় অল্প কিন্তু আত্মপক্ষ যদি
পর পক্ষ হ'তে, সে শৌর্য্যের ফল হয়
আত্ম-বিনাশই—বৃথা !

বুধ। ভাল, তাই হবে ;
লভিব 'বিনাশ' আমরাও ; সহিব কি,
'বিনাশের' ভয়ে, শত্রুর স্পর্দ্ধা—আমরা ?
'বিনাশকে' ডরায় কি কভু—হরপুত্র ?
স্বর্গদ্বার মুক্ত ওই , ওই স্বর্গপুরে—
যাব চ'লে, রসাতলে পাঠাইয়ে দিয়ে
দেশ-শত্রু সেবয়েরে স্বগণ সহিতে।

হরাবতী অধিকৃত কার সাধ্য করে,
থাকি বা না থাকি মোরা এই ধরাতলে ?

সূর্য্য। সত্য তাও যদি, কি হবে এদিকে কিন্তু—
'স্বর্গপুরে' গেলে মোরা ? পাটেশ্বরী তব
পদ্মাবতী—কি গতি হইবে তাঁর ? হায় ! (কাতরস্বরে)
দিব্যচক্ষে ওই আমি দেখিতেছি, দেব,
শত্রু-হস্তগতা বুন্দীশ্বরী ! সেবয়ের
বধোদ্যমদোষে—দোষিণী ! শৃঙ্খলাবদ্ধা
সেই অপরাধে—লৌহশলাকাবেষ্টিত
ঘোর কারাগার-মাঝে—দুঃখিনী ! ভাসিছে,
দেখুন ঐ, অভাগীর নয়নের জলে—
কারাতল ! বরষিছে উপহাসরাশি
চৌদিকে দর্শকবৃন্দ,—মহারাওরাজা
(শুনুন কহিছে একজন) বুধসিংহ
চৌহান-ঈশ্বর, পাটেশ্বরী এই তাঁর
পদ্মাবতী ! মহাবীর (কহিছে অপরে)
ছিলেন ত বুধসিংহ অজেয় ভারতে ?
সত্য বটে (শুনুন কহিছে—অন্যজন)
ছিলেন সে বুধসিংহ—বীর, কিন্তু তাঁর
হয় নাই সাধ্য নিজ রমণী রক্ষিতে—
শত্রুহস্ত হ'তে ! পরিচয় শূরত্বের
তাঁর—বিদ্যমানা, দেখ এই যে সম্মুখে,
অনাথিনী—অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী তাঁর পত্নী
পদ্মাবতী ! একার্দ্ধ যদ্যপি তাঁর গত
পরলোকে, অপরার্দ্ধ হেথা এই রুদ্ধ
কারাগারে ! বন্দীভূত বুধসিংহ স্বয়ং—
হেনরূপে !

বুধ। হো-ওঃ ! আর না, কাকা, আর না !

সূর্য্য। কহিছে, শুনুন দেব, ওই যে ওদিকে
একজন,—উদ্ধারিলা সূর্য্যবংশ্য রাম
জয়লব্ধা ভার্য্যা তাঁর জানকীরে—বধি
লঙ্কেশ্বরে; চন্দ্রবংশ্য ভীমার্জ্জুন দোঁহে
জয়দ্রথ হস্ত হ'তে রক্ষিলা বিক্রমে
তাঁদের বিজয়লব্ধা ভার্য্যা দ্রৌপদীরে;
কিন্তু ধিক্! নিস্তেজ এ অগ্নিকুলোদ্ভব—
কাপুরুষ বুধসিংহ! জয়লব্ধা * তাঁর
ভার্য্যা এই পদ্মাবতী, স্বেচ্ছাক্রমে' তাঁরে
বিসর্জ্জিয়া শত্রু-হস্তে গিয়াছেন তিনি—
অক্ষম (শুনুন কহিছে ওই) নরকে!

বুধ। হো—হো-ওঃ! আর না আর না, কাকা, আর না;
হৃন্মর্ম্ম আর না মোর করিবেন, দেব,
বিদার—দারুণ তব বাক্‌শল্যচয়ে
শাণিত! করিব আমি—বলিবেন যাহা
আপনি, চলিব এবে—চালাবেন মোরে
যে পথে সুপথ ব'লে। হো-ও, বুধসিংহ!
ধাওরে তেমতি তুই করি হুহুঙ্কার—

* সম্রাট আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর, ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য লাভের জন্য তদীয় পুত্রদ্বয় আজিম ও মোয়াজিম সমরে প্রবৃত্ত হন। রাজপুতানার প্রায় সমুদায় ক্ষত্রিয়রাজগণ কেহ আজিমের কেহ মোয়াজিমের পক্ষ অবলম্বন করেন। বুন্দীরাজ বুধসিংহ মোয়াজিমের পক্ষে ছিলেন। 'ঢোলপুর' নামক স্থানে সেই কুরুক্ষেত্রোপম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। বহুক্ষণব্যাপী ঘোর সংগ্রামের পর মোয়াজিম পরাজিতপ্রায় হইলে, একমাত্র সসৈন্য বুধসিংহের অলোক-সামান্য অদ্ভুত বীরত্ববলে তাঁহার সম্পূর্ণ জয় লাভ হয়, এবং অসংখ্য ক্ষত্রিয় ও মুসলমান যোদ্ধার সহিত আজিম সপুত্র নিহত হন। মোয়াজিম জয়োল্লাসে দিল্লীর সিংহাসনে অধি-রোহণ করিয়াই, ষোড়শোপচারে সসৈন্য বুধসিংহের বিজয়ী ভুজযুগলের পূজা করেন। অম্বররাজ জয়সিংহের এক নিরুপম রূপলাবণ্যবতী বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিলেন; সেই কন্যা ইতিপূর্ব্বে এই মোয়াজিমের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইয়াছিলেন। মোয়াজিম এখন সেই স্ত্রীরত্নের প্রতি নিজদাবী একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, পুরস্কারস্বরূপ বুধসিংহকে প্রদান করেন। বুধ-সিংহও স্বীয় বীর্য্যলব্ধা 'মূর্ত্তিমতী বিজয়লক্ষ্মী' জ্ঞানে সাদরে তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন।—টড্।

যে দিকে চালিত হ'স্ ; কুম্ভস্থল তার
সহসা বিদীর্ণ হ'লে দারুণ ঘাতনে
অঙ্কুশের, ছাড়ি ঘোর বৃংহিতনিস্বনে
সেই দিকে ধায়—হয় যে দিকে চালিত
মত্ত যূথপতি যথা মরমে পীড়িত !

(দৃঢ়গর্ব্বিতস্বরে) হো-ও ! ঢোলপুরের সেই বীরজনভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সমরক্ষেত্রে, প্রথম-যৌবন বুধসিংহের এই অজেয় ভুজবীর্য্যবলে লব্ধা 'মূর্ত্তিমতী বিজয়লক্ষ্মী'—সুতরাং তার পরমা সোহাগিনী পাটেশ্বরী পদ্মাবতী ! তাঁর তাদৃশী দুরবস্থা ক'র্তে পারে, ত্রিজগতের মধ্যে এমন শক্তিশালী বীরপুরুষ কে আছে ?

কেশরী ! এবং কার সাধ্য ? (সদর্পে)

হরবীর্য্যে জাতা　　যতদিন জীবে
বালিকাও একা　　হরাবতী দেশে ।
কুলবতী যোষা　　থাকে কোন্ কীটে
ততদিন তার　　বন্দিনীর বেশে ?

সূর্য্য। তবে, মহারাজ, প্রস্তুত হন—চলুন।

বুধ। কোথা—য় ?

সূর্য্য। স্বীয় রাজধানী বুন্দীনগরে—স্বদেশে।

বুধ। 'স্বদেশে' ! হোঃ !

শিরে ধরি শত্রুদত্ত দারুণ স্পর্দ্ধায়,
নিরাপত্তে দেশে যাবে চৌহান-সন্তান !
উদরে উদ্গার বিনা জীর্ণ করি, হায়,
গর্ব্বিত বিপক্ষকৃত ঘোর অপমান !!

হা ধিক্ ! ধিক্ !

সূর্য্য। (গর্ব্বিত স্বরে) হো-ও ! মহারাজ,—

শিরসে শত্রুর 'স্পর্দ্ধা' করিতে বহন।
জানে না—শেখে না কভু হরপুত্রগণ ॥

নিস্তেজ তাদের অতি জঠর-অনলে।
'অপমান জীর্ণ' কভু না হয় ভূতলে ॥

মহারাজ, আমরা এখন স্বদেশে গিয়ে প্রয়োজনীয় বলবাহন সংগ্রহপূর্ব্বক ত্বরায় প্রত্যাগমন ক'র্‌ব ; এবং ত্বরায়—

রসাতলে দিয়া এই কুশাবহদল,
ধরায় প্রোথিত করি সেবয়রাজায়।
সিংহনাদে পূর্ণ করি গগনমণ্ডল,
বিজয়-উৎসবে যাব বুন্দী পুনরায় ॥

সকলে। 'সিংহনাদে পূর্ণ করি গগনমণ্ডল, (সদর্পে)
বিজয়-উৎসবে যাব বুন্দী পুনরায়।'

সূর্য্য। আমাদের পরামর্শ এই ; এখন মহারাজের যা অভিরুচি।

বুধ। এই যদি আপনাদের 'পরামর্শ' হয়, তবে আর আমার কোনও আপত্তি নাই, আর তিলার্দ্ধ বিলম্বেরও প্রয়োজন নাই, এখনি চলুন—

রুধিরে রঞ্জিত পথ সৃজিয়া শোভন।
কুশাবহকুলবন করিয়া ছেদন ॥

হো! অস্ত্র অস্ত্র! কেশরীসিংহ, আমার অস্ত্র শস্ত্র—আমার শিরস্ত্রাণ—আমার ভীমঘোষ মহাশঙ্খ ; (কেশরীসিংহ নিষ্ক্রান্ত) মহারাজ মরুযোধসিংহ, যান ; মহারাজ সমরসিংহ, মহারাজ প্রাগসিংহ, অনুগমন করুন—সত্বর, সত্বর সৈন্যদিগকে ব্যূহিত,—মহিষি, ত্বরায় প্রস্তুত,—আমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই,—'হঞ্জা' 'হঞ্জা'—প্রতিহারী, আমার ঘোটকরাজ 'হঞ্জা',—

বীরবেশে প্রবেশপূর্ব্বক—প্রতিহারী

বদনসিংহ। জয় হোক্, মহারাজ ; আজ্ঞে 'হঞ্জা' শিবিরদ্বারে প্রস্তুত।

পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক

কেশরী। এই অস্ত্র শস্ত্রাদি, মহারাজ। (সমুদায় প্রদান)

বুধ। (গ্রহণ পূর্ব্বক সজ্জিতে হইতে হইতে) রাজগণ, যান্, ত্বরায় ব্যূহ-নির্ম্মাণ ;—আমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই—

প্রাগসিংহ। আজ্ঞে সুরতানসিংহ প্রভৃতি হয় ত এতক্ষণ ব্যূহ-নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা ক'রেছেন।

বুধ। আ—ধন্য! আপনারা তবে পূর্ব্বেই সমুদায় সুশৃঙ্খলা ক'রেছেন!

বীরবেশে প্রবেশ পূর্ব্বক—দূত

সুবল। জয় হোক্, মহারাজ; আজ্ঞে ইরাবতীর শার্দ্দূলগণ ব্যূহিত, এবং 'হঞ্জা' প্রভৃতি সজ্জীভূত বাজীরাজগণ শিবিরদ্বারে দণ্ডায়মান।

বুধ। উত্তম।

সূর্য্য। আজ্ঞে চক্রব্যূহ বিরচিত হ'য়েছে, কেশরীসিংহ, মর্যোধসিংহ, সমরসিংহ ও প্রাগসিংহ যথাক্রমে তার পুরোভাগ, পশ্চাদ্ভাগ ও পার্শ্বদ্বয় রক্ষা ক'র্‌বেন। আর সুরতানসিংহ, গগনসিংহ, প্রতাপসিংহ ও আমি ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রস্থিত সস্ত্রীক মহারাজের পৃষ্ঠে, পার্শ্বদ্বয়ে ও সম্মুখভাগে অবস্থান ক'র্‌ব। মহারাজ, প্রয়োজনানুরোধে বাধ্য হ'য়েই আপনার অজ্ঞাতসারে ও বিনা অনুমতিতে এইরূপ শৃঙ্খলা আমরা ক'রেছি; এখন যা আপনার অনুমতি।

বুধ। সাধু 'শৃঙ্খলা'! যা আপনারা পরামর্শ ক'রে ক'রেছেন, তাতে পরিবর্ত্তন বা সংশোধনের যোগ্য কিছুই নাই। সুবলসিংহ, যাও—মহিষী ও দাসীদ্বয়কে অশ্বারূঢ় ক'রে ত্বরায় ব্যূহমধ্যে যথাস্থানে,—প্রতিহারী, সঙ্গী হও এবং ত্বরায় মহিষীর ব্যূহিত হবার সম্বাদ—যাও। (সুবলসিংহ ও বদনসিংহ নিষ্ক্রান্ত)

সূর্য্য। মহারাজের আদেশ বিনা আর একটী কার্য্য আমরা ক'রেছি।

বুধ। কি—শীঘ্র? আমি প্রস্তুত—হো!

সূর্য্য। যে রাত্রে জয়সিংহের দারুণ দুরভিসন্ধির প্রথম আভাস পাই, সেই রাত্রেই যুবরাজ কেশরীসিংহকে বুন্দীনগরে প্রেরণ ক'রেছিলাম।

বুধ। কি উদ্দেশ্যে?

সূর্য্য। স্ত্রীগণ রাজপুত্রদ্বয় ও ভাণ্ডারস্থ সমুদায় ধনরত্নাদি সহিত মহিষী পুষ্পবতীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করা হ'য়েছে। কেশরীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলাম ব'লে, এসব ঘটনা এতদিন আপনাকে জ্ঞাত করা হয় নাই।

বুধ। আপনি দীর্ঘদর্শী, কিন্তু অতি সতর্ক! যদি আমরা এখানে হত হই, যদি বুন্দী জয়সিংহের হস্তগত হয়, তবে আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদরের জলপিণ্ডের সংস্থানটা রেখেছেন! কিন্তু কোন্ কীটের সাধ্য আমাদিগকে এখানে হত করে? কোন্ পতঙ্গের সাধ্য, হরপুত্র বিশ্বাসঘাতক না হ'লে, বীরসিংহ, দলিলসিংহ,বাঘসিংহ,বিক্রমসিংহ,অজিতসিংহ, অভয়সিংহ প্রভৃতি মহামহাবীরগণরক্ষিত বুন্দী হস্তগত ক'র্‌তে পারে? যা ক'রেছেন—উত্তম; কিন্তু ক'র্‌বার কিছুমাত্রও প্রয়োজন ছিল না। যা হোক্—ভবিষ্যৎ অন্ধকার! আমি প্রস্তুত—হো!

পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক—দূত

সুবল। আজ্ঞে পরিচারিকাদ্বয় সহ মাতা ব্যূহমধ্যে যথাস্থানে—

বুধ। উত্তম; আপনারা তবে প্রস্তুত? আর অপেক্ষা কিসের?

সকলে। রাজাজ্ঞার।

বুধ। আর অপেক্ষা নাই; হরাবতীর বীরপুত্রগণ,চলুন; (ভীমগম্ভীরস্বরে)

কারাগৃহ ভাঙ্গি ঘোর শার্দ্দূল নিকর
যূথবদ্ধ—ধায় যথা দুর্নিবার বেগে
গহন কানন-মুখে জন্মস্থানোদ্দেশে,
ভরিয়া অম্বরদেশ, বিত্রাসিত করি
বৈরীদলে—ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জনে,
সাধিয়া সংহারকার্য্য নিমেষে চৌদিকে;
অম্বর ভাঙ্গিয়া, হর চৌহাননিকর,
ধাও রে তেমতি আজ হরাবতী-পানে।

সকলে। 'অম্বর ভাঙ্গিয়া, হর চৌহাননিকর, (ভীমস্বরে)
ধাওরে তেমতি আজ হরাবতী-পানে'।

(যুগপৎ অসিসকল নিষ্কাসন ও আস্ফালনের সঙ্গে সঙ্গে)

হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা-র!

(বীরদর্পে সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অম্বরের রাজসভার সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ চত্বর। সময়—সেইরাত্রি।

উলঙ্গ অসিহস্তে প্রহরীনায়ক রাওবৎ বলাইসিংহের প্রবেশ।

বলাইসিংহ। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) অহো!—
স্তব্ধ চতুর্দ্দিক! দ্বিতীয়প্রহরা নিশি!
ভীমকান্ত শান্তিপ্রদ সুগম্ভীরতম
এ সময়! ভাসিতেছে, দূর জনপদে,
সঙ্গীতলহরী মাত্র নৈশ সমীরণে!
নাচিতেছে হাসি হাসি প্রমোদে মাতিয়া
সিতদ্যুতি সুধানিধি সুনীল গগনে—
তারাবলী-মাঝে; নাচিছে সে তারাগণ!
প্রকৃতি সুন্দরী বসি ধরণীর কোলে—
সুধামাখা হাসিরাশি ঢালিছে চৌদিকে!
অভিষিক্ত হ'য়ে যেন অমৃতের ধারে
যেতেছে বসুধাতল—সুনির্ম্মল ওই
সুধাংশুর সুধাময় বিমল কিরণে!
শোভনতম আ—এ সময়! প্রীতিপ্রদ
নয়ন মনের! শান্তি শান্তি! গাঢ়তম
শান্তি ভিন্ন কি আর সম্ভবে—এ সময়ে!

(নেপথ্যে, বহুসঙ্খ্যক শঙ্খধ্বনি।)

বলাই। (চমকিত হইয়া) কি কি—অ্যাঁ! ব্যাপারখানা কি? শঙ্খধ্বনি কোথায়? এই নিস্তব্ধ নিশীথ রজনীযোগে অসঙ্খ্য রণশঙ্খের ভীষণ নিনাদ—

(পুনর্নেপথ্যে, বহুলোকের স্বরে, ভীমরবে)
'অম্বর ভাঙ্গিয়া, হর চৌহাননিকর,
ধাওরে তেমতি আজ হরাবতী-পানে'।

হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা—র!

বলাই। ঐ যাঃ! চৌহানদল বিদ্রোহী হ'য়ে ছুটেছে! ও-হোঃ! কি ক'র্‌ল রে কি ক'র্‌ল! (বেগে পরিক্রমণ)

নেপথ্যে। সর্ব্বনাশ ক'র্‌ল রে সর্ব্বনাশ ক'র্‌ল! কে আছ, ভোঃ? চৌহানগণ বিদ্রোহী হ'য়ে ছুটেছে! গেল গেল গেল,সব গেল! সব গেল!—

উলঙ্গ অসিহস্তে বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক—প্রহরীনায়ক

কানাইসিংহ। হো,—কোথায় কোথায়? মহারাজ কোথায়? আমি মহারাজ—

পুনর্নেপথ্যে। ওরে কি হ'ল রে কি হ'ল?

প্রতিহারীসহ উলঙ্গ অসিহস্তে মহারাজ জয়সিংহের বেগে প্রবেশ এবং প্রহরীদ্বয় সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান।

জয়সিংহ। (ব্যস্তভাবে) কি হ'ল? কি গেল? শঙ্খধ্বনি কোথায়? সিংহনাদ কাদের?

কানাই। (যুক্তকরে) আজ্ঞে সর্ব্বনাশ 'হ'ল'! সব 'গেল'! 'শঙ্খধ্বনি' নগরের বাহিরে! 'সিংহনাদ' হরচৌহানদের!

জয়। (সক্রোধে) 'হরচৌহানদের'!—নফর; (ছেদনোদ্যত)

কানাই। (সভয়ে) আজ্ঞে! আজ্ঞে! (সঙ্কুচিতশরীরে পশ্চাতে হটিয়া) আজ্ঞে 'নফর' যা দেখেছে, তাই রাজপদে নিবেদন ক'চ্ছে—চৌহানেরা বিদ্রোহী হ'য়ে, অম্বর ভেঙ্গে উৎসন্ন ক'রে হরাবতী অভিমুখে ছুটেছে!

জয়। কী! ক্ষুধার্ত্ত সিংহের গ্রাস হ'তে মৃগগণের পলায়ন!

কানাই। (আরও পশ্চাতে হটিয়া) আজ্ঞে 'মৃগগণ'ও মৃগয়া ক'র্‌তে ক'র্‌তে পালাচ্ছে,—চৌহানদের প্রথম সিংহনাদে জাগরিত হ'য়েই মহারাজ দেবীসিংহের অধীন পাঁচশত কুশাবহশূর নিমেষ মধ্যেই তাদের

গতিরোধ ক'রেছিল, এবং তাদের 'স্যাঙ্গ্' ও 'সিরোহীর' * বাতাসে নিমেষ মধ্যেই আবার দীর্ঘসুষুপ্তি লাভ ক'রেছে! তাতেই চৌহানদের এই ভীষণতর জয়ধ্বনি! হা দেবোপম মহারাজ দেবীসিংহ!

জয়। কী! জয়সিংহ পরাজিত! বুধসিংহের নিকট! কৌশলে, তৎপরে শৌর্য্যে! (উচ্চ গম্ভীরস্বরে) হো-ও, টিকারা! টিকারা! কানাইসিংহ, নহবৎখানার শিখরস্থ দিঙ্মণ্ডলনাদিনী টিকারা! (কানাইসিংহ নিষ্ক্রান্ত) দলিলসিংহের নিকট এখনি,—কালি কালি—কালি কলম কাগজ, প্রতিহারী! (প্রতিহারী নিষ্ক্রান্ত) কী! জয়সিংহের উপরেও চাতুরী! মূর্খ, জয়সিংহকেও প্রতারণা! হো!—

কভু কি সক্ষম হবি পলাইতে বলে,
এড়াইয়া রণচণ্ডী ভবানীর গ্রাস,
ছাগকুল? কি সাধ্য তোদের পলাইতে?
বলি দিতে এখনি ধাইবে তোদিগকে—
শত শত যোধবৃন্দ। হা ধিক্! যতনে—
সাধিছে তোদের নিত্য কুশাবহদল
সন্তোষ, সুহৃদ্‌যোগ্য আতিথ্যবিধানে;
কৌশলে, কৃতঘ্ন, বধি তাদের অধীশে—
নারীহস্তে, নারী তোরা বিশ্বাসঘাতিনী,
লভিবি অম্বর রাজ্য? নতুবা পলাবি
প্রাণভয়ে আর্ত্তস্বরে নিশীথিনী-যোগে?
জঘন্য, হা ধিক্, তোরা—জীবকুলাধম!

লিখনোপকরণহস্তে পুনঃপ্রবেশ পূর্ব্বক

প্রতিহারী। এই কালি কলম কাগজ, মহারাজ!

জয়। উত্তম; জয়সিংহ এখনি দলিলসিংহের নিকট পত্র লিখ্‌বে—স্বহস্তেই লিখ্‌বে; এক পত্র তাঁর নিকট প্রথম রাত্রে গিয়েছে, আর এক পত্র এখনি যাবে। বলাইসিংহ,—প্রস্তুত হও,—এখনি তোমাকে তারাগড় দুর্গাধ্যক্ষ মহারাজ দলিলসিংহের নিকট পত্র নিয়ে যেতে হবে।

---

* সিরোহী দেশজাত উৎকৃষ্ট তরবারী ও ভল্লাস্ত্র।—টড্

বলাই। যে আজ্ঞে, মহারাজ,—বলাইসিংহ 'প্রস্তুত'।

জয়। প্রতিহারী!

প্রতি। এই নিন্, মহারাজ। (কাগজ কলম প্রদান পূর্ব্বক দোয়াৎ হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান।)

জয়। (চন্দ্রালোকে পত্রলিখন সমাধা করিয়া) বলাইসিংহ!

বলাই। মহারাজ! (সম্মুখে আগত)

জয়। (পত্র মুড়িয়া) এই লও পত্র, দ্রুতগামী অশ্বারোহণে ত্বরায় প্রস্থান কর। পত্রে এই কথা লেখা হ'ল—বুধসিংহ অম্বর-সৈন্য কর্ত্তৃক অতি ভয়ঙ্কররূপে আক্রান্ত হ'য়েছেন, তাঁর আর নিস্তার নাই। দলিলসিংহ যেরূপে পারেন, অচিরাৎ যেন বুন্দী নগরী হস্তগত করেন। (পত্রদান)

বলাই। যে আজ্ঞে, মহারাজ। (পত্রগ্রহণ)

জয়। জয়সিংহ দলিলসিংহকে স্বীয় জামাতা ক'রে, হরাবতী রাজ্য তাঁকে যৌতুক দিতে অভিপ্রায় ক'রেছে; এবং এই মর্ম্মে এক পত্র দিয়ে, অদ্য সন্ধ্যাকালে বলোদরসিংহ রাওবংকে তাঁর নিকট প্রেরণ ক'রেছে। অতএব যাও, উভয়ে সম্মিলিত হঁ'য়ে অতি সঙ্গোপনে গিয়ে দলিলকে সম্মত কর, এবং যেরূপে পার, কার্য্য সিদ্ধ ক'রে ত্বরায় ফিরে এস।

বলাই। যে আজ্ঞে, মহারাজ,—আর ব'ল্‌তে হবে না। (নিষ্ক্রান্ত)

(নেপথ্যে, উচ্চনাদে টিকারাধ্বনি)

(পুনর্নেপথ্যে বহুলোকের স্বরে, ভীমরবে)

কালি-কালি-কালি-কালি-কালি, জয় শ্মশান-কালী-ই! রণরঙ্গিণী-ই!

(পুনর্নেপথ্যে, বহুলোকের স্বরে, ভীমরবে)

আল্লা হো—আকব্বর, আল্লা-ল্লা-ল্লা-ল্লা-ল্লা—আ-আ!

জয়। (গর্ব্বিতস্বরে) আ! ঐ যে—

অটল মোগল, সিন্ধু-সৌবীর দুর্ব্বার
উঠিছে আয়ুধ হস্তে হুহুঙ্কার রবে,
রোধিতে তোদের গতি, ঢাকিতে ধরায়—
তোদের মস্তকজালে শোণিতকর্দ্দমে,
পশুবৃন্দ! মুহূর্ত্তেকে শুইবি এখনি

রণক্ষেত্রে ; পূতিগন্ধে দূষিবে পবনে
তোদের গলিত শব ! অনল-সংস্কার
কভু না লভিতে লিপ্সা করিস্, দুর্ম্মতি !

উলঙ্গ অসিহস্তে বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক—মন্ত্রী

কেশবদাস। মহারাজ, বিশ্বাসঘাতক বুধসিংহের দারুণ দুরভিসন্ধির এই দ্বিতীয় প্রমাণ।

জয়। মন্ত্রীরাজ, দুরাত্মা চৌহানরাজ জয়সিংহের পাঁচশত কুশাবহ সৈন্য সমেত মহারাজ দেবীসিংহকে নিহত ক'রেছে !

কেশব। এবং মোগল ও সিন্ধী সৈন্যগণকর্তৃক ভীমবলে আক্রান্ত হ'য়ে আপনিও স্বগণসহ এতক্ষণ নিহতপ্রায় হ'য়েছে, সন্দেহ নাই।

জয়। বুধসিংহ জয়সিংহের অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরেছে, নতুবা সহসা তার পলায়নের কারণ কি ?

কেশব। আজ্ঞে দোষীর মন সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকে, সে আপনাকে সংহার ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল—পারে নাই, সুতরাং আপনার নিকট হ'তে তার পলায়নের কারণ যথেষ্টই আছে।

জয়। না, কেশব ; দুর্ম্মতি সূর্য্যসিংহই জয়সিংহের অভিপ্রায় বুঝে গিয়েছিল, জয়সিংহ সে রাত্রে সুবোধের মত কথাবার্ত্তা বলে নাই।

কেশব। সে বৃদ্ধ চৌহান আপনার শ্লেষের মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পারে নাই, পা'র্‌লে সাহস পূর্ব্বক এতদিন কখনই এখানে ব'সে থা'কৃত না। নিশ্চয় সেই মূর্খ ছাগল দেবসিংহই লোক পাঠিয়ে সব রহস্য এখানে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে, এবং তাই শুন্‌বামাত্রই এরা পলায়ন ক'চ্ছে।

জয়। তাও সম্ভব ;—

(নেপথ্যে, বহুলোকের স্বরে, ভীমরবে)
হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা-র !
(পুনর্নেপথ্যে, বহুসঙ্খ্যক শঙ্খের ভীষণ নিনাদ)
(পুনর্নেপথ্যে, বহুলোকের স্বরে, ভীমরবে)
'অম্বর ভাঙ্গিয়া, হর চৌহান নিকর,
ধাওরে তেমতি আজ হরাবতী পানে।'

জয়। হা ধিক্! হা ধিক্!—
আবার—আবার ওই ছুটিল দিগন্তে
চৌহানের শঙ্খনাদ, ভীম জয়ধ্বনি,
আরোহি গম্ভীর এই নিশার সমীরে!
হইল নির্বীর্য্য আজ চিরবীর্য্যবান
অম্বরের যোদ্ধৃদল—সামান্য সংগ্রামে!
ধিক্ রে সৌবীর-শৌর্য্যে, মোগল-বিক্রমে!
কুশাবহ-বীর্য্যে ধিক্! ধিক্ জয়সিংহে!
(চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক উচ্চ গম্ভীরস্বরে)
হো, কোথায়? কোথা এবে কুশবংশ্যগণ?
অচেতন এখনো তাহারা? ভাঙ্গে নাই
এখনো তাদের— ঘুমঘোর? রাজগণ
এখনো নিদ্রিত? ঘোর মহা নিদ্রাগত
অম্বরের একদেশ এবে, অপনীত
এখনো নহিল—নৈশনিদ্রা মূঢ়দের?
ক'রেছে কি অভিলাষ কুলাঙ্গারগণ
রহিতে, চৌহানক্ষিপ্ত ভল্লাস্ত্র-প্রহারে,
গুরুনিতম্বিনী যত বিলাসিনীকুল,
ক্রোড়মধ্যে তাহাদেব চিরসমাহিত?
দুর্গে দুর্গে, প্রতিহারী,—ত্বরায় প্রস্তুত
দুর্গস্থ অসুরত্রাস কুশবংশ্য যত
যোদ্ধৃদলে, যাও—দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে। (প্রতিহারী নিষ্ক্রান্ত)
হো-ও! দ্বিপ্রহরা এই ঘোর নিশাকালে—
(নেপথ্যে, বহুলোকের স্বরে, ভীমরবে)
গুরু-গুরু-গুরু-গুরু-গুরু, জয় "সৎকা পাদ্‌সা গুরুগোবিন্দজী" কি জয়!
(পুনর্নেপথ্যে, বহুলোকের স্বরে, ভীমরবে)
হর-হর-হর-হর-হর, জয় মহারুদ্র শিবরূপী শিবজি কি জয়!
জয়। (গর্ব্বিতস্বরে) আ!

ওই যে—আবার ওই শত প্রসরণে
তোদের, তস্করবৃন্দ, ঘিরিল চৌদিকে—
দুরন্ত নানকপন্থী, মহারাষ্ট্রদল—
সমরে কৃতান্তোপম! দহিবে নিশ্চিত—
পশু তোরা—তোদিগকে, এই নিশাকালে,
জ্বালিয়া সংহারবহ্নি অম্বরহৃদয়ে,
আয়ুধইন্ধনযোগে, প্রতাপপবনে।

বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক

কানাই। থা'ক্‌ল না, থা'ক্‌ল না, মহারাজ, কিছুই আর থাক্‌ল না! হাঃ! মহারাজরুদ্রসিংহের অধীন চারিশত মোগল ও পাঁচশত সিন্ধু সৌবীর সৈন্য যেমন বেগে চৌহানদিগকে আক্রমণ ক'রেছিল, অম্‌নি বেগে তাদের নিশিত খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ধরাতল আচ্ছন্ন ক'রেছে!

কেশব। হা! রুদ্রপ্রতাপী মহারাজ রুদ্রসিংহ নাই?

কানাই। আছেন—স্বরলোকে!

জয়। যা-ক্! স-ব যাক্! (ক্রুদ্ধস্বরে)

সংহারি অরাতিকুলে রক্ষিতে আপনা—
জানে না, পারে না, ধিক্! রাখে না ক্ষমতা
যেই মূঢ়, শীঘ্র তার যাওাই উচিত—
নরকে! গিয়াছে সে রুদ্রসিংহ—যাক্ সে,
সব যাক্—রুদ্রসিংহ আছে হেন যত
এ নগরে, ক্ষোভ নাই কাহারও তায়।
যাও তুমি, কানাইসিং, দেখগে প্রাচীরে।

কানাই। যে আজ্ঞে, মহারাজ। (নিষ্ক্রান্ত)

বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক

প্রতিহারী। মহারাজ, দুর্গ বিভীষিকাময়—অস্ত্র ও অগ্নিতে একেবারে পরিপূর্ণ!

জয়। (সক্রোধে) কার সাধ্য অম্বরের দুর্গ 'অস্ত্র ও অগ্নিতে পরিপূর্ণ' ক'র্‌তে পারে, নফর? (ছেদনোদ্যত)

প্রতি। (সভয়ে) আজ্ঞে! আজ্ঞে! (সঙ্কুচিতশরীরে পশ্চাতে হটিয়া) আজ্ঞে তা নয়; মহারাজ, কুশাবহগণ সর্ব্বায়ুধে সজ্জীভূত হ'য়ে, যুদ্ধোৎসাহে জ্বলন্ত অগ্নিমূর্ত্তি সকল ধারণ ক'রে চতুর্দ্দিকে আস্ফালন ক'চ্ছে, সকলেই ব্যস্ত, সকলেই উন্মত্ত; অশ্বগণের ঘোররবে, যোদ্ধৃগণের হুহুঙ্কারে, অস্ত্র শস্ত্রের আস্ফালন ও ঝান্‌ঝনা শব্দে দুর্গ অতি ভীষণভাব ধারণ ক'রেছে।

জয়। তাই তোমার বলা উচিত ছিল।

নেপথ্যে। হুকুম হুকুম,—

বীরবেশভূষিত ঈশ্বরদাপতি মহারাজ পাহাড়সিংহ, শীর-বরপতি মহারাজ বীরভদ্রসিংহ এবং ভুবরপতি মহারাজ বলভদ্রসিংহের বেগে প্রবেশ।

তিনজনে। মহারাজ, হুকুম।

জয়। (ক্রুদ্ধস্বরে)
কোথায় ছিলেন সব? কুসুমশয্যায়,
আছিলেন হতজ্ঞান মুখামৃত পানে—
উত্তুঙ্গকঠোরস্তনী যুবতীগণের?
ভাঙ্গে নাই মোহঘুম ভীষণ নিনাদে—
কৃতান্তের? মহা প্রলয়-সাধন—

বলভদ্র। (গম্ভীরস্বরে)
হো-ও!
তা নয় তা নয়, দেব; সমরসজ্জায়
ছিলাম উন্মত্ত মোরা সজ্জিত করিতে
বিশালকঠোরবক্ষা রণপ্রৌঢ় যত
কুশবংশ্য যোদ্ধৃদলে—মত্ত বীরমদে।

পাহাড়। মহারাজ! (গম্ভীরস্বরে)
নিনাদ গগনভেদী মোদের ভীষণ।
কৃতান্তের 'মোহঘুম' ভাঙ্গিবে এখন॥

বীরভদ্র। আজ্ঞা দিন্, মহারাজ! (গম্ভীরস্বরে)

চৌহানমস্তককুল করিয়া ছেদন।
চামুণ্ডারে মুণ্ডমালা পরাব, রাজন্॥

জয়। আ—ধন্য! অম্বরপতির বীরশ্রেষ্ঠ বান্ধবগণ!

বলভদ্র। আজ্ঞা আজ্ঞা, মহারাজ, আজ্ঞা; বিলম্বে বৈরীদল অম্বর উৎসন্ন ক'রে দিগ্‌দিগন্তরে গিয়ে প'ড়্বে, আজ্ঞা।

জয়। কত সৈন্যে?

বলভদ্র। দুর্গস্থ আপনার সমুদায় সেনাপতিই স্ব স্ব অধীন সৈন্যগণ সহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত; কিন্তু, মহারাজ, আমরা তিন জনেই যথেষ্ট।

জয়। না, আরও দুইজন—ধূনীপতি মহারাজ ভৈরবসিংহ ও চন্দ্রশীর-পতি মহারাজ মহাসিংহ; এই পাঁচজনের অধীন পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীই যুদ্ধযাত্রা করুক।

বীরভদ্র। তিনশত শত্রুর বিরুদ্ধে পঞ্চাশ শত!

জয়। হোক্, লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। ভাই সকল, বুধসিংহ ও সূর্য্যসিংহ সেবয়রাজের পরম বান্ধব; তারা বিস্মৃতিক্রমে তাকে দেখা না দিয়েই প্রস্থান ক'রেছে; কিন্তু জয়সিংহ তাদের মুখচন্দ্রমাদ্বয় দর্শনার্থ নিতান্ত অভিলাষী হ'য়েছে।

তিনজনে। আমি আমি, মহারাজ, আমি।

জয়। আপনারা পাঁচ জনেই; যিনি জয়সিংহের এই অভিলাষ পূর্ণ ক'র্‌তে পা'র্‌বেন, তিনি রাজপ্রসাদেরও যোগ্য হবেন; যিনি না পা'র্‌বেন, তিনি যেন তাঁর নিজের মুখও আর জয়সিংহকে না দেখান্।

তিনজনে। মহারাজ 'রাজপ্রসাদের যোগ্য' হই, ত্বরায় এসে আপ-নাকে প্রসন্নমুখ দেখাব; অযোগ্য হই, এজন্মে এ ধরাতলে আর আপনি আমাদের দগ্ধমুখ দেখ্‌তে পাবেন না—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা, এবং ভারতীয় ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা অটল।

জয়। (সাহ্লাদে) অহো—ধন্য!—

(নেপথ্যে, বহুলোকের স্বরে, ভীমরবে)

হর-হর হর-হর-হর,　　ব্যম্ কেদা—র!

'অম্বর ভাঙ্গিয়া, হর চৌহান নিকর'
ধাওরে তেমতি আজ হরাবতীপানে।'
(পুনর্নেপথ্যে, বহুসঙ্খ্যক শঙ্খের ভীষণ নিনাদ)

জয়। ওই, আবার ! হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! আবার
লভিল বিজয় বুধসিংহ ! হইল কি,
নিশার সমরে ; বরপুত্র বুন্দীশ্বর
কৃতান্তের ? যান্ শীঘ্র, মহাশূরগণ,
যথা পান—শস্ত্রানলে করুন যাইয়ে
ভস্মীভূত দস্যুরাজে স্বগণ সহিতে।

তিনজনে। যে আজ্ঞে, মহারাজ। (মার মার শব্দে নিষ্ক্রান্ত।)

কেশব। হা চিত্রগুপ্ত ! তুমি কি সুযোগ্য পাটওয়ারী ! মুহূর্ত্ত মধ্যে এত গুলি লোকের পরমায়ুর হিসাব নিকাশ ক'রে ফেল্লে !

জয়। যান্, মন্ত্রীরাজ, ত্বরায় সৈন্যদিগকে ধাবিত ক'রে—

কেশব। যে আজ্ঞে, মহারাজ। (নিষ্ক্রান্ত।)

জয়। মধূক মধূক, প্রতিহারী !

প্রতিহারী। যে আজ্ঞে, প্রভো। (নিষ্ক্রান্ত।)

জয়। (সখেদে) হা ধিক্ !—
হেলায় বধিল তুচ্ছ তিনশত হর,
রাজধানী-অভ্যন্তরে—নিশার সমরে,
অম্বরের শত শত শূরে ! হরভুজে—
এতই কি দিয়াছিস্, পক্ষপাতী বিধে,
বল ? জাগিল, লভিল পুনঃ ভূশয্যায়
মহাঘুম—কুশাবহ, মোগল, সৌবীর,
মার্হাট্টা, নানকপন্থী ! ছেদিতে শকতি
কারো না হইল কিম্বা রোধিতে, অম্বর,
শত্রু তোর ! দেশে তারা গেল বাহুবলে !
হতোদ্যম কভু কিন্তু জয়সিংহ নয়, (দৃঢ়স্বরে)
সাধিবেই মনোরথ তার,—একচ্ছত্রা—

অবশ্য করিবে সব রজঃপূতানারে ;
পূর্ণাহুতি মহোৎসবে অবশ্যই দিবে
অশ্বমেধ-যজ্ঞানলে, করদ করিয়ে—
স্বাধীন সমস্ত রাজ্য, যুঝিল যাহারা
সম্রাট সপক্ষে, জয়সিংহের অধীনে—
সেবয়ের সমুন্নত বৈজয়ন্তীতলে ;
স্থাপিয়া বুন্দীরে সর্ব্বশিরোমণিরূপে।
ভাগ্যসূর্য্য অম্বরের উঠিবে মস্তকে—
এ ইষ্টের সিদ্ধি হ'তে, অথবা সাগরে
হইবে সে সূর্য্য মগ্ন সাধনায় এর ;
দুএর এক জয়সিংহ সাধিবে নিশ্চিত ;—

কানাইসিংহের পুনঃপ্রবেশ।

কি! আবার এসেছ, দুর্ম্মুখ! কি সম্বাদ এনেছ? এই সম্বাদ—মহারাজ, আপনার এত এত সৈন্য চৌহানহস্তে নিহত হ'য়েছে, কেমন, এই না?

কানাই। আজ্ঞে-এ।

জয়। 'আজ্ঞে-এ'! আচ্ছা, উত্তম ; বল—কত সৈন্য? জয়সিংহ তাতে অণুমাত্রও দুঃখিত হবে না—বল ;

কানাই। আজ্ঞে কমূপতি মহারাজ ইন্দ্রসিংহের অধীন তিনশত মহারাষ্ট্র এবং তিনশত নানকপন্থী পাঞ্চালগণ—

জয়। নিহত হ'য়েছে! মহারাজ ইন্দ্রসিংহ নাই! এই ত? উত্তম ; যাক্, তুমি যাও, জয়সিংহ যাক্, সমুদায় অম্বররাজ্য যাক্, জয়সিংহের দৃক্‌পাত নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই,—

প্রবেশ পূর্ব্বক

প্রতিহারী। আজ্ঞে এই মধূক। (প্রদান)

জয়। (গ্রহণ পূর্ব্বক পানান্তে) আ! জয়সিংহের মন ও মস্তিষ্কের আবার সজীবতা-সম্পাদন হ'ল!

(নেপথ্যে, বহুলোকের স্বরে, ভীমরবে)

হর-হর হর-হর-হর, শিব শম্ভো-ও!

জয়। ঐ! অম্বরের যমদূতগণ শক্রর অনুসরণে প্রস্থান ক'র্‌ল। জয়সিংহের দুই সহস্র যোদ্ধা নিহত হ'য়েছে, পঞ্চ সহস্র এই এখন প্রস্থান ক'র্‌ল, আরো দশ সহস্র,—প্রতিহারী, প্রাচীরে; দিঙ্মণ্ডলনিনাদী ভেরী-রবে নগরের চতুর্দ্দিকস্থ জনপদবাসী যোদ্ধৃদিগকে আহ্বান—যাও। (প্রতিহারী নিষ্ক্রান্ত) দলিলসিংহের নিকট দুই পত্র লেখা হ'য়েছে,—যাও, কানাইসিংহ, দ্রুতগামী অশ্বারোহণে ত্বরায় প্রস্থান কর।

কানাই। যে আজ্ঞে, মহারাজ।

জয়। জয়াবতী বয়স্থা, আর তিলার্দ্ধকাল বৃথা নষ্ট করা হবে না। জয়সিংহের প্রথম পত্র পাঠেই দলিলসিংহ সম্মত হবে; শঙ্কাক্রমে যদি না হয়, তার দ্বিতীয় পত্র পাঠে সম্পূর্ণ সম্মত হ'তে আর কিছুমাত্রও ইতস্ততঃ ক'র্‌বে না। তাকে বুন্দী নগরী অধিকার ক'র্‌তে বলা হ'য়েছে, ত্বরায় তার সাহায্যার্থে দশ সহস্র অশ্বারোহী (সরোষে) হো! কানাইসিংহ, এখনো তুমি যাও নি? পাপিষ্ঠ, জয়সিংহের আজ্ঞা অমান্য? কিসের অপেক্ষা? যাও।

কানাই। আজ্ঞে কোথায়? কি উদ্দেশ্যে?

জয়। 'কোথায়' 'কি উদ্দেশ্যে', মূর্খ! কেন? জয়সিংহ তোমায় ব'লে নাই—কানাইসিংহ, যাও, সৈন্যদের অনুসরণ কর, রাজাদিগকে যেখানে পাও, গিয়ে বল—তাঁরা জয়ী হন কিম্বা চৌহানেরাই জয়ী হয়, তাঁরা চৌহানদিগকে সংহার করেন কিম্বা চৌহানেরাই তাঁদিগকে সংহার করে, যে অবস্থায় থাকেন, সেই অবস্থাতেই তাঁরা বুন্দী নগরী অধিকার ক'র্‌তে যাবেন।

কানাই। আজ্ঞে 'চৌহানেরা তাঁদিগকে সংহার ক'র্‌লেও তাঁরা যাবেন'?

জয়। 'যাবেন'; জয়সিংহের আজ্ঞা, কে অন্যথা ক'র্‌বে, নফর? যাও, বল গিয়ে—রজনী প্রভাতেই দশ সহস্র তুরগসোয়ার তাঁদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হবে।

কানাই। যে আজ্ঞে।

জয়। রাজাদিগকে এই কথা ব'লে বায়ুবেগে তুমি বুন্দী নগরে প্রস্থান কর্‌বে, এবং তারাগড় দুর্গের অধিনায়ক মহারাজ দলিলসিংহকে তাঁর সাহায্যার্থ এই সৈন্য প্রেরণের সম্বাদ দিয়ে,ত্বরায় তাঁকে বুন্দী নগরী অধিকার ক'র্‌তে ব'ল্‌বে। তাঁর নিকট পূর্ব্বপ্রেরিত বলোদরসিংহের ও বলাইসিংহের সহিত তথায় তোমার সাক্ষাৎ হবে।

কানাই। যে আজ্ঞে, প্রভো।

জয়। ত্বরায় যাও, এবং তিনজনে সম্মিলিত হ'য়ে অতি সঙ্গোপনে দলিলকে স্বপক্ষে আনয়ন কর, ও বুন্দী অধিকার ক'রে শুভ সম্বাদ সহ ত্বরায় ফিরে এস।

কানাই। যে আজ্ঞে, মহারাজ। (নিষ্ক্রান্ত)

জয়। যাও; জয়সিংহও আর এখানে দাঁড়িয়ে বৃথা কালক্ষয় ক'র্‌বে না, সে এখন স্বয়ং প্রাচীরে যাক্, রজনীমধ্যেই দশসহস্র সৈন্য নগর-বহির্ভাগে একত্রিত করুক, এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তাদিগকে বুন্দী অভি-মুখে পরিচালিত করুক।

(নিষ্ক্রান্ত।)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতসমীপস্থ প্রান্তর, অম্বর হইতে বুন্দী যাইবার পথ। সময়—প্রত্যূষ।

বীরবেশভূষিত মহারাজ বুধসিংহ, সূর্য্যসিংহ, মর্‌যোধ-সিংহ, সমরসিংহ, প্রাগসিংহ, কেশরীসিংহ ও সুবলসিংহের প্রবেশ।

বুধসিংহ। (পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সহর্ষে) অহো!—

কলকাকলীকূজন-কষায়ভাষিণী,
বিশ্বজ্ঞানদায়িনী, শীতসমীরস্নিগ্ধা,
প্রিয়দম্পতিভুজবন্ধ-বিশ্লেষকারা
সুতরাং নিষ্ঠুরা—এসেছে আরক্তা ঊষা!

নেপথ্যে। (বহুসঙ্খ্যক শঙ্খধ্বনি।)

মর্‌যোধসিংহ। যথার্থই 'নিষ্ঠুরা আরক্তা ঊষা' মহারাজ; ঐ শুনুন—

মিথ্যা শৌর্য্য-অভিমানে, সুদূর পশ্চাতে
আসিতেছে বৃথাদর্পে কাঁপা'য়ে ধরায়।
শঙ্খস্বনে স্পর্দ্ধা করি চৌহানের নাথে
দাম্ভিক অরাতিদল উন্মত্তের প্রায়!!

বুধ। বটে! আসুক; হরবীরগণ, শত্রুগণ আগত, এবং এই স্থানেই তাদের সমুচিত সৎকার বিধান কর্ত্তব্য; অতএব কিয়দ্দূর অগ্রসর হ'য়ে ঐ পর্ব্বতমূলে গিয়ে অশ্ব সকল নিবৃত্ত কর।

নেপথ্যে। (বহু লোকের স্বরে) যে আজ্ঞে, মহারাজ। (ভীমরবে)

হর হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা—র!

জয়—হরাবতীর অধীশ্বর মহারাওরাজা বুধসিংহের জয়!

সূর্য্য। হো-ও! জয়লাভ আজ আমাদের নিশ্চিত! শত্রুগণ নিহতপ্রায়! অনুমতি করুন, মহারাজ,—পার্শ্বস্থ এই উচ্চ শৈলশিখরে আরোহণপূর্ব্বক বৈরীদল পর্য্যবেক্ষণ করি।

বুধ। যান্; সুবলসিংহ, সঙ্গী হও।

সুবল। যে আজ্ঞে, মহারাজ। (সুবলসিংহ ও সূর্য্যসিংহের প্রস্থান।)

বুধ। (গর্ব্বিতস্বরে) রে নির্লজ্জ জয়সিংহ, আবার আমাদের অনুসরণার্থও সৈন্য প্রেরণ ক'রেছিস্? ধিক্! কর্, যারা আ'স্বে—আসুক;—

নীরব করিয়া আজ শোয়াবে সবায়,
নীরব মধুরভাষে করিয়া সন্তাষ।
তাদের দেহজলাক্ষারসাক্ত শয্যায়,
বীরপুত্র চৌহানের ভল্লচন্দ্রহাস॥

মর্যোধ। (গর্ব্বিতস্বরে) রে সুদুর্ব্বুদ্ধে সেবয়রাজ, আবার? মূর্খ, জানিস্ নাই?—

রাজধানীমধ্যে তোর, সেই নিশারণে,
হরভল্লঅসিকৃত ঘোর ঝটিকায়।
চৌহানবিরোধী তোর সেই সৈন্যগণে
তৃণরাশি প্রায় উড়ি গিয়াছে কোথায়!!

কেশরী। (গর্ব্বিতস্বরে) নরকে; এবং—

তাদের নিকটে সেই বিচিত্র ভবনে,
ভীষণ ভল্লাস্ত্র-অগ্রে করিয়া ভেদন।
মদোদ্ধত কালপূর্ণ এই সৈন্যগণে
হুঙ্কারে ছুড়িয়া মোরা পাঠাব এখন॥

প্রাগ। (গর্ব্বিতস্বরে) তাই-ই, কেননা—

ধনজনভার্য্যাপুত্রে মমতাবিহীন,
জীবিতে বিগতস্পৃহ কুশাবহগণ।
আসিছে মোদের পার্শ্বে উদাসীন দীন,
ভবার্ণবে মুক্তিদান ভিক্ষার কারণ॥

প্রার্থনা তাদের পূর্ণ করিব সত্বর।
হরপুত্র কভু নয় দাতৃত্বে কাতর॥

সমর। (গর্ব্বিতস্বরে) অতএব মুহূর্ত্ত মধ্যেই—

বৈরীদল-ছিন্নশির মর্ম্মর প্রস্তর
তাদের রুধিরপঙ্কে করিয়া গ্রন্থন।
আমরা স্থপতিচূড়া চৌহাননিকর
মিসরীয় পিরামিড্ গঠিব শোভন॥

এবং সেই পিরামিডের গগনস্পর্শী শিখরাগ্রে আরোহণ ক'রেই তাদের প্রেতাত্মাসকল পরলোকে প্রস্থান ক'র্‌বে।

নেপথ্যে, ঊর্দ্ধে। মহারাজ, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য তীরবেগে অগ্রসর হ'চ্ছে, এবং তাদের অগ্র পশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ পতাকাসমূহের মধ্যে পাঁচটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

বুধ। অতএব অম্বরপতির পাঁচজন সামন্ত রাজা শুভাগমন ক'চ্ছেন।

পুনর্নেপথ্যে। আজ্ঞে সে পত্‌াকা পাঁচটীর বর্ণ যথাক্রমে শ্বেত পীত নীল হরিত ও লোহিত।

মর্‌যোধ। অতএব যথাক্রমে বীরভদ্রসিংহ, বলভদ্রসিংহ, পাহাড়সিংহ, ভৈরবসিংহ ও মহাসিংহ তাঁদের অধীন পঞ্চসহস্র কুশাবহ সৈন্যের সহিত আগমন ক'চ্ছেন।

সমর। এবং এখনি বিশ্বাসঘাতকের গন্তব্য 'রৌরব' নামক পুণ্যতীর্থে প্রস্থান ক'র্‌বেন।

পুনর্নেপথ্যে। মহারাজ, শত্রুগণ বড় অধিক দূরবর্ত্তী নয়, এবং যেরূপ বেগে অগ্রসর হ'চ্ছে, অল্পকাল মধ্যেই আমাদের নিকট পৌঁছ্‌তে পা'র্‌বে।

বুধ। উত্তম; আর দেখ্‌বার প্রয়োজন নাই, আপনি অবতরণ করুন। বীরগণ, মূহূর্ত্ত মধ্যেই অতি গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হবে; অতএব সে ব্যাপারসম্বন্ধে এ স্থানটি যোগ্যাযোগ্য কিরূপ, একবার পর্য্যবেক্ষণ করুন। আমরা এখন কোথায় অবস্থান ক'চ্ছি? এটা কোন্ পর্ব্বত?

প্রাগ। আজ্ঞে হরাবতী ও অম্বর রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী 'বহুকূট পাহাড়'

নামক সেই বিশাল শৈলশ্রেণীই এই আমাদের বামভাগে বিস্তৃত র'য়েছে; আমরা এখন উভয় রাজ্যের সীমানা-সন্ধিস্থলে অবস্থান ক'চ্ছি।

মর্‌যোধ। এবং ঐ যে কৃষক ও বণিগ্‌গণপূর্ণ সুসম্পন্ন বৃহৎ গ্রাম দেখ্‌ছেন, ওরই সাম 'পাঞ্চোলী'।

বুধ। অতএব আজ আমরা এখানে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'র্‌ব, তাকে 'পাঞ্চোলীর যজ্ঞ' ব'লে অভিহিত করা যাবে। হো, যজ্ঞস্থলী! উপযুক্ত একটী যজ্ঞস্থলী সত্বর স্থির করুন,—এই যে প্রতিহারী, কি সম্বাদ?

প্রবেশপূর্ব্বক—প্রতিহারী

বদনসিংহ। জয় হোক্‌, মহারাও; আজ্ঞে মহারাজ সুরতানসিংহ উপস্থিত ব্যাপারোপযোগী একটী উৎকৃষ্ট স্থান মনোনীত ক'রে আপনাকে সম্বাদ পাঠা'য়েছেন।

বুধ। সময়োচিত অতি উৎকৃষ্ট কার্য্যই ক'রেছেন,—এই যে কাকা;

সূর্য্যসিংহ ও সুবলসিংহের পুনঃপ্রবেশ।

সুবল। মহারাজ,

দুর্ব্বহ করিয়া বোধ জীবিতের ভারে,
মুহূর্ত্তে তাহ'তে মুক্তি লাভের কারণ!
আসিছে কৌশিকগণ দ্রুত তব দ্বারে,
দুস্থত্রাতা আপনার লইতে শরণ॥

বুধ। উত্তম, আসুক; আ'স্‌বামাত্রই সহৃদয় চৌহানগণ তাদিগকে সেই 'দুর্ব্বহ ভার' পরম্পরা হ'তে বিমুক্ত ক'রে দেবে। কাকা, বান্ধবগণ আগতপ্রায়, অতএব তাদের প্রতিগ্রহণ ও অভ্যর্থনার্থ যা কিছু প্রয়োজনীয়—এখনি কর্ত্তব্য।

সূর্য্য। প্রকৃত 'প্রয়োজনীয়' কিছুই নাই, মহারাজ,—সব প্রস্তুত। বান্ধবগণ আ'স্‌বামাত্রই—

হর্ষনাদে পূর্ণ করি ওই নভঃস্থল,
ভল্লমুখে সুধামাখা করি আলাপন।

বসাইব সুখাসনে বান্ধব সকল,
খড়্গভুজে গাঢ়রূপে করি আলিঙ্গন ॥

কেবল একটীমাত্র করণীয় অবশিষ্ট আছে—মহিষীকে কোন নিরাপদ স্থানে সংরক্ষিত করা আবশ্যক।

বুধ। উত্তম; অম্বরনগরের নিশাযুদ্ধে আমাদের পঁচিশজন বীরপুরুষ নিহত হ'য়েছে; আর পঁচিশজনকে সম্প্রতি মহিষীর রক্ষায় নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

সকলে। আমাদেরও এই পরামর্শ।

বুধ। আপনাদের যা 'পরামর্শ,' বুধসিংহেরও তাই। তবে অবশিষ্ট থাকে দুইশত পঞ্চাশজন; হোঃ, যথেষ্ট! দুইশত পঞ্চাশজন চৌহানশূর অবলীলাক্রমে পঞ্চসহস্র কুশাবহ সৈন্যের তুল্য। তবে তাই; তাই হোক্, কাকা, যান; পঁচিশজন যোদ্ধা সঙ্গে ল'য়ে, আপনি পর্ব্বতোপরিস্থ কোন নিভৃত নিরাপদ প্রদেশে গিয়ে মহিষীকে রক্ষা করুন।

সূর্য্য। কে! আমি? রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য! (গর্ব্বিতস্বরে) হো-ওঃ!

শরীর নশ্বর, কীর্ত্তি কল্পান্তস্থায়িনী,
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" কহে বুধগণ।
অসিমাত্র ক্ষত্রিয়ের সে কীর্ত্তি-দায়িনী,
প্রলাভের স্থল তার সমর-প্রাঙ্গণ ॥

এই সেই হৃদয়ের স্পৃহণীয় স্থান,
অধম ভয়ার্ত্তপ্রায় ত্যজি, মহারাজ।
নিভৃতে রমণীরক্ষা করিতে বিধান,
অরণ্যে কি সূর্য্যসিংহ পলাইবে আজ!!

হা ধিক্! (জানুতলে উপবেশনপূর্ব্বক) মহারাজ, বৃদ্ধকে এ দারুণ রাজাদেশ হ'তে অব্যাহতি দিতে আজ্ঞা হোক্!

বুধ। কাকা অস্বীকৃত; তবে কোন্ বীরপুরুষ আজ মহিষীর রক্ষাভার গ্রহণ ক'র্‌তে প্রস্তুত? (সকলের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপণ, ও সকলে জানুতলে উপবিষ্ট)

কেশরী। (যুক্তকরে) তাত !—

পাঞ্চোলীর পুণ্যময় শোভন এ স্থানে।
মহোৎসাহে মহাখেলা খেলিতে কৃপাণে॥
ক্ষুদ্র এ বালকভৃত্য বঞ্চিত কি হবে।
স্বজাতি-অরাতিমেধ মহাযজ্ঞোৎসবে ?

প্রাগ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) দেব !—

স্বদেশ-দ্বিষতকুলে এ সুখপ্রান্তরে।
সংহারি সম্মুখরণে বীরপণাভরে॥
নিষেধ না করিবেন এই পদাশ্রিতে।
বীরত্বচরমোদ্দেশ্য সাধন করিতে॥

সমর। (করযোড়ে) স্বামিন্ !—

রাজদ্রোহীপূর্ণ এই মনোহর স্থলে।
বলি দিয়া বৈরীদলে ওই পদতলে॥
বারিত না হয় যেন এ অধীন জন !
প্রজাজন্মসফলতা করিতে সাধন॥

মরযোধ। (অঞ্জলিবন্ধ পূর্ব্বক) প্রভো !—

জন্মভূমি জননীর রাখিবারে মান।
তাঁর রিপুরক্তে তাঁরে করাইয়া স্নান॥
করিতে—নিষিদ্ধ যেন না হয় অধম।
পুত্রত্ব সার্থক আর সফল জনম॥

হা ! আবার মহাদেবীই ত আমাদের সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়া ! একদিকে জননী জন্মভূমির সম্মান, অন্যদিকে জননী রাজ্যাধিশ্বরীর সম্মান,—হোঃ ! কোন্ দিক এখন আমরা রাখি !

বুধ। (মহোল্লাসে) সাধু, সুহৃদ্‌গণ, সাধু ! আহ্লাদ আর আমার ধরে না ! আঃ !—

আনন্দসাগর মোর হৃদে উথলিল।
উছলি নয়নবেলা বয়ানে ভাসিল !!

(অশ্রু মোচন করিয়া) অহো ধন্য!—

মনুষ্যত্বহীন কোন হরপুত্র নয়।
স্বদেশবাৎসল্যে পূর্ণ সবার হৃদয়॥

অতএব—

দেশার্থ সমরে ছাড়ি সমরচত্বর।
কোথা যাবে দেশস্নেহে পরিপূর্ণ হর!!

কোথায়ও যাবে না; সুতরাং মহিষীর রক্ষার্থ হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান কেহই ক'র্‌বে না। কেনই বা ক'র্‌বে? আজ তাদের একটী অতি দুর্লভ সমর উপস্থিত—সার্দ্ধদ্বিশতসঙ্খ্যক হর বিংশতিগুণ অধিক বলদর্পিত দেশদ্রোহীকে সম্মুখ যুদ্ধ দান ক'র্‌বে; সুতরাং পাঞ্চোলীর এই সুখময় ক্ষেত্রে আজ তাদের এক দিকে—

অনন্ত পৌরুষ আর যশ সুশোভন!

অন্যদিকে—

পুলকে অনন্তকাল গোলোকে ভ্রমণ!!

অতএব—

ত্যজিয়া দ্বিবিধ এই প্রসাদ অসির।
নারীর অঞ্চলপ্রান্তে যাবে কোন্ বীর!!

অহো ধন্য! উঠুন, বান্ধবগণ, উঠুন। (জানুস্পর্শ পূর্ব্বক সূর্য্যসিংহকে এবং হস্তধারণ পূর্ব্বক আর সকলকে একে একে উত্থাপিত করিয়া) প্রতিহারী, মহারাজ সুরতানসিংহ কিরূপ স্থান মনোনীত ক'রেছেন—বল।

বদন। (অঙ্গুলি সঙ্কেত পূর্ব্বক) আজ্ঞে অদূরে ঐ যে পর্ব্বতশিখর দুইটী দেখ্‌ছেন, ওদের উভয়ের মধ্যস্থলে অনতিবিস্তৃত উন্নত এক খণ্ড উপত্যকা ভূমি আছে; রাজগণ সেই স্থানকেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ব'লে স্থির ক'রেছেন।

বুধ। কিসে?

বদন। আজ্ঞে তার দুইদিকে ঐ দুইটী উচ্চ শৈলশেখর, পশ্চাদ্ভাগে মূল পর্ব্বতশ্রেণী, সম্মুখভাগ সমতল এবং নাতিপরিমাণে ক্রমনিম্ন; অতএব দুর্ভেদ্য পাষাণপ্রাচীরে বেষ্টিত গিরিদুর্গের ন্যায় ঐ স্থানই—

বুধ। অহো ধন্য! সময়োপযোগী অতি উৎকৃষ্ট স্থানই মনোনীত করা হ'য়েছে।

বদন। আজ্ঞে আরো আছে—ঐ স্থানের সম্মুখস্থ সমতলক্ষেত্রে, ঐ শিখরদ্বয়ের পাদমূল দিয়া উত্তরাভিমুখে বুন্দী যাবার পথ; আর ঐ স্থানের পশ্চাতে, মূল পর্ব্বতের অধিত্যকায় ঐ যে দীর্ঘ সালবৃক্ষটী দেখ্ছেন, ওরই নিকট দিয়া অল্পপ্রশস্ত অথচ সুগম একটী গিরিসঙ্কট আছে;—

সূর্য্য। যে গিরিসঙ্কট পথে ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে গমন ক'র্‌লে বাইগুরাজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, সম্ভবতঃ এইই সেই।

বদন। আজ্ঞে তাই, রাজগণও তাই ব'লেছেন।

বুধ। পশ্চাতে বাইগুর এবং সম্মুখে বুন্দীর—পথ, এবং পৃষ্ঠে ও পার্শ্বদ্বয়ে দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী; অতএব অদ্যকার এই শক্রমেধ মহাযজ্ঞের সেইই শোভনতম স্থান! প্রতিহারী, যাও, মহারাজ সুরতানসিংহকে গিয়ে বল— সৈন্যদিগকে অবিলম্বে সেই স্থানেই ব্যূহিত করুন, মহারাজ প্রাগসিংহ, যান,—সত্বর গিয়ে ব্যূহনির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করুন।

প্রাগ। যে আজ্ঞে, স্বামিন্। (প্রতিহারীর সহিত নিষ্ক্রান্ত)

সূর্য্য। তবে সেই ঘর্ঘরের সন্নিকটেই কোন নিভৃত স্থানে মহিষীকে সংরক্ষিত করা উচিত; তাতে লাভ এই যে, আমরা আজ স্বর্গারোহণ ক'র্‌লেও, তিনি সেই পথে নির্ব্বিঘ্নে বাইগু নগরে কুমার ওমেদসিংহের নিকট গিয়ে পঁহুছ্‌তে পা'র্‌বেন।

বুধ। সাধু, আর্য্য, সাধু! প্রজ্ঞাচক্ষু মহামনা সূর্য্যসিংহ জীবিত থাক্‌তে হরাবতীর সর্ব্বাঙ্গীণ রক্ষা বিধানার্থ সতর্কতার অভাব কোথায়! তবে তাই; তাই হোক্, কাকা, যান্; রাজা গগনসিংহ ও রাজা প্রতাপসিংহকে পঁচিশজন যোদ্ধার সহিত ঐ গিরিশঙ্কটের নিকটেই কোন স্থানে মহিষীর রক্ষায় নিযুক্ত করুন; নিজেই একটী নিরাপদ স্থান মনোনীত ক'রে দিয়ে আসুন, যান্।

সূর্য্য। যে আজ্ঞে, আয়ুষ্মন্। (নিষ্ক্রান্ত)

বুধ। মহারাজ সমরসিংহ, অনুগমন করুন; সুবল, সঙ্গী হও।

উভয়ে। যে আজ্ঞে, মহারাও। (নিষ্ক্রান্ত)

মরুযোধ। (দর্শনান্তর) হোঃ! কীটাণুগণ উপস্থিত—ঐ যে দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছে! মহারাজ, আমাদের এখন ব্যূহ-মুখেই গিয়ে অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

বুধ। উত্তম, চলুন।

(মরুযোধসিংহ ও কেশরীসিংহের সহিত নিষ্ক্রান্ত।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাঞ্চোলীপ্রান্তর। সময়—প্রভাত।

বীরবেশে বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক—মহারাজ

পাহাড়সিংহ। যাও, ভো ভোঃ কুশবংশ মহাবীরগণ (উচ্চগম্ভীরস্বরে)
প্রবল ঝটিকাবেগে হও অগ্রসর;
প্রায়োপবেশনে বসি মৃত্যুকাম যত—
ওই দেখ শৈলমূলে—অরাতিনিকর;
মুহূর্ত্তে কামনাসিদ্ধি তাদের করিতে
শুভাগতি তোমাদের, ধাওরে সত্বর।

বীরবেশে বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক—মহারাজ

বলভদ্রসিংহ। ভৈরবসিংহ মহাসিংহ—ভো ভ্রাতৃদ্বয়, (উচ্চগম্ভীরস্বরে)
হউন সত্বর, শীঘ্র করুন ব্যূহিত,
বৈরী-পুরঃস্থিত এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে,
অম্বরের যমদূত কুলে।

বীরবেশে বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক—মহারাজ

বীরভদ্রসিংহ। করিয়াছে (উচ্চগম্ভীরস্বরে)
অধিকার, হো-ও! অতি দুরাক্রম্যস্থান
বৈরীদল—সংবেষ্টিত পৃষ্ঠে পার্শ্বদ্বয়ে

দুরারোহ পর্ব্বতপ্রাচীরে! পুরোভাগ
অবরোধ করুন তাদের—সুদুর্ভেদ্য
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহে। সমাহিত আজ মোরা
করিব নিশ্চিত—ঐ স্থানেই তা সবারে
নিঃশেষিত রূপে।

বলভদ্র। শীঘ্র হউন প্রস্তুত
আপনারা; সম্ভাষণ করিব আমরা—
ততক্ষণ মহারাও বুন্দীশ্বর সনে।

(সদর্পে সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চৌহানব্যূহের পার্শ্ববর্ত্তীস্থান।

বুধসিংহ, মর্‌যোধসিংহ এবং কেশরীসিংহ দণ্ডায়মান।

বলভদ্রসিংহ, বীরভদ্রসিংহ ও পাহাড়সিংহের প্রবেশ।

কুশাবহত্রয়। চিরদিন মহামান্য বান্ধবপ্রধান— (সাদরে)
নমস্কার—মহারাজ।

বুধসিংহ। আ'স্‌তে আজ্ঞা হোক্, (সাদরে)
চিরপ্রিয় বন্ধুগণ, প্রতিনমস্কার।

কুশাবহত্রয়। রাম রাম, সুহৃদ্গণ; (সাদরে)

মর্‌যোধ ও কেশরী। প্রিয়মিত্রগণ, (সাদরে)
রাম রাম।

পাহাড়। আসিলেন না ল'য়ে বিদায়
নিশিযোগে পলাইয়া কি ভয়ে আপনি,
দস্যুরাজ?

বুধ। বিদায়ের ভীষণ নিনাদে
এসেছে, হে ফেরুরাজ-জ্ঞাতিপ্রজাগণ,
নিয়ত নির্ভীক হর শূরবীরদল—
জানা'য়ে অম্বর-জনে, কাঁপা'য়ে অম্বরে।

বলভদ্র। হর নই, হররাজ্যে নাহি করি বাস,
'ফেরুরাজ-জ্ঞাতিপ্রজা', কিরূপে, রাজন্,
আমরা ?

মর্‌যোধ। 'ফেরুর রাজা' হরপতি নন,
ব্যাঘ্রঘাতী ঘোর সিংহযূথের ঈশ্বর
বুধসিংহ।

বীরভদ্র। (সোপহাসে) তাতেই ত ফেরুগণ-ভয়ে,
পলায় কাননমুখে প্রাণভয়ে ভীত—
নিশাকালে 'ব্যাঘ্রঘাতী সিংহযূথ' সেই!
গর্জ্জিয়া ধাইয়া শেষে আক্রমি পশ্চাতে
তাহাদের, মুহূর্ত্তেকে সংহারে সবারে
ফেরুদল।

কেশরী। (সগর্ব্বে) তুচ্ছ জীব ক্ষুদ্র 'ফেরুদল'!
ঘৃণা করি সংহারিতে তাদিগকে যবে—
দেশমুখে সিংহযূথ ধায় লীলাভরে ;
ভয়ে পলাইল ভাবি তাদের পশ্চাতে
গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে তদা উচ্চ কোলাহলে—
ধায় মূর্খ ফেরুপাল! শেষে কিন্তু, হায়,
নিমেষে গতাসু হ'য়ে ভূমে লোটে তারা—
রোষকষায়িতনেত্রভীমদৃষ্টিপাতে
সিংহদের! তলাঘাত বৃথা তদুপরে!

বীরভদ্র। (সোপহাসে) বীরসিংহসখাপুত্র সাবাস্ কেশরী
মহাবীর! শৌর্য্যরাশি জিহ্বাগ্রেই তব!
দর্পই দুর্জ্জয় বল! বাক্য-আড়ম্বর

জানিলাম মাত্র সার বীরপণা তব!
মারাত্মক, যুবরাজ, এতই যদ্যপি
'দৃষ্টিপাত' আপনার, কি কাজ বিলম্বে?
এই আমি, এই পুনঃ তুমিও এখানে,
দেখাও যথার্থ্য তবে!

কেশরী। এখনি দেখাব। (দৃঢ়গর্ব্বিতস্বরে)

সাধিব এখনি এই পাঞ্চোলী প্রান্তরে,
'বাক্য-আড়ম্বর' মোর কহিলেন যারে,
সফলতা তার; যা কহিলা তাই সত্য,—
ভল্ল এই 'জিহ্বা' মোর, চূড়াগ্রে ইহার
'শৌর্য্যরাশি' চিরদিন সত্যই আমার;
'দর্প ই দুর্জ্জয় বল', কত যে ভীষণ
সেই বল—এখনিই দেখাব জগতে,
শূরবীর অম্বরের ভাবেন, রাজন্,
যাদিগকে আপনারা, অবহেলে আজ
সংহারিয়া তাদিগকে 'বীরপণা' ভরে।
নিশ্চয় নিশ্চয়, এই প্রতিজ্ঞা আমার,
নিশ্চয় ছেদিব আজ, জগৎ-সমক্ষে,
উজ্জ্বল উষ্ণীষ মণিকুণ্ডলে শোভিত
ওই মুণ্ড আপনার—এই খড়্গাঘাতে। (অসি নিষ্কাষণ)
দেখিবে সকল নেত্র, দেখিবে না, হায়,
তব ওই নেত্র সুধু; দেখিবার ভয়ে—
হবে সে মুদ্রিত যেই—খুলিবে না আর!
হই কি, হে আর্য্য, আমি না হই 'সাবাস্',
বুঝাই এখনি—এস দেখি।

মন্‌যোধ। শান্ত, বৎস;

সমর-সময় নয় এখন, কেশরী—
বীরবর!

বীরভদ্র। গাছে সত্য ফলে না পাগল! (দৃঢ়স্বরে)
পাগল বালক তুমি, তাই, বৎস, আজ—
কঠোর প্রতিজ্ঞা হেন, হেন আস্ফালন
বাহিরিল মুখে তব বীরের সমাজে!
শীরবর-অধীশ্বর বীরভদ্র বীর—
বৈরীঘাতী মহাশূর পরপুরঞ্জয়,
দোর্দ্দণ্ড এ ভুজযুগ লভিয়াছে যার,
কত শত মহাযুদ্ধে বীর-ভয়ঙ্করে,
জয়শ্রী; বালকে আজ ছেদিবে সংগ্রামে
মুণ্ড তার! মেরু-চূড়া ভাঙ্গিবে পতঙ্গে!
ধিক্! হাসি পায় শুনি শিশুর প্রলাপে!

বলভদ্র। বৃথা কেন বাগ্‌যুদ্ধ, বীরভদ্র ভাই,
যাহার যে সাধ্য আছে—দেখাবে সমরে
অসিধারে।

বীরভদ্র। বাক্যব্যয় বৃথা তব সনে, (দৃঢ়স্বরে)
বালক! উত্তর দিতে ঘৃণা হয় মনে।
নীরবে নিশিত, এই পিধান-মাঝারে,
কহিছে এ খড়্গ মোর—তার মুখে সেই (খড়্গমুষ্টি ধারণ করিয়া)
নীরবে উত্তর তোমা দিবে রণস্থলে!
শুনিলাম সব বাক্-পৌরুষ তোমার,
দেখিতে বাসনা রাখি, সমরপ্রাঙ্গণে,
যথার্থ পৌরুষ—সত্য থাকে যদি তব।
ভুলোনা প্রতিজ্ঞা—যাহা কহিলা এখানে,
ভীষণ সংগ্রামস্থলে—সে ঘোর সময়ে,
যুবরাজ; পলায়ন করিও না ভয়ে;
দেখা যেন একবার পাই আজ রণে।

কেশরী। আছে কি 'যথার্থ' মোর না আছে, রাজন্, (দৃঢ়গর্ব্বিতস্বরে)
'পৌরুষ' দেখিবে আজ জগতের জনে।

ভোলেনা 'প্রতিজ্ঞা' কভু ক্ষত্রিয়সন্তান
ভারতের ; 'ভয়' কভু করে না কাহারে
হর ; অবশ্য পাবেন 'দেখা—একবার',
দুইবার হবে না দেখিতে ও নয়নে—
রণরঙ্গে কেশরীরে ! বারৈক দর্শনে,
রুধিরকর্দ্দমে মাখি লোটাইবে ভূমে—
ছিন্নদেহ আপনার !

বলভদ্র। হর-অধিরাজ,
চৌহান ত্রিশত তব, কুশাবহ শূর
মোদের সহস্র পঞ্চ, পঞ্চাশৎ জন
রাওল রাওবৎ রাও—শতপতিগণ।
অতি অল্প তব বল, অতি অসমান
হেন যুদ্ধ ! সাধ তবে কিসে আপনার
সম্মুখ সমরে আজ আমাদের সনে,
কি সাহসে ? জয়-আশা নাই তব আজ !
ক্ষান্ত হন্, প্রিয়বন্ধো ; জ্বলন্ত অনলে
মুহূর্ত্তে পতঙ্গবৃত্তি লভিলে কি ফল ?
অস্ত্র ত্যজি সানুচর লউন শরণ
আমাদের ; নম্রশিরে করুন প্রার্থনা
ক্ষমা ; কৃপা মোরা অবশ্য করিব।

বুধ। বটে !
এই আমি 'সানুচর' বীরদর্পভরে
ধরিয়াছি ভীমকরে ভীম 'অস্ত্র' গ্রাম, (খড়্গামুষ্টি ধারণ পূর্ব্বক দৃঢ়গর্ব্বিতস্বরে)
শরণার্থী কৃপাধীন এখনি আমারে
করুন—নিরস্ত্র করি, সাধ্য থাকে যদি—
যদি থাকে বলবীর্য্য ওই সব ভুজে।
'চৌহান ত্রিশত' মোর মুহূর্ত্ত ভিতরে
অবলীলাক্রমে জয় সক্ষম করিতে

সমগ্র অম্বর রাজ্য ; তৃণগুচ্ছপ্রায়
তাদের শূরত্বানলে, বীরপুত্র তারা,
যত আছে সমুদায় কুশাবহগণ
শিখাবতী অম্বরের ; আসুক্ না সব
একত্রিত হ'য়ে, ল'য়ে সেবয় ভূপালে
অধিরাজে তাহাদের—বাঞ্ছা যদি থাকে ;
বুধসিংহ সহ সার্দ্ধদ্বিশত চৌহান
সম্মুখসমররঙ্গে মর্দ্দিবে চরণে
তাসবারে, ছার এই কীট কতিপয় !
হাসিতে হাসিতে বধি অসঙ্খ্য অরাতি,
'অত্যল্প বলেই' হর লভে চিরকাল
জয়লক্ষ্মী, আমাদের 'সম্মুখ সমরে'
'সাধ কিসে' ? শৌর্য্যে, এই হৃদয় 'সাহসে',
উলঙ্গ এ অসিদেবদত্ত ভরসায়—
চিরদিন। 'ক্ষান্ত' মোরা হইব সমরে,
দেশদ্রোহীদলে দিতে জীবন্ত ফিরিতে—
মাতৃক্রোড়ে ? এখনিই বধিব সবারে।
ভূমিষ্ঠ হ'য়েছি যবে—ল'য়েছি 'শরণ'
তখনই আয়ুধের ; এখনও তার
আমরা শরণাগত ; কোন্ পতঙ্গের
লইতে 'শরণ' তবে ত্যজিব তাহারে ?
সেই সে আয়ুধ আজ দিবে আশ্রিতেরে
জয়লক্ষ্মী, পাঠাইয়া কৃতান্তভবনে
ক্ষুদ্র এই বৈরীদলে ; আশা যদি প্রাণে,
'ক্ষমা' তবে আপনারা করুন প্রার্থনা
তার কাছে, করুণা সে অবশ্য করিবে।

পাহাড়। দুর্ব্বুদ্ধি দারুণ তব ! নিতান্তই আজ (দৃঢ়স্বরে)
মৃত্যু-সাধ আপনার ! স্মরুন সভয়ে,—

এ নহে নিশীথকাল—নিদ্রিতজগৎ,
অম্বর নগর নয়—সঞ্জাতবিশ্বাস,
সুপ্তোত্থিত ত্রস্ত এই নহে যোদ্ধৃদল,
না হয় বেতনভুক্ সৌবীর, মোগল,
মার্হাট্টা, নানকপন্থী। কুশাবহ শূর
ইহারা! যুঝিবে—মান রক্ষিতে কুলের!
হরকুৎসাপরিপূর্ণ পাঞ্চোলী প্রান্তরে!
যুদ্ধোৎসাহপ্রতিহিংসাজাগ্রত হৃদয়ে—
দিবসে! সমর্থ আজ নহিবে কখন
পলাইতে, হে দারুণ বিশ্বাসঘাতক!—

বুধ। (দৃঢ়স্বরে) অসঙ্গত এই উক্তি; ভ্রান্তচিত্ত তব,
তেই গঞ্জিলেন মোরে মিথ্যা অপবাদে!
জানে সর্ব্ব রাজবারা-নৃপতিমণ্ডল,
ভারতের হিন্দু ম্লেচ্ছ জানে সর্ব্বজন,
জানেন সম্রাট নিজে, জানেন ঈশ্বর—
বুধসিংহ কভু নয় 'বিশ্বাসঘাতক';
নয় তার জ্ঞাতিগণ, ভৃত্যবর্গ নয়,
হরাবতী রাজ্যে তার নাই—

বীরভদ্র। 'নাই' যদি,
তবে কেন পদ্মাবতী রাজ্ঞী আপনার
হইলেন সমুদ্যত, অম্বর নগরে,
বধিতে অম্বর-নাথে? উদ্যম দেবীর
সে হেন নৃশংস কার্য্যে কোন্ জন তরে?
কার অনুরোধে? আমার কি আপনার?
দেখেন কি নাই তাহা—নয়নে?
ছিল নাকি তবে এই সাধ—লভিবেন,
সংহারিয়া সুকৌশলে সেরয়রাজারে,
রাজপাট তাঁর?

বুধ — বুঝেছি বক্তব্য তব!
সাক্ষী সব দেবগণ, সাক্ষী ভগবান্,
পরমাত্মা সাক্ষী মোর—অন্তর্যামী যিনি,
পিতৃ পিতামহ যেন লভেন আমার
অধোগতি, কভু যদি, ভ্রমে কি স্বপনে,
ক'রে থাকি হেন চিন্তা, অনার্য্য বাসনা,
ভয়ঙ্করী হেন পাপ চেষ্টা বিগর্হিতা;
জানিতাম কিম্বা যদি হৃদয় পদ্মার—
পূর্ব্বে।

বলভদ্র। — চির সাধুশীল, রাজন্, আপনি;
মানিলাম সত্য ব'লে বাক্য আপনার।
জানি আর্য্য সূর্য্যসিংহ-কৃত অনুনয়
অম্বর-ঈশ্বর পার্শ্বে, তিতিক্ষা যা তাঁর—
তাও জানি—ভগিনীকে 'পাগলিনী' ব'লে।
জানিনা রাজন্, কিন্তু কি হেতু আপনি
মিত্রদ্রোহী হ'য়ে সেই নিস্তব্ধ নিশীথে—
নিদ্রিত অম্বর যবে—সহসা উঠিয়া
ধাইলেন দেশমুখে দস্যুবৃত্তি করি,
সংহারিয়া অম্বরের দ্বিসহস্র শূরে!
জানিনা—সেবয়রাজ ক'রেছেন কিবা
অত্যাচার তবোপরে, সমাদর বিনা!

বুধ — জানেন্ না, রাজগণ, আপনারা! হো-ও! (সবিস্ময়ে)
নিগূঢ়নিভৃতচেষ্ট, গভীরসঙ্কল্প,
দুষ্টকূটনীতিমান্, সাধনাচতুর,
সাবাস্ সেবয়রাজ! বাঞ্ছা আপনার
পশিলে সে হৃদিরূপ ঘোর অন্ধকূপে,
পশে না সেখানে দৃষ্টি অপর কাহার!
মনে জাত মনোরথ—কাহারো গোচরে

ব্যক্ত নয়, ব্যক্ত হয় মাত্র সিদ্ধিফলে—
শেষে! মর্‌যোধসিংহ, করুন বর্ণন
সে রহস্য।

মর্‌যোধ। বন্ধুগণ, করুন শ্রবণ,—
'তিতিক্ষা' ভগ্নীর প্রতি—চাতুরী তাঁহার,
মিত্রতা মোদের সনে—স্বধু প্রবঞ্চনা!
গূঢ়দুষ্ট অভিসন্ধি সেবয়ের মনে!—
প্রতিষ্ঠিত আপ্তজনে করিয়া কৌশলে
হররাজ্যে, করিবেন করপ্রদ তারে
অম্বরের! ইষ্ট এই সাধনের তরে—
ভগ্নীকার্য্য ছল তাঁর, সহজ সুযোগ—
আলয়ে তদীয়ে স্থিতি হর-অধীশের!
চেষ্টা এই ছিল তাঁর—রাখিবেন বলে
সানুচর বুন্দীশ্বরে অম্বর নগরে
বন্দী করি চিরদিন, ভরণার্থে তাঁর
পঞ্চশত মুদ্রা তাঁরে দিয়া প্রতিদিন!

কুশাবহত্রয়। হেন নীচ মতি সেবয়ের! (সবিস্ময়ে)

মর্‌যোধ। সেবয়ের!
ধর্ম্ম কিন্তু বন্ধু নির্দ্দোষীর; ধর্ম্মে ধর্ম্মে
জানিলাম ষড়যন্ত্র, আসিলাম তাই
বিশ্বাসঘাতীর ঘোর আলয় ত্যজিয়ে—
নিশাকালে, সংহারিয়া সেই যোদ্ধৃদলে,
ক'রেছিল রুদ্ধ যারা পথ আমাদের।

বলভদ্র। সত্য নাকি?

বুধ। এই নিন্ প্রত্যক্ষ প্রমাণ,—
গুপ্তলিপি সেবয়রাজের—ইন্দ্রগড়-
অধীশ্বর দেবসিংহের নিকটে। (পত্রদান)

বলভদ্র। ওহে, (পত্র গ্রহণ ও পঠনান্তর)

বিশ্বাসঘাতক পুনঃ অম্বর-ঈশ্বর—
অধিরাজ আমাদের !

বীর ও পাহাড়। যথার্থই ? দেখি। (সবিস্ময়ে)

(পত্র গ্রহণ ও পঠনান্তর পরস্পর মুখাবলোকনে প্রবৃত্ত)

বলভদ্র। জানি মোরা চিরদিন শীল অপনার,
মহারাজ জয়সিংহ ! ধিক্ আমাদের—
আপনি যাদের প্রভু ! ধিক্ শতবার
কুশাবহ মহাকুলে—যে কুলে জনম
আপনার ! হীনচেতা বিশ্বাসঘাতক,
এ হেন ঘৃণিত মতি, কুপ্রবৃত্তি হেন—
কে শিখাল ? কে শিখাবে ? স্বভাবই তব
শিক্ষক !

পাহাড়। ভগিনীপতি বুধসিংহ তব,
চিরদিন বন্ধু অকপট ; তবালয়ে—
শুভ্রচিত্তে, নিঃসন্দেহে, গাঢ় মৈত্রভাবে
অতিথি ; তাঁহারে বন্দী, বলে বা কৌশলে,
করিয়া স্বগণসহ বাসনা লভিতে
হররাজ্য ! কেন ? কে আপনি ? কোন্ স্বত্ব
আপনার হররাজ্যে ? হইবেন প্রভু
কোন্ শৌর্য্যে তার ? শাঠ্যে ? ধিক্, কাপুরুষ !
চাতুরী বীরত্ব তব, বল প্রবঞ্চনা—
চিরদিন।

বীরভদ্র। 'বল' বা 'বীরত্ব' নয়, তাঁর
রাজনীতি এই। শিখাইল কে ? জম্বুকে !
ভগ্নী তাঁর পদ্মাবতী, প্রতিশোধ তাঁরে
দিবেন ! পুরুষ তিনি ! স্পর্দ্ধা ভগ্নী-সনে
তাঁর ! শস্ত্রহীনে শৌর্য্য ! বীর্য্য গৃহাগতে !
জয়ী তিনি তার পরে—যে করে বিশ্বাস

তাঁকে! সাধ কিন্তু তাঁর হ'তে অধীশ্বর
বিশাল এ ভারতের! ধিক্, শরমে মোরা
ইচ্ছি মরিবারে!

পাহাড়। ধিক্, প্রিয়মন্ত্রী তাঁর
কুবুদ্ধি কেশবদাস! যোগ্যে যোগ্য-মিল—
রতনে কাঞ্চন যুক্ত! যে রত্ন কাঞ্চন
পরা'ল পাতকমালা * অম্বরের গলে!
গণ হে রাঘবভাট, গণ মনোযোগে
পাতক রাজার, সপ্ততি হ'য়েছে পূর্ণ,
গণ—দেখা যা'ক্ হয় কতগুলি!

বীরভদ্র। এক
কথা কিন্তু, মহারাও, বিচারসঙ্গত;—
সম্ভবতঃ অসম্মত করিতে বিশ্বাস
জয়সিংহ—দেবীকৃত উদ্যমসম্বন্ধে
চিত্তশুদ্ধি আপনার; শুদ্ধচিত্ত পুনঃ—
আপনি জানেন আপনাকে, সমুদ্যত—
তথাচ হিংসার্থ তব সেবয় নৃমণি
অকারণে,—

বুধ অতএব বিশ্বাসঘাতক
উভয়েরি কাছে মোরা উভয়েই—দোষী।

বলভদ্র জানেন ঈশ্বর দোষাদোষ! হয় ত বা
নির্দ্দোষী উভয়ে। কিন্তু, হায়, দুরদৃষ্ট!
দৈব বলবান! হেতু এ আত্মদ্রোহের
দৈবই!

পাহাড়। স্পষ্টতঃ 'হেতু' দেবী পদ্মাবতী।

কেশরী। জন্ম তাঁর কুশাবহকুলে!

---

* সেবয়রাজ জয়সিংহের একশত নয়টী গুণকীর্ত্তি ভাটগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল, কিন্তু উন্নতমনা আর্য্যগণ এই একশত নব গুণকে, গুণ না বলিয়া 'গোণা' (পাপ) বলিতেন।—টড্।

বীরভদ্র। ফের তবে—
ধিক্ সে বিশাল'কূলে' ধিক্ আমাদের!

বলভদ্র। যাই হোক্, মহারাও, হউন, প্রস্তত।
প্রভু আমাদের—"রাজরাজেশ্বর" সেই
সেবয় ভূপাল, ভৃত্য আমরা তাঁহার
আজ্ঞাধীন; সাধিব যা কর্ত্তব্য ভৃত্যের,—
পালিব প্রভুর আজ্ঞা প্রাণ যতক্ষণ,
মরিব মারিব ঘোর করিব সমর
আমরা।

পাহাড়। ঘোর করিব সমর আমরা।
রক্ষিব কুলের মান, দেশের গৌরব,
নিশাহত বন্ধুদের শোধ দিব ধার—
পাঞ্চোলী প্রান্তরে।

বীরভদ্র। এই পাঞ্চোলী প্রন্তরে,
দেখাইব—কত বীর্য্য এই সব ভুজে,
দেখিব—চৌহান-ভুজ কত বীর্য্য ধরে;
ঘোর রণে আজ—পালিব রাজাজ্ঞা, পূর্ণ
করিব আমরা—প্রতিজ্ঞা।

বুধ। কি 'প্রতিজ্ঞা' সে
বিশেষ?

বলভদ্র। দেখা'তে সেই "রাজরাজেশ্বরে"
ছিন্নমুণ্ড আপনার—সুমন্ত্রী সূর্য্যের।
ঘোর প্রতিজ্ঞায় মোরা আরূঢ়, রাজন্,
সেনাপতি পঞ্চজন—দেখাইতে তাঁরে,
দেখিতে যা সাধ তাঁর; জানেন, রাজন্,
ভারতীয় ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা কেমন!

বুধ। (হাস্য করিয়া) হাস্যাস্পদ অতি এ প্রতিজ্ঞা—সাঙ্ঘাতিক
প্রতিজ্ঞাকারীর! পূর্ণ তাহা করিবার

পূর্ব্বে, থাকে যদি স্কন্ধপঙ্কে মুণ্ডপঙ্ক
ওই—আপনাদিগের, তবে! তবে পূর্ণ
আজ—করিবেন সে প্রতিজ্ঞা!—

নেপথ্যে। (শঙ্খধ্বনি)

বীরভদ্র। ঐ মহারাজ মহাসিংহের মহাশঙ্খ।

পুনর্নেপথ্যে। (শঙ্খধ্বনি)

মর্‌যোধ। ঐ মহারাজ সূর্য্যসিংহের।

পাহাড়। সৈন্যগণ ব্যূহিত—আমরা প্রস্তুত; মহারাজ বুধসিংহ-হো!

বুধ। আমরাও প্রস্তুত—এখনি। (উচ্চগম্ভীর স্বরে) হো-ও! ধ্বংসরূপ ঝঞ্ঝাবায়ো, উত্থান কর; ঘোরসংগ্রাম-মহাসিন্ধো, উদ্বেলিত হও; উলঙ্গায়ুধ-ঊর্ম্মিকুল, গগনমণ্ডল আক্রমণ কর; এবং চৌহানবীরগণ, সেই উত্তাল-তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্রে মহোৎসাহে ঝম্প প্রদান কর।

বীরভদ্র। এবং কুশাবহ গ্রাহগণ, সেই ঝম্পকারীদিগকে নিমেষ মধ্যে জঠরানলে জীর্ণ কর।

কুশাবহত্রয়। (উচ্চভীমস্বরে) হর-হর-হর-হর-হর, শিব শম্ভো-ও! জয় পিণা-ক পা-ণি-ই মহা-শূলি-ইন্!

চৌহানত্রয়। (উচ্চভীমস্বরে) হর-হর-হর-হর-হর, ববম্ কেদা—র! জয় মহা-রুদ্র সংহা-র কারি-ইন!

(বীরদর্পে দুইদিকে দুইদলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চৌহানব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ।

রক্তাক্ত অসিচর্ম্মহস্তে রক্তাক্তশরীরে বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক

সুবলসিংহ। অতি তুমুল যুদ্ধ হ'চ্ছে! কোন পক্ষই হীন নয়, উভয় পক্ষই অতুল বিক্রম, অদ্ভুত সাহস ও অপার শৌর্য্যরাশি প্রকাশ পূর্ব্বক মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'য়েছে! হোঃ!—

অকূল অর্ণব এই অরাতিসঙ্ঘাত,
হরব্যূহমহীধর তীরদেশে তার!
উত্থিত সংহারবায়ু, ক্ষুব্ধ জলনাথ,
যোদ্ধৃশ্রেণী উর্ম্মিরাজী করে হুহুঙ্কার!!
সঘনে সে উর্ম্মিকুল ভীমবেগভরে।
করিছে আঘাত সেই মহীধরোপরে॥
কণামাত্র তার নয় বিচলিত তায়।
তারাই বিদীর্ণ হ'য়ে অর্ণবে মিশায়!!

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক) কোথায় কিরূপ যুদ্ধ হ'চ্ছে, তাই পর্য্যবেক্ষণ ক'রে যাবার জন্য মহারাজ বুধসিংহ আমায় প্রেরণ ক'রেছেন। কিন্তু ওঃ! কি দেখ্‌লাম! দেখ্‌লাম—বামপার্শ্বে অস্মৎপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ অতি ঘোরতর সংগ্রাম ক'চ্ছে; বিশেষ সে দিকের অধিনায়ক সেই দুর্দ্ধর্ষ বীরদ্বয় সুরতান-সিংহের ও কেশরীসিংহের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শন ক'রে বোধ হ'চ্ছে, যেন—

অভেদ্য উন্মত্ত ঘোর গণ্ডারযুগল,
বিঘট্টিছে সদ্যঃ সাল বিশাল কাননে!
প্রতি পলে শত শত সেই তরুদল,
ভাঙ্গিতেছে মড়মড় ভয়ঙ্কর স্বনে!!

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক) আর মধ্যস্থলে? মধ্যস্থলেও দেখ্‌লাম—স্বয়ং ভীমকর্ম্মা মহারাজের এবং তদীয় পার্শ্বরক্ষক মর্‌যোধসিংহের ও প্রাগ্‌সিংহের রক্ষিত চৌহান্‌ শূরগণ শত্রুমধ্যে আজ অতি লোমহর্ষণ সংহারকার্য্য সাধন ক'চ্ছে! এবং—

চলজ্জ্বলদগ্নি সেই মহাবীরত্রয়,
ভস্মসাৎ করিতেছে কুশাবহবন!
রক্তাক্ত আয়ুধশিখা করিয়া উদয়,
মূর্ত্তিমান্ অগ্নিত্রয় খাণ্ডব যেমন!!

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক) আর দক্ষিণ পার্শ্বে? সেখানেও দেখ্‌লাম—যুদ্ধদুর্ম্মদ সূর্য্যসিংহের ও সমরসিংহের রক্ষিত হরবীরগণ সেদিকেও আজ অতি ভয়ঙ্কর মহৎকার্য্য সকল সাধন ক'চ্ছে! এবং—

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে ভীমার্জ্জুন প্রায়,
যুদ্ধসুখে ফিরি সেই বীর দুইজন!
করিছেন শৌর্য্যবলে প্রহরণ-ঘায়,
বৈরীদল-মাঝে মহা প্রলয় সাধন!!

নেপথ্যে। অহহঃ! মহারাজ মহাসিংহ হত! মহারাজ মহাসিংহ হত! বুধসিংহের নিশিত চক্রাঘাতে চন্দ্রশীরপতি মহাবীর মহাসিংহ আজ হত! ভোঃ কুশাবহ বীরগণ, অগ্রসর হও; সকলে যুগপৎ আক্রমণ পূর্ব্বক বুন্দীশ্বরকে সংহার কর।

সুবল। (সদর্পে) কী! 'বুন্দীশ্বরকে সংহার'!—

নাই কি আমরা তবে? চামুণ্ডাদেবীর
জান্মে না কি পরিতৃপ্তি বিধান করিতে
বৈরীরক্তে হরপুত্র? পরে না কি তারা,
অতুল শূরত্ববলে অবলীলাক্রমে,

রক্ষিতে তাদের মহারাওরাজেশ্বরে—
সমরে ? দেখ্‌রে তবে এই অসিধারে—
(অসি ঘূর্ণিত করিয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্রে—একস্থলে।

রক্তাক্ত অসিচর্ম্মহস্তে রক্তাক্তশরীরে লম্ফভরে প্রবেশ পূর্ব্বক

পাহাড়সিংহ। স্মর, ভো ভো রঘুবংশ্য মহাবীরগণ (উচ্চগম্ভীরস্বরে)
স্নেহের জনম ভূমি মোদের অম্বর,
অনঙ্ক যে মান তাঁর অতর্কিতরূপে
হ'রেছে, চৌহান চোরে নিশীথিনী-যোগে,
সেই মান মোরা আজ উদ্ধারিব বলে ;
উদ্ধারিত সেই মান—যে মান-গৌরবে
সূর্য্যবংশ চিরদিন পূজ্য চরাচরে !
ফিরিব না ক্রোড়ে তাঁর হারাইয়া আজ
বাকি যাহা সে মানের—পাঞ্চোলী প্রান্তরে
হইব না মোরা কভু দেশের জঞ্জাল,
কুসন্তান জননীর, অঙ্গার কুলের
ঘৃণাস্পদ—নিজ আত্মা মনুজবৃন্দের।
স্মরি তাই শত্রুব্যূহে পশরে বিক্রমে,
বিচলিয়া অসিচক্র ভল্লাস্ত্র প্রহারে
মধ্যস্থলস্থিত এই হরযোদ্ধৃদলে ;
এসরে আক্রম করি ঝঞ্ঝাবায়ুবেগে।
হর-হর-হর-হর-হর, শিব শম্ভো ও !
(অসি ঘূর্ণিত করিয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত।)

রক্তাক্ত অসিচর্ম্মহস্তে রক্তাক্তশরীরে লম্ফভরে প্রবেশ পূর্ব্বক

মর্‌যোধসিংহ। কার সাধ্য 'বিচলিবে হরযোদ্ধৃ দলে'— (ভীমরবে)
সেই স্থলে, রক্ষিতেছে যেই স্থল আজ,
অভেদ্য আয়সীরূপী এই তরবারে,
দুর্জ্জয় মর্‌যোধসিংহ অমর সমরে ?
তুঙ্গ এই 'বহুকূট' ভূধর অটল,
দ্বিতীয় তাহার ক্রোড়ে বহুকূট এই
হরব্যূহমহীধর ; ঘোররূপী যার
হরসুতকূটব্রজ দুর্দ্দম জগতে—
হেলায় করিছে ব্যর্থ 'ঝঞ্ঝাবায়ুবেগে'
শিরোগ্রামচূড়াবৃন্দে উঠাইয়া ব্যোমে।
ভাঙ্গিতে যদ্যপি পারে চূড়াবৃন্দে সেই
বহ্বায়াসে 'ঝঞ্ঝাবায়ু,' কিন্তু, ধিক্, তার—
কোথা সাধ্য চালিতে সে অচল পর্ব্বতে
'বেগ'বলে ?

রক্তাক্ত অসিচর্ম্মহস্তে রক্তাক্তশরীরে লম্ফভরে প্রবেশ পূর্ব্বক

বুধসিংহ। ভাঙ্গিতে বা সাধ্য কোথা তার, (ভীমরবে)
অম্বরপুরের মূর্খ ইন্দ্রের আদেশে,
'চূড়াবৃন্দে' এই—সেই 'কূট' সঙ্ঘাতের
হরব্যূহসুমেরুর ? ভুঞ্জিতে ভুঞ্জিতে
বৈরীসৈন্যসেনাপতি গজকূর্ম্মকুলে
দেবঘাতী বুধসিংহ গরুড় দুর্জ্জয়
রক্ষিতেছে যাদিগকে, বিস্তারিয়া তার
ভুজদ্বন্দ্বপক্ষদ্বয় এই সুবিশাল ?

রক্তাক্ত অসিচর্ম্মহস্ত রক্তাক্তশরীরে লম্ফভরে প্রবেশ পূর্ব্বক

প্রাগসিংহ। রাজন্ দানবঘাতী বুন্দীশ্বর বীর, (ভীমরবে

আক্রমিছ, ব্যূহমধ্য ভবৎসুরক্ষিত,
উত্তেজিয়া হতশেষ যোদ্ধৃদলে তার,
দুর্ব্বুদ্ধি পাহাড়সিংহ, দুরাশা এ তার—
অচল চৌহান-চমূ 'বিচলিবে' বলে!
বাঁচিতে কোথায় কেবা পারিয়াছে কবে,
যুদ্ধমুখে হেনরূপে স্পর্দ্ধি অগ্নিকুলে—
ভারতের? অতএব নির্ঘাত প্রহারে,
চলুন চলুন, দেব, চূর্ণি সবাকারে!

মরযোধ। চলুন—নির্ঘাতাঘাতে 'চূর্ণি সবাকারে'!
ঢাকিয়াছি মুহূর্ত্তেকে, ঢাকি আরবার—
তাদের খণ্ডিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিকরে
স্কন্ধভ্রষ্ট শিরোজালে—বসুন্ধরাতল!

বুধসিংহ। 'শিরোজালে' শত্রুদের 'বসুন্ধরাতল'!
কৃতান্ত তাদের আজ হর সাংযুগীন,
জয় মহারুদ্র, জয় সংহারকারিন্!

সকলে। হর-হর-হর-হর ব্বম্ কেদা—র!

(অসি ঘূর্ণিত করিয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্রে—স্থলান্তরে।

রক্তাক্ত অসিচর্ম্মহস্তে রক্তাক্তশরীরে লম্ফভরে প্রবেশ পূর্ব্বক

বীরভদ্রসিংহ। স্মর, ভো ভো অম্বরীয় মহাশূরগণ,— (গম্ভীরস্বরে)
রামের সন্তান মোরা কুশবংশধর ;
ত্রাসিত হইতে স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন
সে কুলের শৌর্য্যবীর্য্যে অতুলবিক্রমে—

পুরাকালে, সেই কুলে জন্ম আমাদের!
"হিন্দুসূর্য্য" মোরা—বীরচূড়া ভারতের!
পলায় যে দিতিসুত দনুসুত-ভয়ে
নিত্য নিত্য ভীরুচিত অমরনিকর
দেশছাড়ি, গৃহছাড়ি; সে দৈত্য দানব
কম্পিত মোদের ডরে দূর রসাতলে!
আমরা দানবত্রাস, দানব আবার
ত্রাসকর চিরদিন দেবতাদলের!
দেবতাও তাই সদা ডরায় মোদের!
মোরা ডরি কারে—ত্রিজগতে? কুলোচিত
ধর বীর্য্য, হও অগ্রসর; ভীমবেগে
প্রবিশ সকলে—ছেদিয়া দক্ষিণপার্শ্ব
এই চৌহানব্যূহের—অভ্যন্তরদেশে।
হর-হর-হর-হর-হর, শিব শম্ভো-ও!
(অসি ঘূর্ণিত করিয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত।)

রক্তাক্ত অসিচর্ম্মহস্তে রক্তাক্তশরীরে লম্ফভরে প্রবেশ পূর্ব্বক

সূর্য্যসিংহ। কার সাধ্য—ত্রিভুবনে কোথা সেই বীর, (ভীমরবে)
যে পারে 'চৌহানব্যূহ ছেদিতে' সংগ্রামে—
সেই স্থলে, বৈরীদল-মাঝারে যেখানে
সঞ্চালিছে সূর্য্যসিংহ সিংহনাদভরে
রুধিরাক্ত অসি এই—বিদ্যুদ্দামপ্রায়
বিষম আষাঢ়মাসে বারিদমণ্ডলে?

রক্তাক্ত অসিচর্ম্মহস্তে রক্তাক্তশরীরে লম্ফভরে প্রবেশ পূর্ব্বক

সমরসিংহ। 'ভীম' কেন, আসুক্ না ভীমতম 'বেগে' (ঘোররবে)
সংহারিতে শত্রুকুল (সাধ্য যদি থাকে)
সেই 'পার্শ্ব'—রক্ষিতেছে যেই পার্শ্বভাগ,

পাষাণপ্রাচীররূপী এই ভুজদ্বয়ে,
দুরন্ত সমরসিংহ দুর্ব্বার সমরে।
আসুক্ না, এখনিই এই চন্দ্রহাসে
দ্বিভাগে বিভক্ত করি অস্তিত্ব তাদের,
পাঠাইব একভাগ সঞ্জমনীপুরে,
অন্য ভাগ গৃধিনীর জ্বলন্ত জঠরে!

সূর্য্যসিংহ। পাঠাব যদ্যপি, তবে পাঠাই এখনি ;
জয় 'আশা পূর্ণা' দেবি, জয় শাকম্ভরি!

উভয়ে। হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা—র!
(অসি ঘূর্ণিত করিয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্রে—স্থলান্তরে!

রক্তাক্ত অসিচর্ম্মহস্তে রক্তাক্তশরীরে লম্ফভরে প্রবেশ পূর্ব্বক

বলভদ্রসিংহ। শোন, ভো ভোঃ সাযুগীন কুশবংশ্যগণ, (উচ্চগম্ভীরস্বরে)
অটল প্রতিজ্ঞা এই কররে সকলে,—
জিনিব এ যুদ্ধ আজ ; না পারি যদ্যপি—
জিনিবারে, দেশে তবে ফিরিব না আর
এ জনমে! ফিরি যদি, ফিরিব রে সবে
নাম মাত্রে, চক্ষু কর্ণ সহিত মস্তক
রাখি এ রুধিরে ধৌত পাঞ্চোলীপ্রান্তরে!
বহিব না নম্রশিরে অবজ্ঞার ভার,
কপোলে কলঙ্ককালি, লজ্জা দুনয়নে!
শুনিব না জননীর তীব্র তিরস্কার,
দেখিব না মুখভঙ্গী উপহাসময় —

বিদ্রূপভ্রূকুটিযুক্ত অপাঙ্গবিক্ষেপ—
বিষাক্ত অধরভঙ্গী—বন্ধুবান্ধবের !
নিপাত নিপাত আজ করিব নিশ্চয়—
ক্ষুদ্রশ্রেষ্ঠ সব বৈরী এই রঙ্গস্থলে ।
কররে প্রতিজ্ঞা এই, প্রতিজ্ঞা পূর্ণিতে—
ধাওরে দুর্দ্দম বেগে, ছেদরে চৌহানে ।
হর-হর-হর-হর-হর, শিবশম্ভো-ও !
(অসি ঘূর্ণিত করিয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত ।)

রক্তাক্ত অসিচর্ম্মহস্তে রক্তাক্তশরীরে লম্ফভরে প্রবেশ পূর্ব্বক

কেশরীসিংহ । 'কার সাধ্য রঙ্গস্থলে ছেদিবে চৌহানে', (উচ্চগর্ব্বিতস্বরে)
আমি যারে রক্ষিতেছি এই খড়্গাধারে ?
ভো অম্বরনিবাসিন্ ক্ষত্রিয়মণ্ডল,
এই হেথা—সেই আমি ; সেই আমি—এই,
এই সেই, বীরসিংহ জনয়িতা যার,
জন্ম যার হরদেশে, যুবরাজ যেই
অন্তর্ধার, সেই আমি রণজয়ী এই—
ক্ষুদ্র ভৃত্য বৈরীজিৎ বুন্দী-অধীশের !
'কেশরীসিংহ' নাম আমার, যার নামে
দূরদেশে থাকিলেও হারায় জীবন
ভয়েই দ্বিষতদল ! এ—সেই কেশরী,
ভাসায়েছে বসুধারে রুধিরে যে আজ
তোমাদেরি জ্ঞাতিদের ! ঢাকিয়াছে যেই
তাহাদেরি ছিন্নদেহে পাঞ্চোলী প্রান্তর !
সেই আমি—এই দেখ খড়্গোত্তম যার
উদ্গারিছে সদ্যঃ পীত রুধিরের ধারা
অরাতির ! সেই আমি জিজ্ঞাসি সবারে,—
কোথা সেই শীরবর-অধীশ্বর বীর,

বীরভদ্র নাম যার—কোথা তিনি আজ ?
হত কি তিনি সমরে, কেশরীসিংহেরে
না দিয়ে 'উত্তর' সেই অসিমুখে তাঁর
'রণস্থলে' ? সত্য নয় মৃত্যু অন্য অস্ত্রে
তাঁর—কেশরীর এই দোধারা থাকিতে !
ডাক তাঁরে, যোদ্ধৃদল ; কহ তাঁরে ডাকি,-
যুদ্ধার্থে হুঙ্কারে তাঁরে করিছে আহ্বান
কেশরী—সেই 'বালক'—রণস্থলে আজ
ছেদিবে মস্তক তাঁর এই খড়্গে যেই !
ডাক শীঘ্র, ডাকিলে না ? সবান্ধবে তবে—
যাও চলি এই দণ্ডে দণ্ডধর-দেশে !
হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা—র !
(অসি ঘূর্ণিত করিয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত ।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

যুদ্ধক্ষেত্রে—স্থলান্তরে ।

যথাপূর্ব্বোক্তবেশে মন্দগমনে প্রবেশ পূর্ব্বক

বলভদ্রসিংহ । কে জানিত এত বীর্য্য হরপুত্রভুজে !
বলভদ্রসিংহ আমি হারিলাম রণে !
ছিন্নশিরা মহাসিংহ চন্দ্রশীরপতি—
চক্রধারে বুন্দীশের ! হর-অস্ত্রাঘাতে—
নিহত অসুরসিংহ ! হাতীসিংহ নাই !
চণ্ডসিংহ, চণ্ডীসিংহ, শক্তিসিংহ শূর,
বীরেন্দ্র, বলেন্দ্রসিংহ, পদ্মসিংহ আদি,
অরিসিংহ, উগ্রসিংহ, ভীমসিংহ বীর,

বাহুসিংহ, খড়্গাসিংহ—আদি নেতা যত,
গতপ্রাণ সকলেই! রণরঙ্গস্থলে—
রুধিরে ধূলায়কৃত কর্দ্দমে মাখিয়া
লোটায় মস্তকহীন অধিকাংশ, হায়,
যত শতপতিগণ!—যমোপম সব
যুদ্ধবীর! ত্রিগুণিত দশশত প্রায়
শুইয়াছে রণভূমে বীরশয্যা পরে—
কুশপুত্র শূর! এই বিশাল প্রান্তর
প্লাবিত, হায়রে, আজ রুধির-প্রবাহে—
সেই সব যোদ্ধৃদের! তাহাদেরি, হায়,
হইয়াছে সমাচ্ছন্ন—শিরস্ত্রাণ-জালে,
ছিন্নশির, মধ্যদেশ, হস্তপদ গ্রামে—
রণস্থল! পড়িয়াছে তুরঙ্গমকুল,
আচ্ছাদিয়া তাহাদের খণ্ডিত শরীরে—
সমর-চত্বর!

যথাপূর্ব্বোক্তবেশে মন্দগমনে প্রবেক পূর্ব্বক

পাহাড়সিংহ।　　　　ধিক্! অকৃতাপরাধে
(সত্যনিষ্ঠ বুধসিংহ, মানিয়াছি তাই
সত্য ব'লে বাক্য তাঁর) অকৃতাপরাধে
শত্রু মোরা চৌহানের! অসঙ্গত ইচ্ছা
সেবয়ের, লোভ ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাঁহার!
জিঘাংসা অবৈধ তাঁর তাহাদের প্রতি।
রোধিনু পঞ্চাশ শত কুশাবহ মোরা
চৌহান ত্রিশত জনে! হোঃ—অন্যায় যুদ্ধ!
পারে না সহিতে কভু হেন অত্যাচার—
ধর্ম্ম; দেবগণ তাই সহায় তাদের
সমরে! আপনি আসি যুঝিছেন তাঁরা,

তাহাদের পক্ষ হ'য়ে দিব্য অস্ত্র করে,
অলক্ষিতে! তাই সে জিনিছে আজ—হর!
ছেদিছে তাই সে তারা বিপুলবাহিনী
মিত্রদ্রোহী সে সেবয়ের!

যথাপূর্ব্বোক্তবেশে মন্দগমনে প্রবেশ পূর্ব্বক

বীরভদ্রসিংহ। তাই; নতুবা—
জানে যুদ্ধ হরাবতী, জানে না অম্বর;
অধীর আমরা সব, বীর স্বধু তারা;
সবল চৌহানচয়, কুশাবহদল
বলহীন; ভালবাসে স্বজাতি স্বদেশে
হরাবতী পুত্রগণ, অম্বরসুতের
স্বদেশ স্বকুলমানে নাই ভালবাসা;
সত্য নয় একটীও এই সিদ্ধান্তের।
কুশাবহ সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ চৌহানের।
তবু জয়ী হর! কেন? দৈববলে বলী
তারা, ধর্ম্ম সহায় তাদের—সেই জন্যে।
কে কবে জিনেছে ধর্ম্মে, কে পারে জিনিতে—
পাদৈক যদ্যপি তিনি—বাহুবলে তাঁরে?

বলভদ্র। না পারুক, জয়-আশা তবু আমাদের। (সদর্পে)
রক্ষিছে দেবতাগণ সত্যই যদ্যপি
হরকুলে, স্পর্দ্ধি তবে যুদ্ধার্থে আমরা
সেই দেবগণে; কীট তারা, তাদিগকে
মোরা কি ডরাই—যদি দেখা পাই রণে?
তমগুণপূর্ণ হৃদে সেই সুরদল
যার যেবা অস্ত্র লয়ে আসুক্ না সব;
আসুক্, কুলিশী, পাশী, দণ্ডী, গদাধারী,
ক্ষুদ্রদেব আর যত—আসুক সকল,

চৌহান-সপক্ষে এই পাঞ্চোলী সমরে ;
করুক সম্মুখ যুদ্ধ, মায়াযুদ্ধ ছাড়ি।
স্থর তারা, শূর মোরা, স্থরে শূরে এই
হউক তুমুল যুদ্ধ, দেখুক জগৎ—
কেবা হারে ! কেবা জিনে ! হোক্ তাই, তবে—
নিশ্চয় আমরা আজ লভিব এ রণে,
রক্ষণীয় সহ বধি রক্ষকনিকরে,
তাদের রুধিরে লিপ্তা বিজয়লক্ষ্মীরে !

বীরভদ্র। 'করুক সম্মুখ যুদ্ধ, মায়াযুদ্ধ ছাড়ি।' (গর্ব্বিতস্বরে)
কিন্তু ধিক্ ! কাপুরুষ অতি দেবগণ !
নই মোরা কালকেয় নিবাতকবচ,
লঙ্কাবাসী নই মোরা রাবণের দূত,
দনুর অপত্য নই, মনুর সন্তান
মানব—মরণশীল—ভারতনিবাসী
রজঃপূত ! তবু তারা ডরায় মোদের !
যেই ডরে অলক্ষিতে চোরারণে আজ
যুঝিতেছে স্থরদল—রণচোর যারা
চিরদিন ! এত যদি ভয়, ভীরুদল,
কায কি তবে তোদের এ রণে ? যা চলি ;
থাকে সাহাস যদ্যপি, দেখা দে সমরে,
কর্ যুদ্ধ মুখোমুখি, এই খড়্গাঘাতে—
অমর যদ্যপি—তবু যা চলি নরকে।
অথবা কর্ করুণা প্রার্থনা, ক্ষমিব ;
যোদ্ধা মোরা আর্য্যবংশ্য, নাহি মারি কভু
ভয়ার্ত্তে শরণাগতে সমরবিমুখে !
বীরধর্ম্ম এই আমাদের—সনাতন !
তুলনা মিলেনা যার স্বর্লোকে ভূলোকে !

পাহাড়। নাই দিক্ 'দেগা' দেব, জিনিব সমরে, (সদর্পে)

করিব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ অবশ্য এ রণে।
এখনো বিংশতি শত যমদূতপ্রায়
আছে শূর অম্বরের—মত্ত বীরমদে ;
ফিরিছি সমররঙ্গে সংহার-নিনাদে
সেনাপতি এই মোরা বীরচতুষ্টয়
ধ্বংসোৎসবে খড়্গধর—দণ্ডধর প্রায়
কৃতান্ত করালরূপী। শতপতিগণ
সাধিছে (যদ্যপি সঙ্খ্যা দ্বাদশ তাদের)
অদ্ভুত বীরের কার্য্য বৈরীদল-মাঝে!
প্রতিজ্ঞা কেননা তবে পূরিবে মোদের ?
কেননা আমরা আজ জিনিব সমরে ?

বলভদ্র। নিশ্চয় 'আমরা আজ জিনিব সমরে' ;
রঘুবংশ কোন্ দিন জয়ী নয় রণে ?

বীরভদ্র। 'রঘুবংশ' চিরদিন বিজয়ী সমরে,
জয় আজ আমাদেরো নিশ্চয় এ রণে।

পাহাড়। কি হেতু হতাশ তবে, হতোদ্যম কিসে ?
চলুন, অকুতোভয়ে অপার বিক্রমে—
সমরতরঙ্গে রঙ্গে ভাসি মহোৎসাহে।

নেপথ্যে। ভো অম্বর-নিবাসিন্ ক্ষত্রিয়মণ্ডল,
কোথা সেই শীরবর-অধীশ্বর বীর
বীরভদ্র নাম যাঁর—কোথা তিনি আজ ?
কেশরী—কৃতান্ত তাঁর—ডাকিছে তাঁহারে
মরিতে, কোথায় তিনি ?

বীরভদ্র। এই যে হেথায়,
হেথায় সে 'শীরবর-অধীশ্বর বীর
বীরভদ্র নাম যাঁর'—আমিই রে সেই।
এখনি মিটাব তব সমরের সাধ,
বালক ; বিলম্ব নাই—যাইতেছি এই। (নিষ্ক্রান্ত)

বলভদ্র। বীরভদ্র ছুটিলেন কেশরীর প্রতি,
গজরাজশিশুপ্রতি ব্যাদিতবদনে
ধাইলেন মদোৎকট ক্রুদ্ধ মৃগরাজ!
ডাকিলা সাক্ষাৎ এই দুরন্ত শমন,
মরিলা মরিলা তুমি মরিলা, কেশরী,
রক্ষা আর নাই তব আজ!

পাহাড় কার আছে?
কোন্ হরচৌহানের 'রক্ষা' আছে আজ
আমাদের খড়্গাঘাতে? চলুন, রাজন্,
ওই যে ওদিকে ঘন ঘোর হুহুঙ্কারে
যুঝেন ভৈরবসিংহ সূর্য্যসিংহ সনে।
সূর্য্য আজ কক্ষচ্যুত হবেন নিশ্চয়
ভৈরবের ভল্লাঘাতে; আমরা দুজন—
চলুন—স্বগণসহ বধি বুন্দীশ্বরে।

বলভদ্র। এখনি 'স্বগণসহ বধি বুন্দীশ্বরে',
চলুন—পাহাড়সিংহ দৈত্যবিঘাতিন্,
জয় শিব শম্ভো, জয় ত্রিশূলধারিন্!

উভয়ে। হর-হর-হর-হর-হর, শিব শম্ভো-ও! জয় পিণা-ক পাণি-ই মহা-শূলি-ইন্!

(অসি ঘূর্ণিত করিয়া নিষ্ক্রান্ত।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্রে—স্থলান্তরে।

বীরদর্পে প্রবেশ পূর্ব্বক

কেশরীসিংহ। মহারাজ বীরভদ্রসিংহ—হো, কোথায়? (উচ্চৈঃস্বরে)

অসি ঘূর্ণিত করিয়া বীরদর্পে প্রবেশ পূর্ব্বক

বীরভদ্রসিংহ। হেথায়।

কেশরী। হা—এই যে! আসুন, মহাভাগ!

বীরভদ্র। আসিলাম এই—সাক্ষাৎ শমন আমি (সবীরগর্ব্বে)
তব—সেই বীরভদ্র,—এই খড়্গ যার—
নীরব নিশিত হররুধিরে রঞ্জিত—
নীরবে এখনি তোমা দিবে প্রত্যুত্তর
সেই আস্পর্দ্ধার! পশি হৃদয়ে তোমার,
হৃৎপিণ্ডের কর্ণে তব কহিবে গোপনে—
বক্তব্য! হইবে তুমি সুখে হতজ্ঞান
শুনিয়া।

কেশরী। ছিলেন, আর্য্য, কোথা এতক্ষণ? (সবীরগর্ব্বে)
দোধারা আমার এই, দেখুন চাহিয়া,
পিয়েছে ক্ষতজ সুধা অবিশ্রামে আজ
শত শত শত তব জ্ঞাতিদের! কিন্তু—
মিটে নাই তবু এর দারুণ পিপাসা!
মিটে নাই, মিটিবে না—না করিলে পান
ওই শিরশ্ছেদোচ্ছল শোণিতের ধারা
আপনার! কিন্তু, দেখ, ছিলেন কোথায়?

দেন নাই এতক্ষণ কি হেতু, রাজন্,
'বালক' কেশরী, তারে দরশন রণে ?
এড়াইতে তারে এতই কি সাধ ? ভীত
এতই আপনি—প্রাণভয়ে ? আঃ—করুণা !
যান্, দেব ; গুরুজন আপনি আমার,
অভয় দি আমি আপনাকে—যান্ চলি।
ভয়ার্ত্তে ভারতি ক্ষত্র করে না প্রহার
অস্ত্র। না নয় মিটিবে অসির পিপাসা
আমার, না নয় হবে প্রতিজ্ঞা পূরণ,
যেতে হয়—যাব নয় অনন্ত নরকে
সেই পাপে ; ক্ষোভ নাই, বাঁচুন আপনি।
ভারতীয় ক্ষত্রিয়ের খ্যাত চরাচরে—
দয়া ক্ষমা।

বীরভদ্র। 'খ্যাত,' বৎস, আরো 'চরাচরে—
ক্ষমা দয়া' বালকের ! লুকায় যতনে
ভয় পেলে ভয় তার চতুর বালক
হেন আস্ফালনে ! আতঙ্ক মনে, বড়াই
বদনে ! চাহে সে—তার বড়াই শুনিয়া,
যা'ক্ শত্রু ক্ষমি তারে, বাঁচুক সে প্রাণে !
আচ্ছা, ক্ষমিলাম ; বাঁচ তুমি, সখাপুত্র !
দিনু ছাড়ি, যাও জননীর কোলে, শিশো !
হাস্যাস্পদ অতি যুদ্ধ তব সনে মোর,
জিনিলেও যশ নাই, কলঙ্ক কেবল !
যাও, বৎস ; মদোৎকট মৃগরাজ কভু
যুঝে কি কাননে সদ্যঃ করভের সনে—
দুগ্ধপোষ্য ? সংহারে সে গজরাজগণে।
কাঁদিবেন বীরসিংহ, বধিলে তোমারে,
প্রিয়সখা ; নিন্দিবেন মোরে—যুঝিলাম

কোন্ মুখে স্তন্যপায়ী শিশুর সহিতে ?
লভিলাম কোন্ কীর্ত্তি বধিয়া তাহারে ?

কেশরী। কেশরীর পিতা নন নীচাত্মা তেমন—
'কাঁদিবেন' পুত্র তরে, যদি পুত্র তাঁর
শোয় কভু রণভূমে বীরশয্যাপরে !
'কাঁদিবেন', কিন্তু, যদি অপূর্ণপ্রতিজ্ঞ
(না বিদারি এই খড়্গে হৃৎপিণ্ড তব)
কুপুত্র তাঁহার এই ফেরে তাঁর পাশে—
কেশরী।

বীরভদ্র। সুপুত্র তবে হও রে বাচাল,
ধর খড়্গ মরিবারে। (অসি ঘূর্ণিত করিয়া আক্রমণ)

কেশরী। ধরিলাম এই
মরিবারে। (অসি ঘূর্ণিত করিয়া প্রতিআক্রমণ)
(অসিচর্ম্মযোগে উভয়ের ঘোর যুদ্ধ।)

বীরভদ্র। কর পূর্ণ প্রতিজ্ঞা তোমার !

কেশরী। আশীর্ব্বাদ দেন।

বীরভদ্র। এই যাও যমঘরে !

কেশরী। সাবধান, দেব !

বীরভদ্র ! রক্ষ শির আপনার !

কেশরী। সাধু আর্য্য সাধু ! বীর যথার্থ আপনি !
পরীক্ষা দাসের—এই নিন্ !

বীরভদ্র। সাধু, বৎস !
জানিলাম যুদ্ধ তুমি শিখেছ কিঞ্চিৎ !

কেশরী। শ্লাঘ্য আমি তবে—তুষিলাম আপনাকে
যুদ্ধে ! আরো তুষ্ট এখনি করিব—ছেদি
দেহ তব !

বীরভদ্র। মর তবে ; বীরসিংহ, হও
বংশহীন এই।

কেশরী। হ'লেন না তিনি ; কিন্তু—
আছে কি 'যথার্থ' মোর না আছে, রাজন্,
'পৌরুষ', দেখুন এই।

বীরভদ্র। দেখিলাম—বেশ! (পতিত)
এস হে মোদের প্রভু নীচাত্মা সেবয়,
দেখ আসি, মহারাজ, ধর্ম্মের কি বল!
কিরূপে ধার্ম্মিকগণে রক্ষেন যতনে
দেবগণ—দেখ আসি এই রণস্থলে!

কেশরী হর-হর-হর-হর-হর—ব্বম্ কেদা—র!
(ঘোরনাদে শঙ্খধ্বনি করিয়া)
দেব!

বীরভদ্র 'দেব' সহায় তোদের, ধর্ম্ম বল!
তাইরে তুইও আজ পারিলি বধিতে
শত শত যুদ্ধজয়ী—হিন্দুম্লেচ্ছত্রাস
বীরভদ্র বীরে! নতুবা কি সাধ্য তোর,
ক্ষুদ্র কীট তুই! জান—দৈবই দুর্জ্জয়
চিরদিন!

কেশরী করিয়াছি অপরাধ, তাত, (সবিনয়ে)
ক্ষমুন দাসেরে; সাংঘাতিক এ আঘাত!
কিন্তু ক্ষমা; করিয়াছি প্রতিজ্ঞা পূরণ,
পালিয়াছি ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের; যেই ধর্ম্ম
শিখাইলা দাসে, দেব, শিশুকাল হ'তে—
আপনি আপন সখা; ক্ষমুন অধমে,
করুন আশীস্,শিরে দেন শ্রীচরণ! (চরণ মস্তকে ধারণ ও ত্যাগ)

বীরভদ্র। 'শিশুকাল' গত তোর হয়নি এখনো, (সাহ্লাদে সহাস্যে)
কেশরী; এখনো, বৎস, শেখ্‌রে যতনে—
বীরধর্ম্ম ভারতীয় আর্য্যবীরদের!
ছিল না—নাইরে যার তুলনা ত্রিলোকে,

স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষ সপ্ত মন্বন্তরে !
প্রাণপণে, কেশরীরে, পালিস্ নিয়ত
ক্ষত্রধর্ম্ম, ভ্রষ্ট কভু হ'স্ না তা হ'তে।
আমারেও পারিলি বধিতে ! বীর হ'লি
আজ হ'তে তুই ! তুষ্ট আমি তোর পর !
আশীর্ব্বাদ করি—ঘোর সম্মুখ সমরে,
নিশিত আয়ুধ আর শূরত্ব সহায়ে,
বৃদ্ধি কর নিত্য, বাছা, এই যশোরাশি,
লভিলি যা মোর বুক বিদীর্ণ করিয়া !

কেশরী। কৃতার্থ দাস চরণাশীর্ব্বাদে ; কিন্তু, হাঃ !— (সখেদে)
বধিলাম গুরুজনে প্রিয় বন্ধুবরে
পিতার ! কেমনে, ধিক্, কহিব এ কথা
তাঁয় !

বীরভদ্র। 'রাম রাম' মোর জানাইও তাঁরে,
কেশরী ; বলিও—তাঁর পুত্রের কল্যাণে
প্রিয়তম সখা তাঁর—গিয়াছে গোলোকে ! (ভগ্নস্বরে)
স্বর্গদ্বার খুলে তার দিয়াছে কেশরী !
আ—যাই ! জননি জন্মভূমি—মা, বিদা—য় !
ঐ গোলোক ! আ কি সুন্দর ! হরি, না—ও ! (মরিলেন)

কেশরী। হাঃ ! (সখেদে)
নিলেন গোলোকে হরি পূত আত্মা তব !
এই যে রোধিল বাক্—ফুটিবে না আর
এজনমে ! পড়িল রে সাধুশিরোমণি
অম্বরের ! কুশবংশবিশালসরসে—
সুশ্বেত সহস্রদল শুকাল অকালে !
শুয়েছেন পৃষ্ঠোপরে, রুধিরে মাখিয়া,
দেবতুল্য মহাশয়, মহোচ্চহৃদয়,
পাঁচহস্তদীর্ঘকায়, বিরাটমূরতি,

অসীমসাহসী মহাবীর! ধিক্ তোরে, (বাষ্পাকুলস্বরে)
কেশরী; বধিলি আজ দারুণ প্রহারে—
বিমল বাৎসল্যপূর্ণ পিতৃতুল্য তোর
হেন মহাত্মারে!
(ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া সহসা)
কিন্তু এ সমর-ক্ষেত্র!
আত্মপর-ভেদজ্ঞান না আছে সমরে!
আসিতেন যদি মোর জনক আপনি,
যুঝিতেন মোর সনে, ছেদিতাম তবে
তাঁহারো মস্তক আজ এই খড়্গাঘাতে!

নেপথ্যে। অহহঃ! মহারাজ ভৈরবসিংহ হত! মহারাজ ভৈরবসিংহ হত! সূর্য্যসিংহের দারুণ ভল্লাস্ত্রপ্রহারে ধূনীপতি মহাবীর ভৈরবসিংহ আজ হত!

কেশরী। আ—'হত'! 'ভৈরবসিংহ গত'! মৃত হেথা (গর্ব্বিতস্বরে)
বীরভদ্র এই! ভো ভোঃ কুশপুত্রদল,
পূর্ণিতপ্রতিজ্ঞ, সবে হের হেথা আজ,
এই মোরে—কেশরীরে! হের দেখ আর—
চূড়াসহ মহামেরু ভেঙ্গেছে 'পতঙ্গে'!
কতজন আর আছরে জীবিত? কহ—
এই খড়্গো কেশরীর কত ঘাতে আর
জয়লক্ষ্মী বুন্দীশ্বরে আলিঙ্গিবে আজ?
কী! উত্তর নাই? এখনো আস্পর্দ্ধা এত?
নির্ম্মূল তবে রে আজ করিব নিশ্চয়,
বীরভদ্ররক্তে রাঙ্গা এই খড়্গাঘাতে,
সীতা মার বংশাবলী পাঞ্চোলী সমরে!
হর-হর-হর-হর-হর—ব্বম্ কেদা—র!
(অসি ঘূর্ণিত করিয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্রে—স্থলান্তরে।

বিষাদভরে ধীরে ধীরে প্রবেশ পূর্ব্বক

সূর্য্যসিংহ। ভবেশভৈরবরূপী ভৈরবমূরতি (সখেদে)
নাই তুমি আর, হা ভৈরব—প্রিয়সুহৃৎ!
(ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া)
কিন্তু ধিক্! কেন শোক হতবৈরী-তরে?
ধন্য আমি! শৌর্য্য আজ সফল আমার
এতদিনে!—পারিয়াছি বধিতে সমরে,
এই ভুজবীর্য্যে মম এই ভল্লাঘাতে,
দেশদ্রোহী—কুলদ্রোহী—রাজদ্রোহী মোর—
সুতরাং এই মম পরম শত্রুরে! ভো
বৈরী বীরচয়,—

অসি ঘূর্ণিত করিয়া বীরদর্পে প্রবেশ পূর্ব্বক

বলভদ্রসিংহ। বৈরী করিতে বিজয়— (ভীমরবে)
স্মৃতিমাত্র সমাগত ভীমখড়্গ করে,
সুহৃদ্ঘাতিন্ সুহৃত্তম, সুহৃত্তব সেই
এই আমি বলভদ্র—কৃতান্ত কঠোর
আজ আপনার!

সূর্য্য। যদি 'কৃতান্ত' আমার
আপনি, স্বাগতং ভবতঃ! কৃতান্তভয়
ঘুচাব আমার—ঘোর অসিমুখে এই
পাঠায়ে কৃতান্তপুরে কৃতান্তে আমার—
এখনি।

বলভদ্র। ধরুন্ খড়্গা, দেখুন্ না তবে—
'কৃতান্ত'-কঠোরকীর্ত্তি—ওই গলদেশে!
বাঁচান মস্তক তব, লোভ কৃতান্তের
ওরি প্রতি!

সূর্য্য। এরি প্রতি যদি, লভ গতি
ভৈরবসিংহের—এই যাও পাশে তাঁর!

(অসিচর্ম্মভল্লযোগে উভয়ের ঘোর যুদ্ধ।)

বলভদ্র। প্রতিবিধিৎসিতে মৃত্যু ভৈরবসিংহের—
মুণ্ড তব এই এবে গড়াক্ ভূতলে!

সূর্য্য। শোও তবে এই ঘাতে ভৈরবের পাশে! (বলভদ্রসিংহ পতিত)
হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা—র!

(ঘোরনাদে শঙ্খধ্বনি করিলেন।)

বলভদ্র। শুইয়াছি, দেব!

সূর্য্য। শুয়েছেন, বীর! হায়, (সখেদে)
অনিমিত্ত আত্মদ্রোহে আত্মীয়ের হাতে—
হত আপ্ত মহাপ্রাণ! গত বলভদ্র—
সুহৃৎ!

বলভদ্র। শুইয়াছি, আর্য্য, সাধের শয্যায়,
স্বদেশ স্বজাতিকুল-গৌরবের তরে,
সম্মুখ সমররঙ্গে! ভাগ্য এর চেয়ে—
দেশভক্ত মানবের কি আছে জগতে!
পূর্ণ মোর মনোরথ আজ! ঐ দেখুন—
আলিঙ্গিয়া প্রেমাদরে লইতে আমারে,
প্রসারি মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা,
খুলিয়া স্বর্গের দ্বার, দাঁড়া'য়ে দুয়ারে—
অপ্সরী! আ—তৃপ্তি! যা-ই! (মরিলেন।)

সূর্য্য। গেলেন সত্যই! (সখেদে)
সত্যশীল বীররত্ন! সত্যধর্ম্ম রক্ষি

ক্ষত্রিয়ের—সুরলোকে সুরবালা-সনে
গেলেন ঐ!

(ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া)

আমিও যাইব! অধিরাজ
বুধসিংহ, রক্ষিতে তাঁহারে বৈরীহস্তে,
গঠিলা মধ্যমাগ্রজ সিঁড়ী দিল্লীপুরে—
নিজ অসিহত শত শত্রু-শিরচয়ে! *
গেলেন সুরযলোকে 'জয়ৎসিংহ' ভাই—
সে সিঁড়ীর ধাপে ধাপে অর্পি সেই দিনে
পাদপদ্ম! আমিও গঠেছি সিঁড়ি আজ
সেইরূপ—রক্ষিবারে সেই 'অধিরাজে'
'বৈরী-হস্তে'! সেইরূপে আমিও যাইব
সেই 'সূর্য্যলোকে'! ভো বৈরীবীর,—

অসি ঘূর্ণিত করিয়া বীরদর্পে প্রবেশ পূর্ব্বক

পাহাড়সিংহ। ভো বীর! (ভীমরবে)

যাইতে 'সুরযলোকে' বাসনা যদ্যপি,
যান্ তবে; সমাগত আপনি পাহাড়!
শিখর দোর্দ্দণ্ড ভুজ, উচ্চ শৃঙ্গবর—
ভীষণ ভল্লাস্ত্র; উঠি চূড়াগ্রে ইহার,
যান্ চলি—এখনি! ধরুন অস্ত্র—শীঘ্র,
বিলম্ব না সহে।

---

* একদা বুধসিংহ অল্পমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে দিল্লীর বহির্ভাগস্থ প্রান্তরমধ্যে অশ্ব ফিরাইতেছিলেন। কোটার বিদ্রোহী সামন্ত ভীমসিংহ সসৈন্যে সহসা তাঁহাকে তথায় আক্রমণ করেন। বুধসিংহের সঙ্গীগণ মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক সেই অসঙ্খ্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান করিয়া 'আলীবর্দ্দি খাঁর সরাই' নামক নিরাপদ স্থানে গিয়া আশ্রয় লয়। বুধসিংহের পিতৃব্য মহারাজ জয়সিংহ সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।—টড্।

সূর্য্য। হো-ও! 'বিলম্ব না সহে'
গঠিতে সাধের সিঁড়ী তোমাদের শিরে!
ধর ভল্ল, দাও মুণ্ড, যাও চলি শেষে
মিত্রদল-পাশে তুমি,—যাও।

(ভল্লচর্ম্মযোগে উভয়ের ঘোর যুদ্ধ, এবং সূর্য্যসিংহ পতিত।)

পাহাড়। হর-হর-হর-হর-হর, শিব শম্ভো-ও!
(ঘোরনাদে শঙ্খধ্বনি করিয়া)
কে যাইল,
দেব?

সূর্য্য। আমি—অতি ভাগ্যধর আজ, বৎস;
অসমান যুদ্ধে এই বৃদ্ধ ভুজবলে—
ছেদিয়া অসঙ্খ্য অরি, রক্ষিবার তরে
কুলমান স্বাধীনতা রাজার জীবন,
যাই আমি! লভিনু আজ বাঞ্ছিত ফল—
আশৈশব অসিভল্লধারণ ব্রতের
মোর! সাধুব্রত আজ হ'ল উদ্‌যাপন
সুখে! মরণ সার্থক, জনম সফল
মোর! যাই, পদাশ্রয়, হে ব্রহ্মাণ্ডপতে,
দাও দাসে! (মরিলেন।)

পাহাড় হায়! খসিল ভাস্বর সূর্য্য! (সখেদে)
লোটায় ভূতলে একাংশ, অন্য অংশ ঐ—
মিশাইল সূর্য্যলোকে সূর্য্যতেজঃ সহ!
ধন্য, দেব, আপনি—সাধু সার্থকজন্মা
মহাবীর!
(ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া)
কিন্তু পূর্ণিত প্রতিজ্ঞা-অর্দ্ধ
মোর, চক্রাঘাতে শির লইব কাটিয়া—
এখনিই; (চক্রনিষ্কাসন)

চর্ম্ম ও কুঠার আস্ফালন করিয়া বীরদর্পে প্রবেশ পূর্ব্বক

বুধসিংহ। কার সাধ্য ? বুন্দীশ্বর বলী (ভীমরবে)
এ কুঠারধর—বজ্রধর আজ—তব
পক্ষে বজ্রী ; হে পাহাড়, বজ্রঘাত এই
সহ এবে, দাও যুদ্ধ, লোটাও ভূতলে—
চূর্ণচূড়ে !

পাহাড় চাই যাঁরে, আপনি আগত (গর্ব্বিতস্বরে)
সেইজন ; অপরার্দ্ধ পূরাই আমার
প্রতিজ্ঞার, চক্রাঘাতে এই—খস ভূমে,
রাজশির !

(চর্ম্মচক্র কুঠার যোগে উভয়ের ঘোরযুদ্ধ, এবং পাহাড়-
সিংহের পতন ও মৃত্যু।)

বুধ। হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা—র ! (ঘোরনাদে শঙ্খধ্বনি করিয়া)
'রাজশির' চূর্ণিত হইল ! (সখেদে)
মুখে একটীও, হায়, ফুটিল না ভাষ !
শুদ্ধ আত্মা শিবলোকে ল'য়ে যায় ওই—
শিবদূত !
(চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সহর্ষে)
কিন্তু, আ !—বিজয়লক্ষ্মী আজ
আমারই ! হত পঞ্চ মহারাজ, দূরে
হটিয়াছে অবশিষ্ট।

মরুযোধসিংহ, সমরসিংহ, প্রাগসিংহ ও
কেশরীসিংহের বেগে প্রবেশ।

মরুযোধ। 'হটিয়াছে' সত্য।
আসিছে, রাজন্, কিন্তু (দেখেছে প্রতাপ—

গিরি-শৃঙ্গে উঠি বীর) প্রভঞ্জনবেগে,
ভরিয়া দিগন্ত ঘোর শঙ্খসিংহনাদে,
অযুত সঙ্খ্যক প্রায় অশ্বারোহী শূর
অম্বরের!

বুধ (সদর্পে) আসুক না, যুঝিব আমরা;
কারে ভয়? হরপুত্র ডরে কি কাহারে—
জগতে?

মরযোধ। না; যোদ্ধা কিন্তু কই আপনার?
জীবিত বিংশতি হেথা, পঁচিশ পর্ব্বতে—
তব সৈন্য, শ্লাঘ্য রণে প্রস্তুত মরিতে,
কিন্তু বৃথা! রহিবে না রাজপ্রাণ! হবে
বিফল এ জয়লাভ, বিফল প্রয়াস,
বিফল মন্ত্রণা আর্য্য সূরযসিংহের!

বুধ। (গর্ব্বিতস্বরে) পলাইবে বুধসিংহ তবে—প্রাণভয়ে?

মরযোধ পলায়ন নহে, প্রভো,—বিজয়ী আপনি
সমরে; চলুন বাগুই নগরে; নহে
নিরাপদ বুন্দীপথ, আক্রমিবে বৈরী-
দল পথে! বাইগু ঘুরিয়া মোরা যাব
বুন্দীপুরে।

বুধ (সনির্ব্বেদে) হায়! শত্রুহস্তে অর্পি তোরে,
প্রিয় জন্মভূমি, পলাই মা আমি আজ!
কুপুত্র আমিরে তোর! ফুরা'য়েছে, হায়,
ভাগ্য মোর! উঠ, কাকা, হিতবাক্য দাসে
কহ এ বিপদে—পালাই কি বুন্দী যাই?
কোথা কাকা! কে আর কহিবে হিতকথা!
কে আর এ কুল মান রক্ষিবে বিপদে!
জনমের মত, কাকা, হারাইয়া তোমা,
জনমের মত বুঝি হারাইনু মোরা—

জন্মভূমি ! নতুবা কাঁদিছে মোর কেন
রে পরাণ, ক্রোড়ে করি প্রিয়তমা এই
জয়লক্ষ্মী !

(সকলের অশ্রু মোচন ।)

মরুযোধ । শীঘ্র, মহারাজ ; শক্রকেতু (সবাষ্পে)
উড়িছে আকাশে ঐ ! আদেশ, প্রভো, দিন্
ভৃত্যবর্গে, চলুন ।

বুধ । (জানুতলে বসিয়া, সূর্য্যসিংহের চরণ অঙ্কে ধরিয়া সবাষ্পে)
ক্ষমা, কাকা, করুন
পামরে ! হ'ল না সাধ্য অন্ত্যেষ্টি করিতে !
থাকুন বীরশয়নে, বীর ! প্রাণভয়ে
যাই আমি, ধিক্ মোরে—হরকুলাধম !

(চরণ ত্যাগ করিয়া উত্থিত)

সকলে । দিন্ পদধূলি, দেব ! চরণাশীর্ব্বাদে (সূর্য্যসিংহের পদধূলি গ্রহণ)
পারি যেন আমরাও করিতে শয়ন
হেন সুখশয্যাপরে, স্বদেশের তরে—
সাধি হেন বীরকীর্ত্তি সম্মুখ সংগ্রামে !

বুধ । (ঘোররবে শঙ্খধ্বনি করিলেন ।)

সকলে । (যুগপৎ শঙ্খসকল প্রধ্মাত করিয়া)
হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা—র !

(সকলের প্রস্থান ।)

পঞ্চম অঙ্কাংশ অঙ্কাবতার।

যুদ্ধক্ষেত্রে—সেই স্থলে।

দ্রুতপদে প্রবেশ পূর্ব্বক—দূত

সুবলসিংহ। দুর্গা দুর্গা দুর্গা! না ডরি মরিতে, মাতঃ,
রাজকার্য্য সাধিয়া মরিব—এই ভিক্ষা।
কহিবারে বীরসিংহে এ সব বারতা—
রাজাদেশ মোর প্রতি; নিরাপদে যেন
যথাকালে, জগদম্ব, পারিগো পালিতে
সে আজ্ঞা; বুন্দী রক্ষা, হে কৃপাণধারিণি,
তবে সে হইবে—কৃপাণের কৃপাবলে
তব, কৃপাময়ি! যাই আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে। (নিষ্ক্রান্ত)

প্রবেশ পূর্ব্বক—জয়সিংহের তৃতীয়দূত রাওবৎ

কানাইসিংহ। গেছে গেছে, সব গেছে! হাঃ! কি আর আছে!
অম্বরের অবশিষ্ট অষ্টশত শূর,
অরিজিৎসিংহ সহ! সেই মাত্র এক—
শতপতি পঞ্চাশৎ মাঝারে—জীবিত!
হোঃ! অদ্ভুত যুদ্ধ! সাধে কি বিখ্যাত হয়!
গৌরব সাধে কি তার! এই শৌর্য্যবলে
শ্রেষ্ঠতম—জগতের যোদ্ধৃকুল মাঝে—
চৌহান! অম্বরপুরে নিশার সমরে,
এই বীর্য্যে দ্বিসহস্র 'শিলাপোষ' শূরে*

*অনুক্ষণ অস্ত্রধারী সেনাদল।

অবলীলাক্রমে তারা করিল প্রদান—
বীরগতি! কভু নাহি ডরে বৈরীদলে,
অসঙ্খ্য যদ্যপি বৈরী, এই বীর্য্যবলে
হর! বুকে বল অসীম তাদের; তাই—
গ্রাহ্য তারা কভু নাহি করে কাহাকেও
জগতে! ত্রিশত আজ তাই সে চৌহান
যুঝিল পঞ্চাশ শত সারাৎসার এই
কুশাবহ বীরসনে—সম্মুখ সমরে!
যুঝিল, জিনিল, কার্য্য করিল দুষ্কর—
রণরঙ্গমুখে তারা ভুজবীর্য্যবলে!
ধন্য হর! ধন্য হরাবতি—বীরধাত্রি!
জননি, তুমিও ধন্য, হে ভারতবর্ষ!
অদ্যাপিও গর্ভে তব, রত্নগর্ভা তুমি,
জন্মে হেন সুতবৃন্দ! যাদের সুযশ,
(দেখিলাম এইমাত্র জ্যোতির্গণনায়)
শতমুখে, পুলকের উচ্ছাসে ভাসিয়া,
গাইবে ফিরিঙ্গীযোদ্ধা ইতিহাস-গানে;
বীরকীর্ত্তি না'চাবে সে বীরের ধমনী!

(ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া)

হা হত বীরকুঞ্জর পঞ্চ মহারাজ! (বাষ্পাকুলস্বরে)
সূর্য্য পঞ্চ অম্বরের! গঠরে, অম্বর,
স্মরণার্থে প্রত্যেকের—সমাধিমন্দির,
যেই যেথা শুইয়াছে সুবীরশয়নে—
সেই স্থলে!—

নেপথ্যে। হর-হর-হর-হর-হর, শিব শম্ভো-ও!

কানাই। ঐ! সৈন্যগণ বুন্দী অভিমুখে প্রস্থানের উদ্যোগ ক'চ্ছে! ওদের অগ্রে গিয়ে আমায় দলিলসিংহের নিকট রাজাজ্ঞা নিবেদন ক'র্‌তে হবে। আর বিলম্ব নাই, দ্রুতপদে আমি প্রস্থান করি। (বেগে নিষ্ক্রান্ত।)

গড়াগড়ি দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক

প্রহ্লাদসিংহ। সব গ্যাছে ত? (চতুর্দ্দিক দর্শন করিয়া) গ্যাছে, কোন শ্বশুর কোথায়ও নেই। (আস্তে আস্তে উঠিয়া) আমি বেঁচে আছি—অ্যাঁ? আর এ শ্বশুর লোক সব ম'রে গ্যাছে? তাই-ই; এ যাত্রাটা ত বাঁ'চ্লাম! ম'রেছিলাম তাই বাঁ'চ্লাম,বেঁচে থা'ক্লে নিশ্চয় আজ ম'র্তে হ'ত! ঐ মরা আক্তা ঘোড়াটা যাই নিকটে ছিল, তাই আজ আমার রক্ষা! ওর পেছনের পা দুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মাথাটা আমার লুকিয়ে রেখেছিলাম; তাই আজ শত্রুর তলোয়ারের চোট থেকে এটা বেঁচে গ্যাছে,—ঘোড়াটার ছি! ছি! ছি! তাই মনে ক'রে শ্বশুরেরা কেটে ন্যায়নি। হা ধিক্! এমন যে আমার মাথাটা, সেটা হ'ল কি না—এক্টা আক্তা ঘোড়ার ছ্যা! ছ্যা! ছ্যা! কি আর ব'ল্ব! হবেই ত, ওটার মত (মস্তকে হাত দিয়া) এটার মধ্যেও কিছু নেই! খালি খোলটা! এটার মধ্যে কিছু থা'ক্লে কি আর ভারতীয় ক্ষত্রিয় হ'য়ে এটাকে বাঁচাবার জন্য এতদূর [illegible]কার স্বীকার ক'র্তে আমার বুদ্ধি হ'ত? হোক্ গে,আমি বেঁচে থাকি,পুণ্টুরী আমার লোহার বজ্র হ'য়ে বেঁচে থা'ক্; কিন্তু মুখোমুখি যুদ্ধ আর কক্‌খন ক'র্ব না। দাঁড়াও না, নির্ব্বিঘ্নে যুদ্ধ ক'র্বার একটা ফন্দি ঠাওরাচ্ছি। (চিন্তা করিয়া) তা ত ঠাওরাব,কিন্তু কানাইসিংহ বেটা দলিলসিংহের নিকট কি 'রাজাজ্ঞা নিবেদন' ক'র্তে গেল? দলিল কি তবে বিশ্বাসঘাতক? তাইরে তাই! নিশ্চয় জয়সিংহ লোভ দিয়ে দলিলটেকে হাত ক'রেছে! তবেই ত মুস্কিল! হাঁটুটোয় ভারি চোট্ লেগেছে, ঘোড়াটাও নেই; কি করি? ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে গ্রামটায় যাই, একটা ঘোড়া পাই কি না—দেখি। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও যদি আমি বীরসিংহকে এ সম্বাদ দিতে পারি,তা'হলেও বুন্দীর রক্ষা! (চলিতে উদ্যম করিয়া) হিঁ-হিঁ-ইঃ! তবেই হ'য়েছে! আমি যতক্ষণ এম্‌নি ক'রে ন্যাংচাব, ততক্ষণ কানাই-সিংহ কাঁহা কাঁহা মুলুকে গিয়ে প'ড়্বে। যা'ক্ না,সুবলসিংহ ত 'দুর্গা দুর্গা' ক'রে আগেই গিয়েছে, আমিও কালী কালী ব'লে ন্যাংচাই, দেখি-কদ্দূর কি হয়। (ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে নিষ্ক্রান্ত।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দলিলসিংহের প্রমোদোদ্যান। সময়—প্রথমরাত্রি।

তারাগড়দুর্গাধ্যক্ষ মহারাজ দলিলসিংহ আসীন

দলিলসিংহ। বৃথা তুমি, শোভাদেবি, খেলিছ চৌদিকে—
এ সুখ-প্রমোদোদ্যানে! প্রমোদ কোথায়
মোর আজ! আকুল হৃদয় দুশ্চিন্তায়!
কর্ত্তব্য কি, রাখি কোন্ দিক্? এক দিকে,—
সেবয়নন্দিনী—সদ্যঃফুল্ল সুধাময়ী
প্রভাতপদ্মিনী! সাধ্বী প্রেরিয়াছে মোরে
প্রথম—প্রেমতরুর তাহার—সুফল,
পতিদেব পদে তার বরিয়া আমারে—
প্রেমাদরে। বুন্দীরাজ্য বিবাহযৌতুক—
পরিপূর্ণ সুখৈশ্বর্য্যে, সুররাজ্যপ্রায়
মহীতলে। অহো, অতি দুর্জ্জয় এ দুই
প্রলোভ! অন্য দিকে পুনঃ,—ন্যায়ানুগত
রাজা, রাজভক্তি, স্বদেশবাৎসল্য, সহ—
স্বজাতি-গৌরবমান, দেশ-স্বাধীনতা,
যশ আদি,—প্রাণান্তে যা রক্ষা করা সদা—
ধর্ম্ম মনুজের। রাখি ধর্ম্ম যদি, ভাগ্য
হারাই; ধর্ম্মভ্রষ্ট হই, ভাগ্যে রাখিরে
যদ্যপি। প্রসন্না মোরে উভয়েই এবে—
লক্ষ্মী সরস্বতী; উচিত কি পদাঘাত

তাঁদের উদ্দেশে ? কিম্বা উচিত কি, যদি—
হই আমি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক
নরকুলাধম ?

(চিন্তা করিয়া)

পিশাচযোগ্য জঘন্য
দুষ্কর্ম্ম—বিদ্রোহ আর বিশ্বাসবিনাশ—
অনার্য্য ; আর্য্যসুত আমি, পিশাচ নহি ;
প্রবৃত্তি এ হেন কার্য্যে আমার হইবে—
স্বার্থলাভ-আশে ? ধিক্ ! সাধিতব্য বটে
স্বার্থ ভবে ; সাধে যে, 'প্রাজ্ঞ' সে—শাস্ত্রমতে ;
মূর্খ সেই, স্বার্থ হারায় যে জন। কিন্তু—
স্বার্থার্থে কি করা যায় তাই ব'লে কভু
দুষ্কর্ম্মও ? জন্মে নাকি পাপ তায় ? থাকে
নাকি দুষ্কর্ম্মত্ব দুষ্কর্ম্মের—স্বার্থতরে
হয় অনুষ্ঠিত যবে ? থাকে অবশ্যই ;
দুষ্কর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম, পাপ পাপ—সর্ব্বদাই।
স্বার্থতরে দুষ্কর্ম্ম যে করে, পাপী বরং
ঘোরতম সে—অতি অহৃদয় পাষণ্ড।

(চিন্তা করিয়া)

করে কিন্তু প্রায় সকলেই—সর্ব্বদেশে
হিন্দুম্লেচ্ছ সর্ব্বজাতিমাঝে—সর্ব্বকাল।
সকলেই পাপী তবে, পুণ্যশ্লোক স্বধু
আমি ! পাষণ্ড সকলে, আমিই ধর্ম্মিষ্ঠ !
সকলেই অহৃদয়, হৃদয় একটা
আছে আমার কেবল ! এ বড় স্পর্দ্ধার
কথা, হাস্যাস্পদ অতি—এ প্রলাপ। হো-ওঃ !-
কঠিন সমস্যা ! সাধু মীমাংসা ইহার
কি ?

(চিন্তা করিয়া)

মীমাংসা এই,—সকলে যা করে, ধর্ম্ম
সেই, ধর্ম্ম যাহা, কর্ত্তব্য আমার তাই।
স্বার্থসাধনই সদা ধর্ম্ম সনাতন—
মানবের ; কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম হয়, কৃত
তাহা স্বার্থার্থে যদ্যপি, পাপ নাই তাহে।
পাপ বরং পদাঘাতে সৌভাগ্যলক্ষ্মীরে—
গৃহাগতা। হইলাম আজ হ'তে তবে
ধর্ম্মশীল আমি সাধু, ছিঁড়িলাম এই
যজ্ঞসূত্র, ফেলাইনু দূরে এরে ; সুখে (তথা কৃত)
করিনু ত্যাগ স্বীকার—বংশমর্য্যদার,
স্বাধীনতা জাতীয়ত্ব স্বধর্ম্মনিষ্ঠার,
মহত্ত্ব জিতেন্দ্রিয়ত্ব জাতিগৌরবের,
সংক্ষেপতঃ আর্য্যসুতত্ত্বের। হইলাম
উদাসীন আমি, ত্যজিলাম মায়া মোহ
স্বদেশের ; অনায়াসে করিব তাহারে
করপ্রদ পদানত সেবয়রাজের—
নিঃসঙ্কোচে। হইলাম সাধু, স্বার্থতরে
এবে আমি যা ইচ্ছা করিব, হইবে না
পাপ ! বাঃ, কি মাহাত্ম্য ! সিদ্ধান্ত তবে এই
স্থির ; যাই, পত্রোত্তরে পাঠাই লিখিয়া—
সর্ব্বান্তঃকরণে মোর সম্মতি প্রস্তাবে,
গৃহিনু সবহুমানে স্নেহতরুফলে।

(উত্থান পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাঞ্চোলী হইতে বুন্দী আসিবার অরণ্যময় পথ।

সময়—সেই রাত্রি।

অম্বররাজের দ্বিতীয়দূত বলাইসিংহের প্রবেশ।

বলাইসিংহ। (চলিতে চলিতে) চতুর্দ্দিকে নিবিড় নিস্তব্ধ বিশাল বন; তাতে চন্দ্রমার সুধাময় বিমল কিরণজাল পতিত হওয়াতে প্রকৃতির কি সুন্দর রূপরাশিই বিকাশিত হ'য়েছে! না হবেই বা কেন? একে এরূপ স্থানেরও এরূপ সময়ের সামঞ্জস্য, তাতে প্রকৃতি স্বভাবতই যার পর নাই মনোহারিণী! বস্তুত,ও—

যত আছে চারু বস্তু ধরাধাম ভরি।
প্রকৃতির তুল্য কেহ না হয় সুন্দরী॥

কিন্তু, অয়ি সুপ্রকৃতে!

সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ তব আছে লো জগতে
দুইজন, একজন পশেন অরণ্যে
ফুল্লচিত্তে,—যেখানে ও রূপরাশি তব
খেলেরে অধিকতর মনোহরভাবে,
ঈশস্বরূপিণী তুমি, মুগ্ধ তব রূপে—
ঈশ্বরপ্রেমিক তিনি সাধু; অন্যজন—
ডুবিয়া ভাবসাগরে, ভুলিয়া সংসার,
খুলিয়া হৃদয়দ্বার, বসিয়া বিরলে—
তব সনে প্রেমালাপে হন নিমগন,
কবি তিনি; এ দোহার স্নিগ্ধ নেত্রপথে—
তুমিই একটীমাত্র সুন্দরী জগতে!

কে আসে—হো?

প্রবেশ পূর্ব্বক—অম্বররাজের প্রথম দূত রাওবৎ

বলোদরসিংহ। কে? বলাইসিংহ যে! তুমি কোথা থেকে? কি খবর?

বলাই। তোমার খবর কি, তাই আগে বল—দলিলসিংহ সম্মত?

বলোদর। সর্ব্বান্তঃকরণে!

বলাই। অহো—সুসম্বাদ! তবে ফিরে চল, তাঁর নামীয় আর এক পত্র আমার নিকট।

বলোদর। আবার নূতন কি?

বলাই। 'নূতন' আছে; চল, যেতে যেতে পথে সব ব'ল্‌ব। দলিলসিংহ এখন কোথায়?

বলোদর। তাঁর উদ্যানবাটিকায়।

বলাই। সেখানে কিরূপে?

বলোদর। তাঁর পিতা মহারাজ সলিমসিংহের দূত ব'লে পরিচয় দিয়ে, অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে নির্ব্বিঘ্নে আমি তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করি এবং পত্র ও নারিকেল দি। পত্রপাঠমাত্র তিনি আমাকে সঙ্গে ল'য়ে সেই উদ্যানবাটীতে আসেন, এবং সেখানে ব'সেই পত্রোত্তর দিয়ে আমায় বিদায় ক'রেছেন। ব'লে দিয়েছেন—অম্বর হ'তে যে কোন দূত আ'স্‌বে, রাত্রিকালে সেই উদ্যানবাটীতেই যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

বলাই। উত্তম; সেখানে আর কে আছে?

বলোদর। মাত্র একজন উদ্যানরক্ষক ব্রাহ্মণ, আর একজন ভৃত্য।

বলাই। রাত্রি কত? (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) একপ্রহর অতীত-প্রায়; আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, চল।

বলোদর। চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

দলিলসিংহের প্রমোদ-উদ্যানস্থ অট্টালিকার ছাদ

সময়—সেই রাত্রি।

চিন্তামগ্ন দলিলসিংহ আসীন।

দলিলসিংহ। বহিছ, শীতল বায়ু ; ঢালিছ, চন্দ্রমা,
সুধারাশি ; কিন্তু বৃথা ! কায়মন মোর
দহিছে দারুণ উৎকণ্ঠা-অনলশিখা !
হাঃ ! কি আমি করিলাম !—দিলাম সম্মতি
স্বাধীনতা দেশের নাশিতে—দেশদ্রোহী
মহাপাপী আমি—দেশ-শক্র সেবয়েরে !
হরসুত সুচন্দন তরুকুঞ্জ-মাঝে
হইলাম আমিই একাকী—বিষদ্রুম !
সর্ব্বভুক দাবানলরূপী—হররাজ্য
প্রমোদ কাননে—আমিই রে মূঢ়মতি।
ধিক্ ! ধিক্ ! রেখেছেন অক্ষয় সুযশ
ঘৃণাভরে অস্বীকারি পূর্ব্বে এ প্রস্তাব—
দেবসিংহ ; হব হীন আমি তাঁর কাছে—
যশে মানে ধর্ম্মজ্ঞানে ? কখনই নহে।
কিসের সম্মতি ? আমি অস্বীকার এবে
সব। শঠ সে সেবয়রাজ, করিয়াছি
শঠের সহিত শাঠ্য। প্রকাশিব আমি—
রজনী-প্রভাতে—বুন্দীময় এ কৌতুক !

(চিন্তা করিয়া)

হো ! যৌতুক কিন্তু বিবাহের হররাজ্য !
রত্নোত্তমা জয়াবতী—বিধিসংশোধিতা

তরুণ যৌবনশাণে—অনন্যস্পর্শিনী—
দ্যুতিমতী ! নাই আর—লভিতে ইহারে—
অন্য পথ ! হারাইব হেন রত্নে আমি
'যশ' আদি কতগুলি শব্দের কুহকে ?
কেন ? 'যশ' কি ? বাতাস ; 'মান' ? মতিভ্রম ;
'ধর্ম্মজ্ঞান' ? শ্রুতি-সুখকর শব্দমাত্র
অর্থশূন্য ! তড়িৎরূপিণী কিন্তু, অহো,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, প্রত্যক্ষ সে দিকে
জয়াবতী ! হইয়াছে জগৎসংসার
জয়াবতীমূর্ত্তিময় আমার নয়নে !
পারি আমি কভু কি ভুলিতে—মুখশোভা
সে মূর্ত্তির ?

(চিন্তা করিয়া)

হো-ওঃ ! হৃদয়সাগরে মোর
বহিতেছে এবে—দারুণ চিন্তার ঝড় !
ক্ষুব্ধ তাহে অন্তস্তল-পাতাল্ পর্য্যন্ত !
মনোবৃত্তি ঊর্ম্মিকুল, গর্জ্জিয়া তাহারা
ধাইতেছে বেগভরে উত্তাল হইয়া
স্বদেশবাৎসল্যরূপ উচ্চ বেলাভূমে
একবার ; আরবার ফিরিয়া সহসা—
করিতেছে, সুমধুর কলকল রবে,
অধোগতি—জয়াবতী-লাভরূপ খাতে !
আয়স হৃদয় মোর, অয়স্কান্ত মণি—
স্বাধীনতা স্বদেশের, জয়াবতী সতী ;
দুই দিক্ হ'তে বলে টানিছে ইহারে—
মণিদ্বয়, যায় যায়—নারিছে যাইতে
কোনদিকে তাইরে মন আমার ! অহো !
লোভনীয়া এই মোর যুগল নায়িকা,

এক আমি নায়ক তাদের—প্রেমমুগ্ধ!
না পারি ত্যাজিতে কাহাকেও, প্রিয়া মোর
উভয়ই, উভয়কে পুনঃ—না পারিরে
অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া রাখিতে! অহো! তাই
যদি পারিতাম! অতি কঠিন এ প্রশ্ন—
কিরূপে কাহারে রাখি ত্যজিয়া কাহারে,
স্বাধীনতা, জয়াবতী—কোন্ শ্রেয়সীরে?

কে? কে আসে—হো?

বলোদরসিংহ ও কানাইসিংহের প্রবেশ।

কি, বলোদরসিংহ যে! কি খবর? ফির্‌লে যে? সঙ্গে অপর কে?

বলোদর। আজ্ঞে ইনি সেবয়রাজের দ্বিতীয় দূত—নাম বলাইসিংহ; পথে এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে ফিরে আ'স্‌তে হ'ল।

বলাই। জয় হোক, মহারাজ, জয় হোক। এই নিন্, দেব, সেথয়রাজের দ্বিতীয় পত্র। (পত্রদান)

দলিল। (পত্রগ্রহণ পূর্ব্বক) আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম কর।

উভয়ে। যে আজ্ঞে। (উপবিষ্ট)

দলিল। (চন্দ্রালোকে পত্রপাঠ করিয়া) অহো!

তুলাদণ্ডপ্রায় মোর আছিল দুলিতে
দুদিকে এ চিত্তবৃত্তি; চলিল সে স্থায়ী-
রূপে এবে—কিঞ্চিৎ ভর পাইল যে দিকে
এ সময়ে; আক্রান্ত চৌহানপতি যদি,
বিক্রান্ত হেথায় আমি, প্রতিজ্ঞা আমার—
চেষ্টা আমি এ সুযোগে দেখিব করিয়া
পারি কি না জয়াবতী নায়িকা লভিতে;
যাও তুমি, স্বাধীনতে, চাহি না তোমারে!

বলাই। (সাহ্লাদে মুক্তকণ্ঠে) অহো ধন্য! তবে, হে বীর, রাজাজ্ঞা ত্বরায় প্রতিপালন করুন, ত্বরায় বুন্দীর সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার—

দলিল। (সত্রাসে) আরে সর্ব্বনাশ ! চুপ চুপ—আস্তে !

বলাই। (চুপে চুপে) আজ্ঞে আস্তেই ত ব'লেছি।

দলিল। (চুপে চুপে) আরো আস্তে, রাত্রের কথা অনেক দূর যায়।

বলাই। যে আজ্ঞে।

বলোদর। যা হোক্, মহারাজ, এখন সত্বর রাজাজ্ঞাপালনে তৎপর হন।

দলিল। রাজার সাহায্যবিনা তা আমার সাধ্যাতীত।

বলাই। কেন, আপনার কি সেনাবল নাই ?

দলিল। এ বিষয়ে নাই ; প্রত্যুত এ সম্বাদে রাজ্যের বালিকাটী পর্য্যন্ত আমার উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠ্‌বে ; বিশেষ মহারাজ বুধসিংহ এখনো জীবিত।

বলাই। আমার বিশ্বাস—তিনি অম্বরনগরে নিশ্চিত নিহত।

দলিল। কার সাধ্য সে অজেয় মহাশূরকে সমরে 'নিহত' করে ? বিশেষ তাঁর রক্ষক হরপুত্রগণ !

বলোদর। (সভ্রূভঙ্গে) কুশাবহগণ কি যুদ্ধ জানে না ?

দলিল। যাই হোক, মহাবাহু বীরসিংহ বড় সহজ লোক নন, তিনি বুন্দীর রক্ষাকর্ত্তা থা'ক্‌তে কার সাধ্য বুন্দী অধিকার করে ? বিশেষ বুন্দীর যে অপ্রধৃষ্য বল !

বলাই। কি রকম ?

দলিল। বুন্দীর পাষাণময় তুঙ্গ নগরপ্রাচীরোপরে চতুর্দ্দিকে শত শত অস্ত্রপূর্ণ রক্ষাগৃহ ও বজ্রোদ্‌গারী বৃহদাকৃতি কামানসমূহ সজ্জিত আছে ; দুর্গমধ্যে বিংশতি সহস্র ভীমাকৃতি চৌহানশার্দ্দূল অবিরত সৃক্কণী লেহন ও বিজৃম্ভণ ক'চ্ছে ; নগরবহির্ভাগে শিলাপোষ শূরগণ স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত শিবির মধ্যে অনুক্ষণ যুদ্ধার্থ সসজ্জ র'য়েছে, এবং চতুর্দ্দিকস্থ উপনগর সমূহের যুদ্ধদুর্ম্মদ অধিবাসীগণ ইঙ্গিতমাত্রই সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হ'তে পারে। অতএব বিপক্ষকর্তৃক বুন্দীবিজয় এক প্রকার অসাধ্যের মধ্যেই গণ্য।

বলাই। তবে ?

দলিল। 'তবে' কৌশলে অনেক অসাধ্য কার্য্যও সুসাধ্য হ'য়ে থাকে। কিন্তু সমরকুশল বহুসঙ্খ্যক সৈন্য চাই।

বলাই। (সাহ্লাদে) তার অভাব কি? পত্রোত্তরে তাই লিখে দিন, অবিলম্বে পুঞ্জ পুঞ্জ অম্বরসৈন্য এসে হরাবতী আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌বে। রাজ-রাজেশ্বরের সৈন্য বলের কি অভাব?

দলিল। তাইই লিখে দিচ্ছি—(নেপথ্যে শব্দবিশেষ শ্রবণে চমকিত হইয়া) কিসের শব্দ? (একটু উচ্চস্বরে) কে?

বলোদর। (চুপে চুপে) ভাল কথা, মহারাজ,—তখন যে আপনি ব'ল্‌ছিলেন—দেবসিংহ ও কেশরীসিংহ এ সমুদায় রহস্য এ দেশে প্রকাশিত ক'রে দিয়েছেন, এবং সেই অবধি রাজ্যের সকলেই নিরন্তর সতর্ক ও সন্দিহান হ'য়ে র'য়েছে, তা যথার্থ।

দলিল। (সভয়ে) কেন, কি হ'য়েছে?

বলোদর। আপনার উদ্যানরক্ষক ও ভৃত্য আমাদিগকে যেন সন্দেহ ক'রেছে, বোধ হ'ল।

দলিল। (সত্রাসে) অ্যাঁ!

বলোদর। আজ্ঞে হাঁ; এখন আ'স্‌বার সময় তারা অতি তীব্র দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখ্‌ছিল, কি যেন বলাবলিও ক'চ্ছিল।

দলিল। কি ব'ল্‌ছিল?

বলোদর। দুটী কথা ভিন্ন কিছু বোঝা গেল না; একজন ব'ল্লে 'হবে', আর একজন ব'ল্লে 'তাইরে—আকাশের'।

দলিল। 'আকাশের'—অম্বরের! হোঃ, কণ্টক! কণ্টক! কণ্টক দূর অচিরাৎ—বলোদর!

বলোদর। যে আজ্ঞে, মহারাজ; 'আকাশরাজের' ইষ্টসাধন করাই বলোদরের কার্য্য, বিচার করা তার কার্য্য নয়। (উত্থান পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত)

দলিল। আমাদেরও আর এখানে ব'সে কাজ নেই, চল—ঘরের মধ্যে গিয়ে কথাবার্ত্তা বলি ও পত্র লিখে দি।

বলাই। চলুন।

(উত্থান পূর্ব্বক উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দলিলসিংহের প্রমোদবাটিকার প্রাঙ্গণ। সময়—সেই রাত্রি।

উদ্যানরক্ষক ব্রাহ্মণ নারায়ণ ও ভৃত্য বেচুসিংহের প্রবেশ।

বেচুসিংহ। দেবসিংহ সম্মত হ'য়েছিলেন না, কিন্তু ইনি বোধ হ'চ্ছে সম্মত হ'য়েছেন।

নারায়ণ। তায় আবার 'বোধ'!—নিশ্চয়। সম্মত না হ'লে দূতকে নিয়ে একাকী অত তাড়াতাড়ি এই নির্জ্জনস্থানে আ'স্‌বেন কেন? এত গোপনেই বা পরামর্শ ক'চ্ছেন কিসের?

বেচু। ওঃ! কি ভয়ঙ্কর লোক!

নারায়ণ। 'লোক'!—পিশাচ বল্। দেখিস্ কি, বেচু? বুন্দী যে যায়! তুই যা যা—এখনি ছুটে পালা; বুন্দী পর্য্যন্ত যেতে না পারিস্, অন্ততঃ নিকটস্থ তারাগড় দুর্গে গিয়ে সম্বাদ দে, তা হ'লেও রক্ষে।

বেচু। ঠাকুর, আপনি এত ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন? এই রাত্রেই ত আর বুন্দী যা'চ্ছে না; প্রাতঃকালে দিনের বেলায় গিয়ে সম্বাদ দিলেই হবে।

নারায়ণ। আরে পাগল, এরা যদি সৈন্যসামন্ত নিয়েই এসে থাকে!—যদি এই রাত্রিতেই অতর্কিতরূপে বুন্দী আক্রমণ ক'রে ব'সে! তখন উপায়! আমার বোধ হ'চ্ছে—এরা সৈন্যাদি একেবারে নিয়েই এসেছে, নতুবা এত ঘন ঘন দূতের উপর দূত আ'স্‌ছে কেন?

বেচু। তা আসুক না, আপনি এত ভয় খা'চ্ছেন কেন? হরপুত্রগণ মেষশাবক নয়, মহাবাহু বীরসিংহও সামান্য লোক নন্; তাঁরা যে বুন্দীর রক্ষক, কার সাধ্য সে বুন্দী জয় করে?

নারায়ণ। আরে তাই ত,—তাঁদের ত প্রস্তুত হ'য়ে থাকা চাই, তাঁরা যে আদৌ কোন খবরই পেলেন না। তুই, বাপু, কথা কাটাকাটি ক'রে আর সময় নষ্ট করিস্ না। তুই রজঃপূত—চৌহান, তোর ভয় হ'চ্ছে না; কিন্তু আমার ভয়ে গা কাঁ'প্‌ছে,মনে হ'চ্ছে—কি যেন একটা বিপদ ঘ'ট্‌বে।

তুই যা, আর দেরি করিস্ না; ঐ যে ওদের দুটো ঘোড়া রয়েছে, ওর একটায় সোয়ার হ'য়ে ছুটে বেরিয়ে পড়্।

বেচু। আপনিই বা আর এখানে থা'ক্‌বেন কেন?

নারায়ণ। মিছে নয়! আমিই বা আর এখানে থাকি কেন? আর বিশ্বাস কি? কি জানি!—এক মায়ের এক ছেলে, শেষটা মারা প'ড়্‌ব!

বেচু। তবে চলুন—দুটো ঘোড়ায় দুজনে সোয়ার হ'য়ে চম্পট দি। আমি বুন্দীর দিকে যাই, আপনি তারাগড়ে গিয়ে সম্বাদ দিন্।

নেপথ্যে, বলোদরসিংহ। আর 'সম্বাদ' দিতে হবে না;—

(উদ্যতঅসিহস্তে বেগে প্রবেশপূর্ব্বক বেচুসিংহকে আঘাত।)

বেচু। হাঃ! খুন! খুন! পালাও, পালাও, পা-আ—(পড়িলেন ও মরিলেন)

নারায়ণ। (পলায়নোদ্দেশ্যে বেগে পরিক্রমণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে) রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক দুরাত্মা দলিল সি—

(পশ্চাদ্ধাবমান বলোদর কর্ত্তৃক ধৃতকেশ হইয়া)

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ! আমি ব্রাহ্মণ, আমি ব্রা-আ—

(বলোদর কর্ত্তৃক খড়্গাঘাত, নারায়ণের পতন ও মৃত্যু।)

বলোদর। (সহর্ষে) যা—'কণ্টক' নিকাশ'! অহো ধন্য! দলিলসিংহের সৌভাগ্যসৌধের শোণিতময় প্রথমপত্তন বলোদরসিংহের! শ্বশুরেরা 'সম্বাদ' দিতে যা'চ্ছিল, আমার আ'স্‌তে আর একটু বিলম্ব হ'লেই হাতছাড়া হ'য়ে যেত, এবং তা হ'লেই সর্ব্বনাশ ব'ট্‌ত। সময়োচিত এই মহৎ কার্য্যের জন্য দলিলের নিকট আমি বক্‌সিস্ ত পাবই, আবার 'আকাশ রাজের' নিকট হ'তে যথোচিত ভূসম্পত্তিসহ রাজোপাধিটাও পুরস্কার নেব। এখন হতভাগ্যেদের শব দুটোর কি ব্যবস্থা করি? এখানে থা'কলে প্রাতঃকালে লোকে দেখ্‌তে পাবে, কি করি? (চিন্তা করিয়া) হ'য়েছে,—ঐ ঘরটার মধ্যে ভ'রে কপাট বন্ধ ক'রে রেখে যাই-হ্যাঁ।

(এক এক করিয়া শবদ্বয় স্থানান্তরিত করিয়া নিষ্ক্রান্ত।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দলিলসিংহের প্রমোদবাটীর নিভৃত কক্ষ। সময়—সেই রাত্রি।

চিন্তামগ্ন মহারাজ দলিলসিংহ আসীন।

দলিলসিংহ। দূতদ্বয় এই এখন প্রত্র নিয়ে প্রস্থান ক'র্‌ল, যথোচিত সেনাবল চেয়ে পাঠালাম,দেখা যা'ক্‌ কি হয়। (চিন্তা করিয়া) তা ত হবে, কিন্তু সূত্রপাতেই একটী ব্রহ্মহত্যা ক'র্‌তে হ'ল! ওঃ, ভয়! আমারও আজ ভয়! দলিলসিংহ, তোর হৃদয় ও আজ ভয়ে কম্পিত! হোঃ!—

শঙ্কাক্রমে, শঙ্কে, তুই জন্মাবধি কভু
নারিলি যে হৃদয়ে পশিতে, আধিপত্য
কি সাহসে তোর—সে হৃদয়ে? কাঁপিল সে
তোর নামে আজ! ডরিল সে ভৃত্যদ্বয়ে
ক্ষুদ্রজীবী—না ডরে কৃতান্তে যেই!

(চিন্তা করিয়া)

তাই,—

সদিচ্ছা সাহসযুতা, ভীতা দুষ্কর্ম্মেচ্ছা—
চিরদিন! দুষ্কর্ম্মের বাসনা যে হৃদে,
কাঁপে সে, নহে নিজভয়ে, ভয়কম্পিত
বাসনাকম্পনে! প্রভুত্ব, হে শঙ্কে, তোর
তেই এ হৃদয়ে!

(চিন্তা করিয়া)

কেন, তাইবা কি রূপে?

দুষ্কর্ম্ম এ নয়; অক্ষম সে বুধসিংহ
সাম্রাজ্য শাসিতে—পালিতে প্রজা—রাখিতে
সুখৈশ্বর্য্যে তা সবারে; ক্লিষ্টা তাঁর হাতে

জন্মভূমি ; সাধুবাঞ্ছা তাই মোর এই,—
তাড়াইব বুধসিংহে, বাড়াইব সুখ
জননীর—নিজহস্তে পালিয়া তাঁহারে।
দেশহিতৈষিতা ইহা—সুমহৎ সদিচ্ছা।
কাঁপে কি কখন হেন সদিচ্ছাও ?

(চিন্তা করিয়া)

তাই,—

সদিচ্ছাও কম্পান্বিতা হয় আশঙ্কায়,
সিদ্ধি-পক্ষে বিঘ্ন যবে সম্ভব তাহার—
প্রকাশিত হ'লে ; কাঁপিস্ তুই তাইরে,
হৃদয় !

(চিন্তা করিয়া)

নাঃ, অক্ষম সে বুধসিংহ নন্ ।
দেবোপম তিনি—প্রজারঞ্জন রাজেন্দ্র !
অলঙ্কৃত সর্ব্ব রাজগুণে ! দেখি যদি
চাহিয়া হৃদয়ে, ভালবাসা-স্রোত দেখি
এখনো বহিছে—বুধসিংহ-প্রতি মোর !
পরিপূর্ণ তিনি জন্মভূমি-স্নেহে ! তাঁর
চেয়ে সুখ বাড়াইব আমি—জননীর,
বান্ধি নিগড়বন্ধনে দেহ তাঁর ! ধিক্,
জন্মভূমি-স্নেহ আমার ত এই ! কোন্
ছলে তবে তাড়াই রে আমি বুধসিংহে—
প্রজাপ্রিয়, প্রজাপুঞ্জ-প্রেমাস্পদ ভূপে ?

(চিন্তা করিয়া)

না পারি ভাবিতে আর ! জালময়ী লতা
তুইরে, ভাবনে ! টানা যায় তোরে যদি—
তোর প্রান্তলাভ-আশে কোথা প্রান্তভাগ ?
নূতন নূতন তোর বাহিরায় কত—

শাখা পাতা উপশাখা প্রশাখা ইত্যাদি !
যত টান, তত গোল—ততই জঞ্জাল !
দূর হোক—টানিব না আর ; সঁপিলাম
ঈশ্বর-উপরে—টানিবার ভার !
(চিন্তা করিয়া)
তাই ;
তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময়, মম ইচ্ছা নহে,
হউক পূর্ণিত ; ইচ্ছা যদি, প্রভো, তব—
বসাও আমারে বুন্দীরাজসিংহাসনে
তবে, বামদেশে মোর বসাও আনিয়া
মূর্ত্তিমতী রাজ্যলক্ষ্মী—জয়াবতীরূপে।
(চিন্তা করিয়া)
হোঃ ! মস্তক যেন ফাটিছে আমার ঘোর
দুশ্চিন্তায় ! স্বাস্থ্যসুখ, যাই দেখি, যদি—
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে পারিরে লভিতে।
(উত্থান পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গাঙ্গোলী হইতে বুন্দী আসিবার অরণ্যময় পথ।

সময়—সেই রাত্রি।

মহারাজ বুধসিংহের দূত সুবলসিংহের বেগে প্রবেশ।

সুবলসিংহ। বড় ক্লান্ত হ'য়েছি, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ হ'চ্ছে। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক সাহ্লাদে) হা, ঐ যে ! ঐ যে জননী জন্মভূমি বুন্দীনগরী দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছেন ! আর ভয় নাই, এখন কোনক্রমে একবার বীরসিংহের নিকট গিয়ে প'ড়্তে পা'র্লেই জননীর রক্ষা। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) হোঃ !—

গুরুতর দৌত্যকার্য্য ! রসনাগ্রে মোর
নির্ভরিছে স্বাধীনতা, সৌভাগ্য, সম্মান—
বুন্দীর ! বুন্দীও অদূরে শোভিতেছে ঐ—
অযুতসৌধমালিনী মনোহরা পুরী,
ভাসমানা সুধাংশুর কিরণসাগরে !
তবুও ত্রাস ! তবু লয় মনে—নারিব
যেন পঁহুছিতে পুরে, হইবে না সিদ্ধ
যেন আমা হ'তে আজ—রক্ষা জননীর ।—

কে ? কে আসে—হো ?

নেপথ্যে । যুগল চৌহান ।

বলোদরসিংহ ও বলাইসিংহের প্রবেশ ।

সুবল । 'চৌহান' ! (নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ, চিনি না ত ?

বলোদর । দেশের সব চৌহানকেই কি তুমি চেন ? তুমি কে হে ?

সুবল । আমিও চৌহান—মহারাজ বুধসিংহের দূত, বীরসিংহের নিকট যা'চ্ছি ।

উভয়ে । (সসম্ভ্রমে) রাম রাম, জি ! আমরা মহারাজ বীরসিংহের, বুন্দীশ্বরের নিকট যা'চ্ছি ।

সুবল । কারণ ?

বলাই । তোমার নিকট তা ব'ল্‌তে আর বাধা কি, ভাই ; দেবসিংহ ও কেশরীসিংহ দ্বারা দুরাত্মা সেবয়রাজের দারুণ দুরভিসন্ধি এ দেশে প্রকাশিত হ'য়ে গিয়েছে—জ্ঞাত আছ ?

সুবল । হাঁ ।

বলোদর । তাই মহারাজ বুধসিংহের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ—জা'ন্‌বার জন্য, এবং কুমারদ্বয় ওমেদসিংহ ও দীপসিংহের সম্বাদ তাঁকে দিবার জন্য আমরা অম্বরনগরে প্রেরিত হ'য়েছি ।

সুবল । কুমারদ্বয়ের সম্বাদ কি—বল ।

বলোদর । তাঁরা পরিজনগণসহ বাইগুরাজ্যে পরমসুখে অবস্থিতি

ক'চ্ছেন; তাঁদের মাতুল বাইগুপতি মহারাজ দুর্জ্জয়সিংহ 'ওমেদপুর' নামে অভিহিত ক'রে এক বিস্তীর্ণগ্রাম তাঁদের বসতির জন্য একেবারে দান ক'রেছেন। তাঁরা তথায় শারীরিকও কুশলে আছেন। (স্বগত) ভাগ্যক্রমে দলিলসিংহের নিকট এ সম্বাদগুলি শুনে রেখেছিলাম, এখন কত কাযে লা'গ্‌ল!

সুবল। অহো—ধন্য! সুসম্বাদ বটে। তোমাদিগকেও আর কষ্ট স্বীকার ক'রে অম্বর নগর পর্য্যন্ত যেতে হবে না, মহারাজ বুধসিংহ আর অম্বরে নাই।

বলোদর। অ্যাঁ, সে কি! দুরাত্মা সেবয়রাজ কি তবে তাঁকে সংহার ক'রেছে?

সুবল। সেবয়ের কি সাধ্য! বরং তারই দুই সহস্র সৈন্য সংহারপূর্ব্বক অম্বর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে, মহারাজ বুন্দী-অভিমুখে আ'স্‌ছিলেন;—

উভয়ে। (সবিস্ময়ে) 'দুই সহস্র সৈন্য সংহার'! (ভাব গোপন করিয়া) অহো—ধন্য! তার পর?

সুবল। তার পর সেবয়রাজের প্রেরিত পঞ্চসহস্র তুরগসোয়ার এসে পথিমধ্যে তাঁকে আক্রমণ করে।

উভয়ে। কি বিপদ! তার পর?

সুবল। তার পর ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম, বিপক্ষের পঞ্চ সেনাপতির ও বিয়াল্লিশ শত সৈন্যের সংহার, হররাজের জয়লাভ!

উভয়ে। 'পঞ্চ সেনাপতির ও বিয়াল্লিশ শত সৈন্যের সংহার'! (ভাব গোপন করিয়া) অহো—ধন্য!

সুবল। এমন সুসম্বাদেও তোমাদিগকে তত খুসী ব'লে বোধ হ'চ্ছে না! কেন, বল ত।

বলোদর। ভাই, ত্রিশত হরচৌহানের লোকাতীত বীরত্বসম্বাদে আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হ'চ্ছি, 'খুসী' এর পর!

সুবল। (সাহ্লাদে) 'ত্রিশত' কেন, 'সার্দ্ধদ্বিশত' বল! তার পর মহারাজ হতাবশিষ্ট যোদ্ধৃগণসহ বাইগুনগরে প্রস্থান ক'রেছেন।

বলাই। বিজয়োৎসবে বুন্দী না আ'স্‌বার কারণ?

সুবল। পথ বিপদসঙ্কুল।

বলোদর। হা ধিক্! আবার কি বিপদ?

সুবল। একেবারে বীরসিংহের নিকটে গিয়েই সব ব'ল্‌ব, চল।

বলাই। ভাই, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হ'চ্ছি; মহারাজের আবার কি বিপদ—ত্বরায় বল; রাজকার্য্যের জন্য প্রাণ দিতে আমরা এখনি প্রস্তুত।

সুবল। (চুপে চুপে) দশ সহস্র অম্বরীয় অশ্বারোহী!

উভয়ে। (চুপে চুপে) কোথায়?

সুবল। (চুপে চুপে) পথে, বুন্দী জয় ক'র্‌বার জন্য বায়ুবেগে অগ্রসর হ'চ্ছে।

বলাই। (সাহ্লাদে) আ ভগবন্! তাদিগকেই ত আমরা চাই!

সুবল। (চমকিত হইয়া) অ্যাঁ! 'তাদিগকেই' তোমরা চাও! তোমরা তবে মিত্র নও? শত্রু? কুশাবহ?

বলোদর। যেই হই, শীঘ্র অস্ত্র লও; বীরসিংহকে সম্বাদ দিতে যাবার সময় আর তোমার নাই, এখনি তোমাকে স্বর্গে যেতে হ'চ্ছে।

সুবল। কী! জয়শীল কৃপাণ, উলঙ্গ হও, বুন্দীর পথকণ্টক দূর কর। (অসি নিষ্কাসন)

উভয়ে। ক্ষুরধার তরবারি, আস্ফালন কর, বুন্দীর বিজয়বিঘ্নবিনাশ হোক্। (তরবারিদ্বয় নিষ্কাসন)

সুবল। রে জয়সিংহের দূত, ম'র্‌তে এসেছিস্?

বলোদর। ম'র্‌তে নয়, দাদা; দলিলসিংহকে বুন্দীর অধীশ্বর ক'র্‌তে।

সুবল। তবে রে ভণ্ড চৌহান—নরকের কুক্কুর! (ভীমবলে বলোদরসিংহকে আক্রমণ)

বলোদর। (প্রতি আক্রমণ পূর্ব্বক) বলাই, সাবধান! যেন পালায় না!

বলাই। সাধ্য কি!

(তিনজনের ঘোর যুদ্ধ)

সুবল। দুরাত্মা দলিলসিংহ তোদের মাথা নেয়নি, এখন তোরা তা আমায় দে।

বলোদর। 'দলিলসিংহ' বীরসিংহের 'মাথা' নিতে প্রস্তুত হ'চ্ছেন

সুবল। এই যা তবে—নরকে! (বলোদরসিংহ পতিত)

বলাই। তুইও যা—এই নে!

সুবল। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!—কি হ'ল, কি হ'ল, কি হ'ল,—কি হ'ল! কি ক'র্‌তে আ'স্‌লাম, কি ক'র্‌লাম! (বলিতে বলিতে পতিত)

বলোদর। কার্য্য সিদ্ধ, বলাই?

বলাই। 'সিদ্ধ'—বিঘ্ন বিনাশ!

বলোদর। আঃ! তবে এখন আমি মনের সুখে মরি! (মরিলেন)

সুবল। (আর্ত্তস্বরে) হাঃ! সুবল রে, তোর পতনে আজ বুন্দীর পতন হ'ল! তুই নিহত হ'লি না, হরাবতীর সুখসৌভাগ্য স্বাধীনতা—সব আজ নিহত হ'ল! সুবলরে কাপুরুষ, নরকে যা, নরকে যা; কর্ত্তব্যসাধনে অক্ষম হ'লি, অতএব অনন্তকালের জন্য তুই দুস্তর নরকে চ'লে যা! হা মহারাজ বুধসিংহ, আপনি অতি গুরুতর কার্য্যভার সুবলের প্রতি সমর্পণ ক'রেছিলেন, কিন্তু দুরাত্মা সুবল তা সিদ্ধ ক'র্‌তে পা'র্‌ল না! সাধ্য তার হ'ল না! হাঃ! কষ্ট! কষ্ট! হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে গেল—যা! যা!

বলাই। সাধু, সুবল, সাধু! মহাত্মন্, আসন্নকালে ইষ্টদেবীকে স্মরণ কর।

সুবল। (বাষ্পাকুলস্বরে) 'ইষ্টদেবী'! বুন্দি, বুন্দি—জননি জন্মভূমি—চিরজীবনের একমাত্র পরমারাধ্যা ইষ্টদেবি—হা বুন্দি! মা বুন্দি! তোমার রক্ষার উপায় ক'র্‌তে আমি পা'র্‌লাম না! তোমায় হারালাম! দুরাত্মা দলিলসিংহ—রে নীচাশয় বিশ্বাসঘাতক,—

বলাই। চুপ; চুপে চুপে স্বর্গে চ'লে যাও, ভাই; আমায় নিষ্ঠুর হ'তে বাধ্য ক'র না।

সুবল। (সরোদনে) হা মহাবাহো বীরসিংহ, তুমি কোমল পালঙ্কোপরি সুখনিদ্রায় অভিভূত র'য়েছ, বিকটাকার মৃত্যু বুন্দীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান—তোমার শিয়রে উপবিষ্ট, তুমি কিছুই জা'ন্‌তে পা'চ্ছ না! (সরোদনে উচ্চৈঃস্বরে) কে আছ—ভোঃ? হা নৈশ সমীরণ, যাও, দ্রুতপদে গিয়ে দুর্গাধ্যক্ষকে সম্বাদ দাও; ভগবতি বনদেবতে, যদি থাক—যাও, ত্বরায়

গিয়ে রাজপ্রতিনিধিকে বল ; স্বপ্নদেবি, যদি দেবী হও—যাও, মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সুপ্ত সিংহকে গিয়ে কহ—জাগো, মহাবাহো, জাগো ; দলিলসিংহ বিশ্বাসঘাতক, জয়সিংহ তার প্রভু, দশ সহস্র অম্বরীয় তুরগসোয়ার, দলিলের যোগে বুন্দীজয়, দলিল বুন্দীর অধীশ্বর ! হা বুন্দি ! বুন্দি !

বলাই। হা ধিক্ ! গুরুতর রহস্যসকল তারস্বরে প্রকাশিত ক'চ্ছে, নিস্তব্ধ নিশীথ সময়, কথা সকল বহুদূর যা'চ্ছে ! সুবল, তুমি নীরব হ'লে না, অতএব আমার নিষ্ঠুরতা ক্ষমা কর। (পুনর্ব্বার খড়্গাঘাত)

সুবল। হা মাতঃ বুন্দি ! বুন্দি-বুন্দি-বুন্-দি-ই ! (মরিলেন)

বলাই। আর অপেক্ষা নাই ; যাই, সমাগত সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে—কে আসে—হো ?

নেপথ্যে। পথিক।

বলাই। চিরপরিচিত স্বর ! কানাইসিংহ না ?

জয়সিংহের তৃতীয়দূত কানাইসিংহের প্রবেশ।

কানাই। (সাহ্লাদে) এই যে বলাই ! আঃ ! ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন ! তোমার সাক্ষাৎ পাওয়াই আমার প্রথম প্রয়োজন। সম্বাদ কি, বল।

বলাই। 'সম্বাদ' এই দেখ,—বুধসিংহের দূত, বীরসিংহকে খবর দিতে যা'চ্ছিল।

কানাই। (দর্শনান্তর) আঃ ! অতি উত্তম মহৎ কার্য্য ক'রেছ ! এদিকে কে ?

বলাই। বলোদরসিংহ।

কানাই। আ ! সাধু মৃত ! তার পর দলিলসিংহের সম্বাদ কি ?

বলাই। দলিল সম্মত ও প্রস্তুত ;—

কনাই। 'সম্মত' ! অহো ধন্য !

বলাই। আমরা সৈন্য আ'ন্‌তে অম্বরে যা'চ্ছিলাম।

কানাই। দশসহস্র আগত—মুহূর্ত্তমধ্যেই এসে প'ড়্‌বে ;

বলাই। সব আমি শুনেছি ; আর সময় নষ্ট করা নয়—এই রাত্রেই।

কানাই। তার আর সন্দেহ! দলিলসিংহ এখন কোথায়?

বলাই। তাঁর উদ্যানবাটিকায়—নির্জ্জনে।

কানাই। উত্তম; তবে সেই স্থানেই সেনাপতিদের সঙ্গে তাঁর পরামর্শ হ'য়ে কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হবে, এবং যেমন স্থিরীকৃত হবে, অম্‌নি তার অনুষ্ঠান—

বলাই। তার আর কথা! চল—বায়ুবেগে প্রথম আমরা সেনাপতিদের নিকট যাই; তার পর, তাঁদিগকে সঙ্গে ল'য়ে, পুনর্ব্বার বায়ুবেগে ধাবিত হ'য়ে একেবারে প্রমোদবাটিকায় দলিলসিংহের নিকট গিয়ে উপস্থিত হব।

কানাই। তাই। রাত্রি কত? (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) দ্বিতীয়-প্রহর এখনো হয়নি, চল।

বলাই। চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

দলিলসিংহের প্রমোদোদ্যানস্থ বৃক্ষমূল।

সময়—সেই রাত্রি।

অসিমাত্রধারী চিন্তামগ্ন দলিলসিংহের প্রবেশ।

দলিলসিংহ। স্থূল—অবস্থার পরিবর্ত্তনের কথা কেহ ব'ল্‌তে পারেনা। এই আমি এখন বৃক্ষতলে শিশিরনীরে অভিষিক্ত হ'চ্ছি, হয় ত নিশিপ্রভাতে এই আমিই আবার রাজছত্রতলে পবিত্রতীর্থসলিলে অভিষিক্ত হ'তে পারি; কিম্বা ধরাতলে স্বীয় কণ্ঠনালীনিঃসৃত শোণিতস্রাবেও অভিষিক্ত হ'তে পারি! (চিন্তা করিয়া) ওঃ—হৃদয়! আমার হৃদয়ের এখন বড় বিষম অবস্থা! আমার হৃদয় এখন—

উৎসাহিত—রাজ্যপাট-প্রলাভের আশে।
ক্ষুব্ধ—দেশ-স্বাধীনতাসৌভাগ্য-বিনাশে॥
সাহসী—সহস্র দশ সৈনিকের বলে।
ভীত—ভাবি বিফলতা-বিষময় ফলে॥

প্রফুল্ল—ত্রিশত হর-শূরত্ব-সম্বাদে।
মুদ্রিত—প্রবৃত্তি নিজ ভাবিয়া—বিষাদে॥
জয়াবতীমূর্ত্তিময়—প্রেমপুলকিত।
সঙ্কল্পিত নৃশংসত্ব-স্মরণে—কম্পিত॥

হোঃ! যুগপৎ এই সকল বিভিন্ন অবস্থার পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় আমার একবারে পর্য্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে! কি ক'র্‌তে যা'চ্ছি, কি হবে—জানি না। (চিন্তা করিয়া) বস্তুতও আমি কিচ্ছু জানি না; স্বয়ং পরমেশ্বর উদ্যোগী হ'য়ে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনুকূল অবস্থা পরম্পরা সংঘটিত ক'রে দিচ্ছেন; অতএব তিনিই জানেন, তাঁরই ইচ্ছা; এবং যা তাঁর ইচ্ছা, তা হবেই। (চিন্তা করিয়া) পরামর্শ যা হ'য়েছে, মন্দ হয় নাই; সেনাপতিগণ সকলেই 'এইই উৎকৃষ্টতম পরামর্শ' ব'লে স্বীকার ক'রে, মহোৎসাহে সৈন্য-সমাবেশ ক'র্‌তে গিয়েছেন; দেখা যা'ক্—কি হয়। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা! জঘন্য কাপুরুষতা! দারুণ অধর্ম্ম! (চিন্তা করিয়া) হা ধিক্! এখনো আবার আমার ধর্ম্মাধর্ম্মে ভেদ? আমি এখন প্রকাশ্য সাধু—সাম্যভাবে পরিপূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মে এখন আর আমার ভেদ কি? আর্য্যত্ব অনার্য্যত্ব, স্বজাতীয়ত্ব বিজাতীয়ত্ব, জাতীয়গৌরব অগৌরব, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, খাদ্য অখাদ্য—ইত্যাদি কোন বিষয়েই এখন আর আমার কিছুমাত্রও ভেদ নাই! প্রবল সাম্যভাবের প্রভাবে আমার নিকট এখন সব একাকার—ভেদ নাই! কেবল একমাত্র ভেদ—স্বার্থ! এবং সেই স্বার্থই এখন আমার একমাত্র আরাধ্য। বস্তুতও—

'ধর্ম্মাধর্ম্ম' মিথ্যা শব্দ শূন্য মাত্র নাম,
সার সত্য সেই মাত্র 'স্বার্থ' বলি যারে।
স্বার্থই সে চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম অর্থ কাম,
একমাত্র পরমার্থ স্বার্থই সংসারে॥

কে? কানাইসিংহ? কি সম্বাদ?

প্রবেশ পূর্ব্বক

কানাইসিংহ। করুন অশীস, মহারাও বুন্দীশ্বর! (সহর্ষে)

গত, সহ বুধসিংহ-সৌভাগ্যচন্দ্রমা,
গগন-চন্দ্রমা ওই ; আচ্ছন্নতিমিরে,
তাঁহার জন্মের আশা ভরসা সহিত,
বসুমতী ; সুপ্ত পৌরজানপদগণ ;
নির্ব্বিঘ্নে সহস্র অষ্ট অম্বরীয় বলে—
রুদ্ধ বুন্দী দূর চতুর্দ্দিকে ; তারাগড়
সেইরূপে দ্বিসহস্র শূরে ; অষ্টশত
তব দেব শরীররক্ষক পার্শ্বচর,
মত্ত সবে রণোৎসাহে আজ দুর্নিবার।

দলিল। অহো ধন্য ! প্রসন্ন নিতান্ত তবে আজ (মহোৎসাহে)
পরমেশ্বর, রে দলিল—পুণ্যাত্মা তুই,
তোর প্রতি ! করিবে সে রাতারাতি তোরে
রাজ্যেশ্বর ; ভাগ্যসূর্য্য উদিবে রে তোর
বৈরীরক্তে মাখি দেহ, নব সূর্য্য সনে,
ঊষাকালে ; নব দিবা হেরিবে রে তোরে
বুন্দীশ্বর। চল্ তুই তাঁর পথে, কর্
যা করান তিনি ; কি কাজ বিচারে তোর ?
ভাবিয়া কি কায ? ভেসে যা অদৃষ্টস্রোতে,
ওঠ্ গিয়ে সেই তীরে—ওঠান যেখানে
তিনি। যা, বিজয়লক্ষ্মী আলিঙ্গিবে তোরে।
হওরে কঠোর তুই অটল, হৃদয় ;
দৃঢ় হও, করমুষ্টি, দৃঢ়তররূপে
বসাও রে বিরোধীর বিশাল উরসে—
কৃপাণ ! অটল তোরা হওরে, চরণ,
যা চলি, পশগে সে বুন্দীপুরে—এখনি !

(কানাইসিংহের সহিত নিষ্ক্রান্ত।)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

বুন্দীর পশ্চাদ্দ্বার। সময়—সেই রাত্রি।

প্রাচীরোপরে রামসিংহ নামক প্রহরী আসীন।

রামসিংহ। জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ হ'ল অস্তে গিয়েছে; রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত; জগৎ নিস্তব্ধ; বিশাল বুন্দীনগরী শেষরাত্রের সুখনিদ্রায় অভিভূত; এই পশ্চাদ্দ্বার-অঞ্চলে কেবল একাকী আমি মাত্র জাগরিত; জাগরিত থেকে কি ক'চ্ছি? যাতে প্রাণের পরিতোষ, সেই কার্য্য ক'চ্ছি—ব'সে ব'সে নববিবাহিতা প্রিয়তমা রত্নাবতীর মুখচন্দ্রমা ভা'বছি; পাহারার পালার রাত্‌টা আমার এই ভাবেই যায়—স্মৃতিসুখে ম'জে থাকি। বস্তুতও

(নাতিউচ্চস্বরে গীত)

স্ম'রে তব মুখশশী,
ম'জে আছি, শোন্ প্রেয়সি!

বসিলে পাহারা দিতে, কাঁচামুখ পড়ে চিতে,
ভুলে যাই রাজ্যহিতে, কার্য্য নাহি ভালবাসি।
ষোড়শী-নবসরসে, রূপচ্ছটা-জলোচ্ছাসে,
সুকল্লোল-মধুভাষে, মৃদুল তরঙ্গ-হাসি॥
তায় মোর দুনয়ন, সদা খেলে সন্তরণ,
সর্ব্বশান্তি, প্রাণধন, ওই সুখসরসী।

প্রিয়ে, স্ম'রে তবমুখ—কে? কে আসে—হো?

নেপথ্যে। দলিলসিংহ।

কানাই সিংহের সহিত দলিলসিংহের প্রবেশ।

রাম। অভিবাদন করি, আয়ুষ্মন্। অসময়ে এদিকে কেন, মহারাজ?

দলিলসিংহ। বিশেষ প্রয়োজন, নগরে প্রবেশ ক'র্‌তে হবে।

রাম। তা পুরোদ্বারে না গিয়ে এ পশ্চাদ্দ্বারে কেন ?

দলিল। তুমি কি জান না যে, পুরোদ্বার অপেক্ষা এই পশ্চাদ্দ্বারই তারাগড় দুর্গের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ?

রাম। আজ্ঞে—তা বটে।

দলিল। শীঘ্র নগরদ্বার মুক্ত কর, মহারাজ বীরসিংহের সহিত এখনি সাক্ষাৎ চাই।

রাম। 'এখনি'! কেন ? সঙ্গে অপর কে ?

দলিল। মহারাজ বুধসিংহের দূত, তুমি ত্বরায়—

রাম। (সহর্ষে) মহারাজের ? তাঁর মঙ্গল ত ? তিনি এখন কোথায় ?

দলিল। তোমাকে, বাপু, অত নিকাশ দিবার সময় আমার এখন নাই ; পরে সব জা'ন্‌তে পা'র্‌বে, এখন ত্বরায় গিয়ে দুর্গাধ্যক্ষ রাজপ্রতিনিধি মহারাজ বীরসিংহকে আমার সম্বাদ দাও।

রাম। রাত্রিও প্রায় শেষ হ'য়েছে, একেবারে প্রাতঃকালেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌লে হয় না ?

দলিল। (সক্রোধে) নফর, তোর জন্যে তবে রাজ্যের অমঙ্গল হবে ? রাজ্যের মঙ্গল চা'স্‌না, পাপিষ্ঠ ? আমি মহারাজ দলিলসিংহ স্বয়ং এসেছি—দেখ্‌তে পা'চ্ছিস্, তথাচ তোর কিছুমাত্র সম্ভ্রম নেই ?

রাম। আজ্ঞে বীরসিংহ এখন নিদ্রিত, তাতেই ব'ল্‌ছিলাম।

দলিল। রাজকার্য্যের সময় আবার নিদ্রা কি ? মূর্খ! ত্বরায় গিয়ে তাঁকে আমার সম্বাদ দে, ত্বরায় নগরপালের নিকট থেকে চাবী এনে দ্বার মুক্ত কর। রাজকার্য্য হ'য়ে যা'ক্, পরে যত ইচ্ছা তিনি নিদ্রা যাবেন।

রাম। যে আজ্ঞে। (গমনোদ্যত)

দলিল। যা'চ্ছিস্ যে, ব'ল্‌বি কি ?

রাম। কৈ ? তা ত আপনি আমাকে কিছু ব'ল্লেন না, খালি গালাগালি দিলেন।

দলিল। তবে তা শুনেই যে যা'চ্ছিস্ ? ন্যাকা! বল্ গিয়ে—অতি গুরুতর সম্বাদসহ মহারাওবুধসিংহের দূত ও মহারাজ দলিলসিংহ স্বয়ং

নগরদ্বারে দণ্ডায়মান ; এখনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ আবশ্যক, পরামর্শ পূর্ব্বক এখনি রাজাজ্ঞা প্রতিপালন ক'র্‌তে হবে ; বুঝেছিস্ ?

রাম। আজ্ঞে।

দলিল। তবে যা, ত্বরায় ফিরে আ'স্‌তে চাস্।

রাম। যে আজ্ঞে। (নিষ্ক্রান্ত)

কানাই। (চুপে চুপে) বুন্দী হ'য়ে গেলে তারাগড় আপনিই হ'য়ে আ'স্‌বে।

দলিল। (চুপে চুপে) এখন কেবল তন্মধ্যস্থ চৌহান শার্দ্দূলদিগকে ছুটে বের হ'য়ে আ'স্‌তে না দেওয়া।

কানাই। সেনাপতিদিগকে সে কথা বুঝিয়ে ব'লে দেওয়া আছে ; এবং সেইরূপ চেষ্টাই তাঁরা ক'র্‌বেন।

প্রবেশ পূর্ব্বক

বলাইসিংহ। (চুপে চুপে) মহারাজ, শরীররক্ষকদিগকে অদূরে ঐ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে রাখা হ'য়েছে।

দলিল। উত্তম ; তুমিও একটা বৃক্ষের অন্তরালে লুকোও।

বলাই। যে আজ্ঞে।

দলিল। আমার পরিচ্ছদাদি ?

বলাই। সব আছে। (নিষ্ক্রান্ত)

ক্ষণপরে উল্কাহস্তে প্রাচীরোপরি প্রবেশ পূর্ব্বক

নগরপাল। কে ?

দলিল। নগরপাল ভীমসিংহ কথা ব'ল্‌ছ না ?

ভীম। তাই ত ! সত্যই যে মহারাজ দলিলসিংহ ! একটু অপেক্ষা করুন, আর্য্য ; এখনি নগরদ্বার মুক্ত ক'চ্ছি। (নিষ্ক্রান্ত)

(দলিলসিংহ ও কানাইসিংহের দ্বারাভিমুখে পরিক্রমণ)

দলিল। (স্বগত) হৃদয়, সাবধান ! হস্ত, সাবধান ! বুন্দীনগরী, তুমিও সাবধান ! অহো ! রাজ্যলক্ষ্মী আমার অগ্রে অগ্রে চ'লেছেন ! দয়াময়, তোমার ইচ্ছা !

উল্কা রক্ষিত করিয়া মুক্তদ্বারে পুনঃপ্রবেশ পূর্ব্বক

ভীম। আ'স্‌তে আজ্ঞা হোক্, মহারাজ,—দ্বার মুক্ত।

(দলিলসিংহ ও কানাইসিংহ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত।)

মহাজের মঙ্গল ত ?

দলিল। হাঁ 'মঙ্গল' ; (চুপে চুপে) কিন্তু সম্বাদ পাঠা'য়েছেন, নিতান্ত অমঙ্গলজনক।

ভীম। (সভয়ে চুপে চুপে) অ্যাঁ ! কি রকম ?

দলিল। (উকি মারিয়া দর্শনান্তর) তোমার পশ্চাতে ওটী কে ?

ভীম। কৈ ? (পশ্চাদ্দিক্ দর্শন)

দলিল। এই যে ! (ভীমসিংহের স্কন্ধদেশে খড়্গাঘাত)

ভীম। হাঃ ! বিশ্বাসঘাতকতা ! বিশ্বাসঘাতকতা ! কে আছ—ভোঃ ? (বলিতে বলিতে পতিত)

দলিল। চুপ্ ! (পুনর্ব্বার খড়্গাঘাত ও ভীমসিংহের মৃত্যু)

নেপথ্যে। ওরে—কি হ'ল রে কি হ'ল ?

বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক

রামসিংহ। কি হ'ল ?

দলিল। এই হ'ল—দ্যাখ্। (খড়্গাঘাত)

রাম। হা প্রিয়ে রত্না--ব--অ--(পড়িলেন ও মরিলেন)

দলিল। (সহর্ষে) অহো ধন্য ! সৌভাগ্যভাণ্ডারের দ্বার নিষ্কণ্টক ! (রামসিংহের বস্ত্রে অসি মার্জ্জন করিতে করিতে) এই জ্বলন্ত উল্কা আজ আমাদের বিশেষ উপকারে আ'স্‌ল। (অসি কোষস্থ করিয়া) বলাইসিংহ !

প্রবেশ পূর্ব্বক

বলাই এই নিন্। (বারিপূর্ণ ভৃঙ্গার ও পরিচ্ছদ প্রদান)

দলিল। (গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তাদির রক্ত ধৌত করিয়া, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে) বলাই, এখন বন্যার স্রোতের ন্যায় সৈন্যপ্রবাহ নিঃশব্দে

নগরমধ্যে প্রবেশিত করাও।

বলাই। যে আজ্ঞে, মহারাজ।

দলিল। (পরিচ্ছন্ন হইয়া) শরীররক্ষকগণ?

বলাই। ঐ যে—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আ'স্‌ছে।

দলিল। উত্তম; তবে তুমি এদিককার সমুদায় সুশৃঙ্খলা ক'রে, উহাদিগকে সঙ্গে লয়ে ত্বরায় বীরসিংহের ভবনের দিকে এস। যা যা ব'লে রেখেছি, সব মনে আছে ত?

বলাই। সে সব কি আর ভুল্‌বার জিনিশ! সৈন্যগণসহ আপাততঃ একটু তফাতেই থা'ক্‌ব; তার পর—

দলিল। তবে যাও, তোমার কার্য্যে তৎপর হও—অতি নিঃশব্দে, অতি সঙ্গোপনে।

বলাই। তা কি আর ব'ল্‌তে, মহারাজ! (নিষ্ক্রান্ত)

দলিল। আর সময় নষ্ট করা নয়। (কানাইসিংহের প্রতি) বুধসিংহের দূত, তুমি উল্কাটা নির্ব্বাণ ক'রে আমার পশ্চাতে এস।

কানাই। যে আজ্ঞে, মহারাজ; (তথা করিয়া) চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

নবম গর্ভাঙ্ক।

পাঞ্চোলী হইতে বুন্দী যাইবার অরণ্যময় পথ।

সময়—সেই রাত্রি।

দ্রুতপদে প্রবেশ পূর্ব্বক

প্রহ্লাদসিংহ। হায়, কি হ'ল! আমি মনে ক'চ্ছি—সুবলসিংহ আমার আগে বুন্দী পৌঁছেছে এবং অম্বরের ভেড়ীর পালটাকে বলি দিবার জন্য হাঁড়্‌কাঠ পুঁতে রেখেছে; আমি গিয়ে কেবল দলিলসিংহের লুকোচুরির

খবরটা দিয়ে ম'ষবলির যোগাড়টা ক'র্‌ব। কিন্তু, হাঃ! পথে দেখি—দুটো মানুষ প'ড়ে র'য়েছে! মনে ক'র্‌লাম—এরাও আমার মত!—প্রাণের দায়ে ভিট্‌কি ধ'রে আড়ষ্ট হ'য়ে প'ড়ে আছে! কিন্তু কারা? চক্‌মকি দিয়ে আগুন জ্বেলে দেখ্‌লাম। ও হরি! কি দেখ্‌লাম! হা সুবল, তুমিই রাস্তার মাঝে দুইভাজ হ'য়ে শুয়ে রয়েছ। হায়! হায়! আমি যে এত কষ্ট ক'রে বাতাসের আগে ছুটে আ'স্‌লাম, সব বৃথা হ'ল! ভ্যাভ্যা গঙ্গারামের দলটা আমার আগে এসে পথে সুবলকে কবল ক'রে গেল! হোঃ! খোঁড়া'তে খোঁড়া'তে ঘোড়া খুজ্‌তে আমার যে দেরি হ'য়েছিল, সেই ফোর্‌সতে শ্বশুরেরা আগে চ'লে এসেছে! হরিবোল হরি! তবেই ত মুস্কিল! হা সুবল, তুমি ত দুই খণ্ড হ'য়ে রাস্তাটা যুড়ে ঘুমুচ্ছ, এদিকে বুন্দী যে যায়!—বীরসিংহ যে কোন সম্বাদই পান নাই! হায়! হায়! কি করি? এখনো সময় আছে, আমি আরও ঊর্দ্ধশ্বাসে—দেখি যদি এখনও সম্বাদ দিয়ে বুন্দীর রক্ষার উপায় ক'র্‌তে—(বেগে পরিক্রমণ করিতেই আছাড় খাইয়া পড়িয়া) হ্যাঃ! হোঁচোট খেয়ে প'ড়ে গেলাম! (দুই গড়ান দিয়া উঠিতে উঠিতে) হা মা বুন্দি, তোমার রক্ষা বুঝি আর হ'ল না! পদে পদে বিঘ্ন, পদে পদে বিপদ্! (বসিয়া হাঁটু দেখিয়া) ই-হীঃ! যেখানে ঘা, সেইখানেই গুতো! (হাঁটু ধরিয়া) দেখ্‌লে—অ্যাঁ! কাটা যায়গাটা থেঁতো হ'য়ে একেবারে ছ'রকুটে গেল! যা'ক্ গে; এক অঙ্গ খ'সে যা'ক্, তবু বুন্দির রক্ষা হোক্। (দাঁড়াইয়া) ই-ঈঃ! পা যে আর টান্‌তে পারি না—একেবারে অবশ! কি করি? মাটিতে নেমে সুবলের শবটা তদারক ক'র্‌বার সময় ঘোড়াশ্বশুর পালিয়েছে। (নিরীক্ষণ করিয়া) ওকি? ঐ না শ্বশুর ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে? হ্যাঁ—তাই ত। যাই দেখি—কোনমতে আবার সোয়ার হ'য়ে ছুট্‌তে পারি কি না।

(আহত পদ টানিতে টানিতে নিষ্ক্রান্ত।)

দশম গর্ভাঙ্ক

বীরসিংহের ভবন ; সভাকক্ষ। সময়—সেই রাত্রি

চিন্তাকুল মহারাজ বীরসিংহ আসীন।

বীরসিংহ। 'অতি গুরুতর' কি সম্বাদ ? বিপন্ন কি
তবে বুন্দীশ্বর ? হো-ও ! কখনই নহে ;—
কার সাধ্য পৃথিবীতে বিপন্ন করিতে
অজেয় সে মহাশূরে ? রক্ষী পুনঃ তাঁর—
বসুধা-বিজয়ক্ষম হরপুত্রগণ।

দলিলসিংহ ও কানাইসিংহের প্রবেশ

দলিল রাম রাম, মহারাজ !

বীর। রাম রাম, ভাই ! (ব্যস্তভাবে)
ব'স্‌তে আজ্ঞা হোক্। 'অতি গুরুতর' কি
সম্বাদ ? কোথা এবে চৌহান-ঈশ্বর ?
কিবা 'আজ্ঞা' তাঁর—পালিতে যাহা হইবে
'এখনি' ?

দলিল। কানাইসিংহ এই দূত তাঁর—
কহিবে সকল। (উপবিষ্ট)

কানাইসিংহ। জয় হোক্, মহারাজ !

বীর। কহ শীঘ্র শুভাশুভ কি সম্বাদ তব,
দূত।

কানাই। কহিব সংক্ষেপে, দেব, সুসম্বাদ,—
বিরচিয়া চক্রব্যূহ ত্রিশত চৌহানে

ছুটিলেন বুন্দীশ্বর ঘোর নিশাকালে
দেশমুখে, ঘন ঘোর সিংহনাদভরে
কাঁপা'য়ে অম্বরপুরী, বিদারি অম্বরে,
সংহারি বিংশতিশত গতিরোধকারী
সেবয়ের 'শিলাপোষ' শূরে !

বীর। অহো ধন্য ! (সাহ্লাদে)

ঢালরে ঢালরে, দূত, শ্রবণ-বিবরে
মোর দাওরে ঢালিয়া—সুকীর্ত্তি-সুধার
স্রোত হরবিক্রমের ! কহ—কি হইল
পরে ?

কানাই। হুহুঙ্কারে পরে ধাইয়া পশ্চাতে—
আক্রমিলা পথে তাঁরে, পাঞ্চোলীপ্রান্তরে,
উন্মত্ত সহস্র পঞ্চ তুরগসোয়ার
কুশবংশ্য। ঘোরতর ঘটিল তথায়
সম্মুখ যুদ্ধ। হত শত্রুসেনা-নায়ক
পুঞ্চরাজা,—ছিন্ন সথা তব বীরভদ্র,
পুত্র তব, ধন্য, দেব, কেশরী ! ভীষণ
তাঁর দোধারাঘাতনে ; পূর্ণিতপ্রতিজ্ঞ
যুবরাজ ! বলভদ্র ভৈরবসিংহেরে
পাঠাইলা স্বর্গে সূর্য্যসিংহ, গত সেথা
আপনিও বৃদ্ধবীর ! চূর্ণিলা হেলায়
দুর্দ্ধর্ষ পাহাড়সিংহ মহাসিংহ শূরে
স্বয়ং বুন্দীশ্বর—চির অজেয় সমরে
বীরেন্দ্র ! কি কায, দেব, বিস্তার বর্ণনে ?
চৌহান ত্রিশত মাত্র, পঞ্চাশৎ শত
বৈরী ; যুদ্ধবীর এই ত্রিশতের হাতে
বিয়াল্লিশ শত, দেব, নিহত সমরে—
কুশপুত্র ! হ'ল লোমহর্ষণ দর্শনে

মুহূর্ত্তে সংগ্রামস্থল! বহিল শোণিত-
নদী! যে নদীর তীরে শোভিল, রাজন্,
সবাহনশত্রুঅঙ্গপ্রত্যঙ্গনিকরে,
তাহাদের মেদপঙ্কে গ্রথিত হইয়া,
তুঙ্গ তুঙ্গ কীর্ত্তিস্তম্ভাবলী—হরকুল-
বীরত্বের! আলিঙ্গিলা হাসি বুন্দীশ্বরে
উল্লাসে বিজয়লক্ষ্মী! বাইগু নগরে
গত এবে হররাজ—হত শেষ তাঁর
সাংযুগীন হরদলবলে।

বীর অহো! অহো! (মহোল্লাসে উত্থানপূর্ব্বক)

ধন্য হর! শ্লাঘ্যতম তুইরে জগতে—
বীরশ্রেষ্ঠ! পাঞ্চোলীর অদ্ভুত সমরে
যে যশ লভিলি তুই—অতুল জগতে,
যশস্বিন্, বীরজনস্পৃহণীয় হেন
যশ—চিরদিন! প্রমত্ত হৃদয় মোর,
নাচিছে ধমনী রণোৎসাহে—শুনি এই
বীরকীর্ত্তি তোর! কীর্ত্তিদেবী-মুখে শুনি
হেন বংশীধ্বনি, কোন্ হর-হিয়া নাহি
চাহেরে উঠিতে—হেন কীর্ত্তি-শৈলচূড়ে,
হেন রণে পশি! ভারতের অহঙ্কার—
ধন্য তুই—হরাবতীবাসী হরসুত!
অহো—তৃপ্তি! মাতাইব মহোল্লাসে আজ
এ জয়সম্বাদ ঘোষি এখনিই আমি
বুন্দীপুরী! পরিপূর্ণ এখনি হইবে
বীরধাত্রী হরাবতী বীরত্ব-উৎসবে।
(নিটকস্থ ভল্ল হস্তে লইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)
কহ, দূত, কহ আগে—রাজাদেশ কিবা
মোর প্রতি?

কানাই। কহিলা রাজেন্দ্র বুধসিংহ,—
ছুটিছে সহস্র দশ অম্বরীয় চমূ
বুন্দীপুরী-বিজয়ার্থে ; সীমান্তপ্রদেশে
রণে যেন তাসবারে করেন সংহার—
বীরসিংহ ; বুন্দীরক্ষা-ভার, ব'লো তাঁরে,
একমাত্র তাঁহারই বাহুবলোপরে—
চিরদিন, থাকি মোরা যে ভাবে যেখানে—
স্বদেশে বিদেশে কিম্বা স্বর্লোকে ভূলোকে।

বীর। 'ছুটিছে সহস্রদশ অম্বরীয় চমূ (সবিস্ময়ে)
বুন্দীপুরী-বিজয়ার্থে' ?

কানাই। সত্য, প্রভো।

বীর। বটে!
যাও তুমি শীঘ্র তবে, গৃহচূড় হ'তে
ঘোষ এ আদেশ মোর নীরদনির্ঘোষে,—
জাগ্ রে জাগ্ রে বুন্দি, বাজ্ রে দামামা (উচ্চগম্ভীরস্বরে)
নগরতোরণচূড়ে, বাজ্ শিঙ্গা ভেরী,
রণশঙ্খ বাজ্ তুই জলদগম্ভীরে,
কাঁপাইয়া দশদিক্ ; তা সহ মিশা'য়ে—
সুপ্ত সিংহযূথ, তোরা ওঠ্‌রে গর্জ্জিয়া,
মাতাইয়া বীরমদে হরাবতী-হিয়া।
ছুটুক সে রোল দূর শত্রুর শিবিরে,
দেখুক প্রলয়স্বপ্ন—উঠুক জাগিয়া—
আতঙ্কে অরাতিদল আর্ত্তনাদ-ভরে।
'ছুটিছে সহস্র দশ অম্বরীয় চমূ'
স্বদেশ, মৃগেন্দ্রবৃন্দ, তোদের জিনিতে ;
নিদ্রা ত্যজি লম্ফে লম্ফে ওঠ্‌রে সকলে।
সাজ্ রে সাজ্‌রে সৈন্য সাজ্ রে ত্বরায়,
দুর্গাধ্যক্ষ বীরসিংহ ছুটিবে এখনি

পক্ষীন্দ্র গরুড়রূপে, গরুড়-বিক্রমে—
উৎসবে ভুঞ্জিতে ক্ষুদ্র ভুজঙ্গমকুলে,
সীমান্তে। হেলায় তোরা পারিস্ জিনিতে
বসুন্ধরা, জন্মভূমি তোদের জিনিবে
অপরে? সংহারবেশে সাজ্ রে সকলে।
দলিলা চরণতলে ত্রিশত চৌহান
পঞ্চাশৎ শত বৈরী; পঞ্চশত হর
সাজ্‌রে সত্বরে; মাত্র পঞ্চশত মোরা
পশিব সে শত শতে কালচক্রপ্রায়,
দুহাতে দুখড়্গা ধরি ছেদিব সবারে,
মুহূর্ত্তে রুধিরনদী বহাব ভূতলে।

দলিল 'মুহূর্ত্তে রুধিরনদী বহুক ভূতলে'! (পশ্চাৎ হ'তে বীরসিংহের স্কন্ধে খড়্গাঘাত)

বীর। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!—কি করিলি, কি করিলি, কি করিলি, দুরত্মন্! (বলিতে বলিতে ঘূর্ণিত হইয়া পতিত)

দলিল। করিলাম—করাইলা
যাহা সে জগদীশ্বর, ছেদিলাম ছলে—
বুন্দীর বিজয়বিঘ্ন অরাতি আমার
আপনি—আপনাকে! হরাবতী আমার!

কানাই। হর হর-হর-হর-হর, শিব শম্ভো—ও! জয় মহারাওরাজা দলিলসিংহের জয়!

নৈপথ্যে, রক্ষীসৈন্য। হর-হর-হর-হর-হর, শিব শম্ভো-ও! জয় মহারাও রাজা দলিলসিংহের জয়!

(বলাইসিংহপ্রমুখ একদল উদ্যতায়ুধ সৈন্যের বেগে প্রবেশ)

(পুনর্নেপথ্যে, বুন্দীর অভ্যন্তরে ও দূর তারাগড়ে)

হর-হর-হর-হর-হর, শিব শম্ভো-ও! জয় মহারাও রাজা দলিলসিংহের জয়!

(পুনর্নেপথ্যে, বুন্দীর অভ্যন্তরে, বাহিরে, চতুর্দ্দিকস্থ জনপদে ও দূর তারাগড়ে)

হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা—র ! জয় মহারাও রাজা বুধসিংহের জয় !

দলিল। একেবারে চতুর্দ্দিকে উঠিল জ্বলিয়া
ঘোর সমর অনল !

বীর। বুঝিলাম সব !
নীচ বিশ্বাসঘাতক, হরাবতী তোর ? (কঠোরস্বরে)
এই যা নরকে, কুক্কুর ; গেলি না, মূঢ় ? (দলিলের প্রতি
ব্যর্থ হ'লে বীরসিংহবাহুবলক্ষিপ্ত ভল্ল ক্ষেপণ ও তার নিষ্কৃতি)
অস্ত্র ? লক্ষ্য—ভ্রষ্ট হ'ল তার ? বাঁচ তবে
এইবার—কেরে তুই ? মোর হস্তধৃত (অসি নিষ্কাসন ও বলাই
অসি এই বাঞ্ছিস্ কর্ষিতে, দুঃসাহসী— কর্ত্তৃক তদাকর্ষণ)
জ্বলন্ত অনলে কীট ! যা ভস্ম হ'য়ে। (আঘাত)

বলাই। হাঃ !
মরিলাম, কানাই ! (পড়িলেন ও মরিলেন)

কানাই। স্বর্গে যাও।

বীর। কানাই ?
সেই ভণ্ডদূত ? দণ্ডি তোরে এই দণ্ডে
এই অসিধারে—যা চলিরে দুরাচার। (কানাইপ্রতি খড়্গ

কানাই। হা ! সাবধান, মহারাও দলিলসিংহ— ক্ষেপণ ও তার নিষ্কৃতি)
হররাজ !

বীর। 'দলিলসিংহ—হররাজ' ! হোঃ !
হ'লি না কেনরে বধির, শ্রবণ ? প্রাণ,
এখনো আছিস্ তোরা এ ভগ্ন আগারে—
শুনিতে কি এই কথা ? মৃগরাজপদে
ছুছুন্দর ? চণ্ডালের ভোগে দ্বিজরাজ ?
দ্বিজরাজ সম হররাজ্য—ভোক্তা তার
দলিল ? হোঃ—সহে না ! নিপাত, নিপাত, নে,—
দ্যাখ্ রে, পামর, এবার ! হা ধিক্ ! নাই (কটিদেশ অন্বেষণ
আর প্রহরণ ! অস্ত্রহীন বীরসিংহ ! পূর্ব্বক)

আয় নিকটে, নরপিশাচ ; এই বজ্র-
মুষ্ট্যাঘাতে শির চূর্ণিব এখনি তোর ;
কিম্বা এই পদাঘাতে—গদাঘাত প্রায়—
ভাঙ্গিব পঞ্জর তোর, আয়, পাপাধম।
যুদ্ধ করিতিস্ যদি, ক্ষুদ্রকীট, এই
চপেট-প্রহারে চেপ্টা হ'তিস্ রে আজ
তুই—তোর সুহৃদ্বন্ধু কীটদল সহ।
প্রভুত্ব ভাবিয়া ঘোর দাসত্ব লভিলি,
বর্ব্বর ? দাসত্বলালসে, নীচত্মা তুই,
বিনাযুদ্ধে বধিলি, দুর্ম্মতি,—মহাপ্রাণ ?
ধিক্! ছিন্ন হ'ল—জ্বলন্ত বীরত্বরূপী
দেহ মোর এই—বিনাযুদ্ধে ? মরিলাম
আমি অপমৃত্যু ? এ দুঃখ যাবে না মোর!
মিলাইবে ভূতপঞ্চে ভৌত্তিক এ দেহ,
আত্মার মরমে কিন্তু জন্মজন্মান্তরে
রহিবে এ খেদ! দেশবৈরীদলে ছলে
পশালি আলয়ে, দেশদ্রোহী ? খুলে দিলি
দেব গৃহদ্বার—নরককুক্কুরকুলে,
নারকী ? দেবভোগ্য যজ্ঞহবি খাওালি
কুক্কুরে, কুলাঙ্গার ?

নেপথ্যে — হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা—র!
হর-হর-হর-হর-হর, শিব শম্ভো-ও!

বীর — হাঃ! পুরীর ভিতরে (বাষ্পাকুলস্বরে)
অরি, অরি চতুর্দ্দিকে, হেথা আমি মরি
অকারণে! বুন্দী যায় রসাতলে, হায়,
ধরাতলে হেথা আমি শুয়ে নিরুদ্যমে!
করিছে সমর ঘোর সেনাপতিচয়—
মোর আশাপানে চেয়ে, আমিরে নিশ্চেষ্ট

হেথা ধরণীশয়নে ! রাজার বিশ্বাস—
ভরসা সেনার—প্রজার আশাদি সব—
ছিলরে নির্ভর—এ মোর দোর্দ্দণ্ড ভুজে !
হা-আঃ ! কি আমি করিলাম ! বালির বাঁধ !
আকাশ কুসুম ! গেল গেল—জ্ব'লে গেল !
হৃদয়মর্ম্ম আমার জ্ব'লে গেল ! জ্ব'লে
গেল ! হাঃ—পিপাসা !

দলিল। আন্ রে শীতল জল-
কর্পূর বাসিত।

বীর। 'শীতল জল' ! খিন্মূর্খ !
মিটাইলা কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের পিপাসা
ত্রিস্রোতার এক স্রোত ভোগবতী-জলে—
পার্থ। কিন্তু, রে মূঢ়, এ পিপাসা আমার (দৃঢ়স্বরে)
দারুণ ! ত্রিপথাগার মিলা'স্ যদ্যপি
মন্দাকিনী, ভোগবতী, গঙ্গাভাগীরথী—
ত্রিধারা, নারিবি তবু নিবারিতে তুই
এ তৃষ্ণা ! সপ্ত সমুদ্রের জল পারিস্
যদ্যপি আনিতে, এ পিপাসা শান্তি মোর
তথাচ নহিবে ! হা—পিপাসা !

দলিল। অনুমতি,
দেব, করুন প্রকাশি,—কোন্ দ্রব্যে তৃষ্ণা
দূর হবে তব—কি পানীয়ে ?

বীর। 'কি পানীয়ে' (কঠোরস্বরে)
ঐ তোর বুকের শোণিতে—কবোষ্ণ ! দিবি
কি তাই তুই ? পিপাসা শান্তি করিবি কি
মোর—এ আসন্নকালে ? করিস্ যদি, দে
খড়্গ মোরে, আয় কাছে, খড়্গাঘাতে চিরি
বক্ষঃস্থল তোর ; ছুটুক রুধির-ধারা

স্থূল—গভীর সে ক্ষতমুখে—'ফোয়ারার
মুখ হ'তে বারিধারা রূপে, পড়ুক এ
মুখে মোর, মিটুক পিপাসা! কিন্তু ধিক্!
ভীরু তুই অন্নদার; দিবি না এখন
স্বেচ্ছায়, কিন্তু দিতে হবে পরে—সে সুধা
মোরে—ঐ বক্ষোদ্ভব! পিব আমি নিশ্চিত!
নতুবা প্রেতত্ব দূর নহিবে আমার।

(ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া)

বল্‌রে, বিজাত তুই, বল্‌রে যথার্থ,—
সত্যই কি সব—কহিলা যা ভণ্ডদূত?

দলিল সত্য সব, দেব।

বীর। আঃ—তৃপ্তি তবু কথঞ্চিৎ!
অহ-হঃ! জননি জন্মভূমি—মাগো, গেলি? (সরোদনে)
যা! রক্ষিতে তোরে, কুপুত্র আমিরে তোর,
সাধ্য মোর হ'ল না! হারালাম, হাঃ,—তোরে!
ক্ষম মোরে, বুধসিংহ—প্রিয়পূজ্য প্রভো,
ক্ষম এ অধমে; সহজে, অক্ষম আমি,
দিলাম বিলা'য়ে—তোমার সর্ব্বস্ব ধন
তস্করে! হরকুল—হাঃ, ক্ষমরে সকলে
এ পামরে! হোঃ—পিপাসা! আঁধার! নিবিড় (ভগ্নস্বরে)
আঁধার! পিপাসা! ঐ প্রেতপুরী! পিপাসা,
পিপাসা,—দারুণ পি-পা-সা! (মরিলেন)

দলিল। ওঃ! বিভীষিকা!—(সাতঙ্কে)
উঠিছে আকাশে পুরুষ বিকটাকৃতি!
রুধিরকর্দ্দমে মাখা! অর্দ্ধছিন্ন দেহ!
বিগলিত কেশ শ্মশ্রু—জমাট শোণিতে
জটিল! ঘোর দন্ত কড়মড়—চাহিছে
আমার পানে—কট্‌মট্ বিকট নয়নে—

ক্রোধান্ধ! হোঃ, ভীষণতর পুনঃ—ব্যাদিল
বদন সহসা! ঘোর বদন-বিবরে—
না জানি কোথায় হ'তে পড়িছে আসিয়া
সদ্যো রুধিরের স্রোত—স্থূলধারে! ঐ যা!
আর নাই! মিলাইল মুহূর্ত্তে আকাশে
করাল কুছবি! কণ্টকিত কলেবর—
কাঁপিছে হৃদয় মোর—কাঁপিছে জীবাত্মা—
আতঙ্কে! অমঙ্গল চিহ্ন হেন কেন হে,
ঈশ্বর, দেখা'লে আমারে হেন মঙ্গল
সময়ে? এ প্রতারণা, রাজ্যলক্ষ্মি, কেন
এ দাসেরে, প্রসন্না যাহারে তুমি আজ
স্বেচ্ছায়?

(ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া)

দূর হোক্—কিছুই নয়, স্থধু
নয়ন-ভ্রান্তি—আঁধার-মিশ্রিত আলোকে
ঊষার! ঊষা হাসিতেছে ঐ—সুরবালা,
সৌভাগ্য-ঊষায় মোর কোলে ল'য়ে ধনী!

নেপথ্যে। হর-হর-হর-হর-হর, শিব শম্ভো—ও! চৌহানগণ পলায়িত! বিজয়লক্ষ্মী আজ আমাদের! জয় হরাবতীর অধীশ্বর মহারাও রাজা দলিলসিংহের জয়!

দলিল। ঐ যা, হ'য়ে গেল! হো—কানাইসিংহ, ত্বরায় তুমি প্রস্থান কর, ত্বরায় গিয়ে রাজরাজেশ্বর সেবয়রাজকে বুন্দী বিজয়ের শুভ সম্বাদ প্রদান কর—যাও।

কানাই। যে আজ্ঞে, মহারাও। (নিষ্ক্রান্ত)

দলিল। আমরাও যাই। জগদীশ, তুমিই ধন্য! দয়াময়, তোমার ইচ্ছা!

অহো! স্বার্থমেকমেবাদ্বিতীয়ম্!

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ অঙ্কাংশ অঙ্কাবতার

বুন্দীর উপনগর ; প্রহ্লাদসিংহের বাটী।

সসজ্জ প্রহ্লাদসিংহ ও তদীয় স্ত্রী চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। যদি আর দুদণ্ড আগেও তুমি আ'স্‌তে পা'র্‌তে, তবে কি আর বুন্দী যায়!

প্রহ্লাদ। কি ক'র্‌ব লো পুণ্টুরি, কি ক'র্‌ব ; চেষ্টার কি আমি আর কসুর ক'রেছি! সুবলসিংহের শবটা ছেড়ে খানিক দূর যাই এসেছি, অম্‌নি শত্রু মিত্র উভয় পক্ষের ভয়ঙ্কর 'হর হর' শব্দে দশদিক পূর্ণ হ'য়ে গেল। তথাচ প্রাণপণে ছুটে আ'স্‌তে লা'গ্‌লাম ; কিন্তু আ'স্‌তে আ'স্‌তেই এ দিকে ফর্সা! এসে দেখি—অজিতসিংহ, অভয়সিংহ, বিক্রমসিংহ, বাঘসিংহ প্রভৃতি চৌহান সেনাপতিগণ নগরের সিংহদ্বার খুলে ফেলে সসৈন্যে ছুটে পালাচ্ছে। আর নেংটে ইন্দুর দুরাত্মা দলিল শ্বশুর বুন্দীর রাজা হ'য়েছে! ওঃ, সয় না রে সয় না! রাগের চোটে আমার কেবল ধপাস্ ধপাস্ ক'রে লাফা'তে ইচ্ছা করে।

চন্দ্রাবতী। সেনাপতিরা আরো ল'ড়্‌লেন না কেন?

প্রহ্লাদ। কি আর ল'ড়্‌বেন—বল ; একে ত তাঁরা ঘুমন্ত অবস্থাতেই আক্রান্ত হ'লেন—অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ভাল ক'রে যে প্রস্তুত হবেন, এমন সময়টুকু পর্য্যন্ত পেলেন না ; তাতে আবার নগরের সমুদায় স্থান, প্রাচারের মূল, পৃষ্ঠদেশ—সব শত্রুর অধিকৃত হ'য়ে গেল ; এবং প্রাচীরের কামানগুলি হ'তে চারিদিকে এম্‌নি ভয়ঙ্কর আগুন ছুটতে লা'গ্‌ল যে জানপদ ও শিলাপোষ শূরগণ হ'তেও কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্তির আর আশা থা'ক্‌ল না ; সুতরাং কি আর তাঁরা ক'র্‌বেন—বল। তথাচ প্রাণপণে তাঁরা যুদ্ধ ক'চ্ছিলেন ; অকস্মাৎ বীরসিংহের মৃত্যুসম্বাদ পেয়ে একেবারে দ'মে গেলেন,

এবং আর আশা নাই, বৃথা সৈন্য-ক্ষয় হ'চ্ছে—দেখে বের হ'য়ে প'ড়্লেন। বুন্দী গিয়েছে শুনে তারাগড়ের সৈন্যেরাও ছুটে বের হ'য়ে প'ড়্ল। কতক্ষণ, রে বদ্মায়েস দলিলসিংহ, কতক্ষণ? থা'ক্ না, এই যে আমি তোর শ্রাদ্ধের যোগাড় ক'র্তে যা'চ্ছি।

চন্দ্রা। একাই যাবে?

প্রহ্লাদ। একা কেন? সেনাপতিদিগকে সব সম্বাদ আমি ব'লেছি; তাঁরা মহারাজের উদ্দেশে এখনি বাইগুনগরের দিকে রওনা হবেন, আমিও সেই সঙ্গে। ওরে অজগরমূর্খ দলিল দাম্ড়া, বীরসিংহের মহিষী মলয়াবতীর প্রতিজ্ঞা এই পূর্ণ হয় আর কি—দ্যাখ্ না।

চন্দ্রা। মলয়াবতীর আবার কি প্রতিজ্ঞা? তিনি চিতায় উঠ্লেন না?

প্রহ্লাদ। উঠ্বেন—এখন নয়।

চন্দ্রা। কবে?

প্রহ্লাদ। বীরসিংহ অপঘাতে ম'রে, 'পিপাসা পিপাসা' ক'রে প্রেতপুরে গিয়েছেন কি না, তাই দেবি মলয়াবতী প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন—দলিলসিংহের রক্তপানে পিপাসা শান্তি ক'রে স্বামী স্বর্গে গেলেন, তাই না দেখে তিনি চিতায় উঠ্বেন না; এবং যত দিন তা না দেখ্তে পান, ততদিন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন ক'রে থা'ক্বেন!

চন্দ্রা। আঃ! আহ্লাদে আমার চক্ষে জল আ'স্‌ল। (অশ্রুমোচন)

প্রহ্লাদ। তা আসুক; আমি এখন চ'ল্লাম, আর দেরি ক'র্তে পারি না।

চন্দ্রা। এসগে; কত সৈন্য যা'চ্ছে?

প্রহ্লাদ। বুন্দীর ও তারাগড়ের সৈন্যেরা মিলিত হ'য়ে, বাইশ হাজার এখন যা'চ্ছে; যুদ্ধের সময় জনপদবাসীরাও যোগ দেবে।

চন্দ্রা। তবে যাও; ত্বরায় সসৈন্য মহারজকে নিয়ে এসে দুরাত্মার মুণ্ডপাত কর।

প্রহ্লাদ। তার আর কথা! দেখো—এবার এক প্রহ্লাদসিংহের চ্যাঙ্গার চোটে একেবারে আগুন উঠে যাবে।

চন্দ্রা। 'চ্যাঙ্গার চোটে আগুন উঠে যাবে'—ওমা! সে কি?

প্রহ্লাদ। সে দিন পাঞ্চোলীর যুদ্ধে প্রাণটা বাঁচা'য়ে, মনে মনে ঠিক ক'রেছিলাম—'নির্ব্বিঘ্নে যুদ্ধ ক'র্‌বার একটা ফন্দি ঠাওরাব'; তাই ঠাউরিছি; চমৎকার ফন্দি, তাতে কাটাকাটির ধারেও যেতে হবে না, অথচ খুব যুদ্ধ করা হবে।

চন্দ্রা। বটে! কি রকম?

প্রহ্লাদ। মোটা মোটা, একহাত মুঠমহাত লম্বা সালকাঠের কতকগুলি চ্যাঙ্গা কেটে, যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে কোন একটা উচু যায়গায় রাশীকৃত ক'রে রেখে দেব; তার পর, যুদ্ধ বা'ধ্‌লে, সেইখান থেকে শত্রুর ঝাঁকের মধ্যে ধমাধম্ চ্যাঙ্গা ছুড়্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ব; শত্রুদের নাক, কাণ, মুখ—সব গেঁতো হ'য়ে যাবে, দাঁত ছ'র্‌কুটে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে মাটিতে প'ড়্‌তে থা'ক্‌বে; তার পর আমাদের আর আর সৈন্যেরা গিয়ে তাদিগকে বলি দেবে! কেমন ফন্দি বের ক'রেছি—অ্যাঁ?

চন্দ্রা। বে-এ-শ ফন্দি! তবে দাও—এ তলোয়ারখানা আর এখানে কেন? (তরবারি আকর্ষণ)

প্রহ্লাদ। কি কি? আরে কর কি? তোমার অভিপ্রায় কি—অ্যাঁ? (তরবারি ধারণ)

চন্দ্রা। ছাড় না, তলোয়ার খানা তোমার পেছনদিকে ঝুলিয়ে দি।

প্রহ্লাদ। কেন কেন—অ্যাঁ?

চন্দ্রা। মাথায় প্রকাণ্ড একটা পাগ্‌ড়ি বেঁধেছ—যেন একটা গন্ধমাদন! যুদ্ধ ক'র্‌বে গাছের ডাল ছুড়ে! সুতরাং এই বাঁকা তলোয়ার খানা এখন তোমার পেছনদিকে যায়গামত ঝুলিয়ে দিলেই ঠিক হয়।

প্রহ্লাদ। ও!—তুমি আমায় হনুমান সাজা'তে চাও!

চন্দ্রা। না, যেমন যুদ্ধ ক'র্‌বে, সাজটাও তেম্‌নি নিখুঁত ক'রে বানিয়ে দি; নতুবা এ তলোয়ারখানার আর দরকার কি? (আকর্ষণ)

প্রহ্লাদ। আলো ক্ষেপি—না, ছেড়ে দাও—লক্ষ্মী ত; লোকে হা'স্‌বে, আগুন দিয়ে মুখ্‌টো আমার পুড়িয়ে, সাজটা আমার আরো নিখুঁত ক'রে দিতে আ'স্‌বে। ছি! এমন কাজও কি ক'র্‌তে আছে? যাও, ছেড়ে দাও।

চন্দ্রা। তবে প্রতিজ্ঞা কর—'চ্যাঙ্গার' কারবার কক্‌খনো ক'র্‌বে না,

বিক্রম ক'রে কাটাকাটির মধ্যে ঢুকে, তলোয়ারের চোটে শক্রর মাথা কা'ট্‌বে। (তরবারি ত্যাগ)

প্রহ্লাদ। (স্বগত) ফন্দিটা মরুণীর কাছে ব'লেই ঝকমারি ক'রেছি। (প্রকাশ্যে) আলো পোড়াকপালি, কাটাকাটির মধ্যে ঢুক্‌লেই যে কাটা প'ড়্‌তে হবে! নমুনা এই হাঁটুতে দেখ্‌তে পা'চ্ছনা?

চন্দ্রা। দেখেছি, আবার দেখি; (প্রহ্লাদসিংহের হাঁটু ধরিয়া) স্বামীর শরীরে বীরত্বের চিহ্ন—শক্রর অস্ত্রাঘাত! ভারতীয় ক্ষত্রিয়কন্যার এর চেয়ে সাধের জিনিস জগতে আর কি আছে! আমার চিরদিনের সেই সাধের জিনিস এই আজ প্রাপ্ত হ'য়েছি, অতএব প্রাণভ'রে এর সমাদর করি। (ক্ষতস্থানে চুম্বন)

প্রহ্লাদ। (সাহ্লাদে) আহা-হা! জুড়িয়ে গেলরে জুড়িয়ে গেল! ওলো ক্ষেপি লো ক্ষেপি—ক্ষ্যাপা চণ্ডি, সব ব্যথা আমার দূর হ'ল! সকল শরীর আমার যেন অমৃতের নদীতে নেয়ে উঠ্‌ল! আঃ!

চন্দ্রা। তবে প্রতিজ্ঞা ক'রে বল—কাটাকাটির মধ্যে ঢুকে রীতিমত তলোয়ার ধ'রে যুদ্ধ ক'র্‌বে।

প্রহ্লাদ। ক'র্‌ব, লো পুণ্টুরি, ক'র্‌ব; আমার মিঠেকড়া পুণ্টুরি, প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লাম—তাই আমি ক'র্‌ব,—ঘোর যুদ্ধের মধ্যে ঢুকে, তরবারের চোটে শত শত শক্রর মাথা কা'ট্‌ব, এবং তাদের অস্ত্রাঘাতে সর্ব্ব শরীরে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে তোমার কাছে ফিরে আ'স্‌ব; তুমি আমার প্রত্যেক ঘায়ের মুখে এম্‌নি ক'রে অমৃত ঢেলে দিও, আর আমার সব সেরে যাবে!

চন্দ্রা। আহ্লাদে আমারও মুখখানা পূর্ণিমের চাঁদের মত ঝল্‌মলে হবে।

প্রহ্লাদ। তবে বেশ, এবং এ যাত্রার এই শেষ; আমি এখন চ'ল্লাম।

চন্দ্রা। এসগে।

প্রহ্লাদ। চ'ল্লাম, লো পুণ্টুরি, চ'ল্লাম; আমার মিঠেকড়া পুণ্টুরি—আমার অম্লমধুর পুণ্টুরি, চ'ল্লাম লো—বিদায়, বিদায়! (নিষ্ক্রান্ত)

চন্দ্রা। (একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সবাষ্পে) যাও; যুদ্ধ কর; জিতে, জন্মভূমিকে উদ্ধার ক'রে, হা'স্‌তে হা'স্‌তে বাড়ী এস; তোমার সুখ্যাতিতে

দেশবিদেশ ভ'রে যা'ক্! তোমার 'পুণ্টুরী' প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ক'রে কায়মনবাক্যে তোমার মঙ্গলকামনা ক'র্‌বে ; দাসীর প্রতি দয়া ক'রে ভগবতী অবশ্যই তোমায় মঙ্গলে রা'খ্‌বেন। কিন্তু তুমি আমায় 'পোড়াকপালী' ব'ল্লে কেন? আমার স্বামী যুদ্ধে গেলেন—জন্মভূমি জননীর উদ্ধাররূপ মহৎকার্য্য সাধন ক'র্‌তে গেলেন, এমন সময় তুমি আমায় 'পোড়াকপালী' ব'লে গা'ল দিলে! দিলে—ভালই ক'র্‌লে ; কিন্তু, দেব, তুমি অন্যায় কথা ব'লেছ,—পৃথিবীর সকল দেশের সেরা ভারতবর্ষের মধ্যে, পৃথিবীর সকল জাতির সেরা রজঃপূত জাতির মেয়েরা কোন দিনও 'পোড়াকপালী' নয়। আমার স্বামী যদি শত্রুর অস্ত্রাঘাতে স্বর্গে যানই, তাতেও আমার সোণাকপাল! আমি নেচে গেয়ে আপন হাতে চিতে সাজা'য়ে, আগুন দেবের কোলে ব'সে দুই হাত নাড়া দিতে দিতে স্বর্গে চ'লে যাব! এবং সেখানে গিয়ে আবার আমার প্রহ্লাদের আহ্লাদী হ'য়ে ব'স্‌ব! গুরুদেব ব'লেছেন—সেখানে শোক দুঃখু কিছুই নাই—কেবলি সুখ! অতএব, দেব, তুমি হাজার বার ব'ল্লেও কার সাধ্য আমাকে 'পোড়াকপালী' ক'র্‌তে পারে?

(অশ্রু পুঁছিতে পুঁছিতে নিষ্ক্রান্তা)

সপ্তম অঙ্ক।

বাইগুনগর হইতে বুন্দী যাইবার পথ ; চৌহানরাজের শিবির।

সময়—রাত্রি।

মহারাজ বুধসিংহ ও তদীয় নবমবর্ষীয় পুত্র ওমেদসিংহ আসীন।

সম্মুখে প্রহ্লাদসিংহ অধোমুখে দাণ্ডয়মান।

বুধসিংহ। অহ-হঃ! কি শুনিলাম নির্ঘাত বারতা! (সনির্ব্বেদে)
কি কথা কহিলি আসি তুইরে আমারে,
প্রহ্লাদ! দারুণ তোর বাগ্‌বজ্রাঘাতে—
চৌচির হৃদয় মোর, গিয়াছে ফাটিয়া
সর্ব্ব শিরায় শিরায়—শরীর! ফাটেরে
উচ্চ তালতরুবর যথা—আষাঢ়ের
দারুণ দুর্য্যোগে পড়িলে মস্তকে তার
কুলিশ! মর্ম্মপেষিণী, হায়রে, যন্ত্রণা!
নাই আর ভবধামে বুন্দীর ভরসা (উত্থানপূর্ব্বক সবিস্ময় গম্ভীরস্বরে)
বীরসিংহ? বিনা যুদ্ধে হত চৌরকরে
চিত্রযোধী? ডুবিয়াছে সেবয়সাগরে—
চৌহানসৌভাগ্যসূর্য্য? মুদিয়াছে, হায়,
হরকুলকীর্ত্তিপদ্ম অকালসন্ধ্যায়?
বেচেছে দাসত্বপণে, বৈরীর দোকানে,
হরপুত্র, লোটাইয়া কুশপুত্র-পায়,
স্বদেশ স্বকুলমান স্বজাতিগৌরবে?

হা ধিক্! হা ধিক্! কেননা মরিনু আমি (সপরিতাপে)
পাঞ্চোলী-সমরে! করপ্রদ বুন্দীরাজ্য—
অম্বররাজ্যের! অম্বরের হরাবতী
দাসী! দাসীপুত্র হরসুত—সেবয়ের!
এ সম্বাদ শুনি—এখনো আছিস্, প্রাণ?
ধিক্! ধিক্! অতি কঠোর তোরা—নির্ঘৃণ!
দেশদ্রোহী রে দুরাত্মা দলিল দুর্ম্মতি, (ক্রোধগম্ভীরস্বরে)
সুধার সরসী ভাবি সাধেরে ডুবিলি
এ হেন দুস্তর মহাপাতক-সাগরে,
রে পাতকী? অনায়াসে পারিলি করিতে—
জন্মভূমি জননীরে তোর—ভোগ্যা দাসী
অপরের, নরপ্রেত? পারিলি সঁপিতে
তুই, মূঢ়, ভীরুচিত ফেরুকুলকরে,
মানভূমি—বীরভূমি—সিংহভূমি সেই—
স্বাধীনতা-দেবতার বাসভূমি চির,
দীর্ণ তাঁরে করিবারে নখরপ্রহারে,
পামর? রক্ষক যাহার ছিলি, তাই রে
ভক্ষিলি, পিশাচ? নতুবা কি সাধ্য—বুন্দী
করিত বিজয় কুশপুত্র, শত শত
যাদের সে দিন—পিষিলাম পদাঘাতে
পাঞ্চোলী-প্রান্তরে? রক্ষা আর নাই তোর।
ঘাটাইলি মদোৎকট মৃগেন্দ্রে, দুর্ম্মতি,
কে আর বাঁচাবে তোরে তার দংষ্ট্রা হইতে?
এই রে দোর্দ্দণ্ড ভুজে অজেয় ভারতে
হেলায় উদ্ধার আমি করিব কটাক্ষে—
জন্মভূমি, পশুপ্রায় সংহারিয়া তোরে।
খড়্গহস্তে বুধসিংহ ছুটিবে এখনি
সসৈন্যে, দেখিবে, দুরাত্মা, তোরে—

বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক

কেশরীসিংহ। 'দেখিবে (বাষ্পাকুলক্রুদ্ধস্বরে)
সে দুরাত্মারে', হে রাজন্, ভৃত্য তব এই
কেশরী। হৃদয়বন গেলগো জ্বলিয়ে— (জানুতলে বসিয়া)
দারুণ শোকের দীপ্ত দাবাগ্নি-দহনে,
দেব! পিতৃকল্প অধিরাজ, আবদার
পালুন এ বালকের—বরুন আমারে
সেনাপতিপদে, তাত, এই ভিক্ষা পদে।
ছেদিয়াছে বিনাযুদ্ধে দলিল দুর্ম্মতি—
মিত্রদ্রোহী রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক—
পিতার বীরত্বপূর্ণ বিশাল শরীর
সে তার কলঙ্কী অস্ত্রে—কুলের কলঙ্ক
সেই দুরাচার। সেনাপতি শীঘ্র, প্রভো,
করুন আমারে, আমি ছুটিব এখনি—
সমরে, দেখিব—পিতৃহন্তা মূঢ়ে মোর
কার বাপে রাখে। স্পর্শি এ পদারবিন্দ, (তথা করিয়া)
চৌহানরাজেন্দ্র, এই প্রতিজ্ঞা আমার,
(নহিলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, কোটিকল্প কাল
হত পিতৃরক্ত পিব ডুবিয়া নরকে)
এই প্রতিজ্ঞা আমার—ছেদিব নিশ্চয়,
উলঙ্গিনী এই মোর দোধারা-ঘাতনে, (অসি উলঙ্গ করিয়া)
হৃৎপিণ্ড তার; রক্ত উছলিবে বেগে—
সে ঘোর গভীর তার হৃদ্‌গহ্বর হ'তে;
সে রক্তে মিশা'য়ে তিল, অঞ্জলি ভরিয়া
তৃষ্ণার্ত্ত পিতার আমি করিব তর্পণ—
"আব্রহ্ম স্তম্ভপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু"
এই মন্ত্রে। 'জগৎ' তৃপ্ত হইবে অবশ্য

দেশদ্রোহী কুলদ্রোহী পাপীর শোণিতে।
হইবে পিতার তৃপ্তি, মরিলেন যিনি
পিপাসাবিশুষ্ককণ্ঠে চাহিয়া পিয়িতে—
দুরাত্মার বক্ষোদ্ভব 'কবোষ্ণ' রুধিরে।
জননী মলয়াবতী, হায় রে অভাগী, (সরোদনে)
রহিবেন 'ব্রহ্মচর্য্যে'—প্রতিজ্ঞা করিলা,
পিতার 'প্রেতত্ব দূর' যদিন নহিবে!
না যাবে 'প্রেতত্ব', প্রেততর্পণে যদিন
না মিটে পিপাসা তাঁর দলিল-শোণিতে।
পিতার দুর্দ্দশা হেন, মাতার দুর্গতি—
আমি রে কেশরীসিংহ—আমার! হো-হো-ওঃ!
সহে না—সহে না, দেব; বরুন আমারে
সেনাপতিপদে শীঘ্র; সঁপিলাম, তাত,
এ মোর দোধারা সহ দেহ মোর এই
শ্রীচরণে। (তথা করিয়া রোদন)

বুধ উঠ, বৎস; মহাতুষ্ট আমি (হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন ও দোধারা তুলিয়া দিলেন)
তব প্রতিজ্ঞায়, পূর্ণিব প্রার্থনা তব,
বীরেন্দ্র। দারুণ ত্রিপাদ শোক হৃদয়ে (সবাষ্পে)
আমার, কেশরী; এক পাদ—পরদাসী
জননী জনমভূমি! আর পাদ—নাই
বীর বীরসিংহ সুহৃৎ! তৃতীয় পাদ—
বিশ্বাসঘাতক হরপুত্র! জন্মিয়াছে,
এ ত্রিপাদ শোক হ'তে হৃদয়ে আমার,
গঙ্গা ত্রিপথগা—পুণ্যোত্তম মহাতীর্থ!
উথলিছে তা হ'তেরে পূতবারিধারা—
এই রে নয়ন-পথে! এ তীর্থের এই
পবিত্র সলিলে—অভিষেকি তোমা আমি,
যোগ্য তুমি, বৎস, পিতৃসিংহাসনে তব—

শুভক্ষণে ; হ'লে, 'অন্তর্ধার মহারাজ'
আজ হ'তে তুমি।

প্রহ্লাদ জয় 'অন্তর্ধার মহারাজ' কেশরীসিংহের জয়।

বুধ। পুনঃ, এই তীর্থ-তোয়ে,
অভিষেকি তোমা আমি, বীররত্ন তুমি,
সর্ব্বসেনাপতিপদে—শূন্য যাহা, হায়,
পূজ্যপাদ বীরোত্তম কাকার বিহনে
বুধশ্রেষ্ঠ !

প্রহ্লাদ জয় 'সর্ব্বসেনাপতি' মহারাজ কেশরীসিংহের জয়।

বুধ। সামরিক মন্ত্রীপদে কিন্তু,
নব্য তুমি, এই নীরে অভিষেকি তাই—
মথুরা-ঈশ্বর ধীর মর্যোধসিংহেরে
বহুদর্শী। যুদ্ধমন্ত্রী আজ হ'তে, বৎস,
দুর্জ্জয় মর্যোধসিংহ—চৌহানরাজ্যের।
ক'রো তুমি, পরামর্শি তাঁর সনে সদা,
কর্ত্তব্য।

প্রহ্লাদ। জয় 'চৌহানরাজ্যের যুদ্ধমন্ত্রী' মহারাজ মর্যোধসিংহের জয়।

বুধ। বিশুদ্ধ, বৎস, এই গঙ্গাজলে,
অভিষেকি পুনঃ আমি (নিযুক্ত অপর
পদে তুমি—তাই) নির্ভীক সমরসিংহে
দুর্ব্বার সমরে— পৈত্রিক পদগৌরবে
তব, শূন্য যাহা (হায়রে বিদরে হিয়া
স্মরিতে) সমরদুর্ম্মদ বীরসিংহের
নিধনে ! সমরসিংহ বলবনেশ্বর
দুর্গাধ্যক্ষ আজ হ'তে হইলা বুন্দীর।

প্রহ্লাদ। জয় 'বুন্দীর দুর্গাধ্যক্ষ' মহারাজ সমরসিংহের জয়।

বুধ। ছিলা মোর সুদুর্জ্জয় ভুজদ্বয়রূপে—
মহাভুজ সূর্য্যসিংহ বীরসিংহ ; ছিন্ন

এবে, হায়, উভয়ই ! উভয়ের স্থানে
বরিলাম বীরত্রয়ে বরেণ্য বিক্রমে।
কর্ত্তব্য, কেশরী, অতি গুরুতর তব
আজ হ'তে, সাবধান ; ধর, বৎস, লও (দোধারা দিলেন, কেশরীসিংহ নিলেন)
খড়্গ এই—সেনাপতিপদ-চিহ্ন তব—
রাজপ্রসাদ। কর রে সাধুব্যবহার
ইহার ; আশীস করি—হও রে সক্ষম
মহৎ প্রতিজ্ঞা তব পূর্ণিতে সত্বরে,
যশস্বী!

কেশরী। কৃতার্থ দাস ; চরণাশীর্ব্বাদে (রাজার চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক দন্তভরে)
কেশরী কৃতান্তজয়ী, অসিমুখে তার—
কি ছার সে ক্ষুদ্র কীট দলিল ? মুহূর্ত্তে
আমি, দেখিবে রাজন্, করিব বিদার
নরাধমে, রাজদত্তা উলঙ্গিনী এই
দোধারাঘাতনে—রণস্থলে। কি দেখি রে (উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)
বিকল নয়নে ? হা মহারাজ ! কি দেখি ?
বসিয়া আকাশে পুরুষ বিকটাকৃতি ! (সবাষ্পে)
রুধির কর্দ্দমে মাখা ! অর্দ্ধছিন্ন দেহ !
বিগলিত কেশ শ্মশ্রু—জমাট শোণিতে
জটিল ! অতি কাতর নয়নে—চাহিছে
আমার পানে ! ব্যাদানি সঘনে বদন,
দারুণ তৃষ্ণায় যেন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া
যাচিছে সঙ্কেতে মোরে—পানীয়। অহ-হঃ !
প্রেতাত্মা ওই পিতার ! যাঃ, আর নাই ! হাঃ !
কি দেখিলাম ! এ হেন তোমার দুর্দ্দশা, (সরোদনে)
হে পিতঃ ? এখনো আমি র'য়েছি এখানে,
এ হেন মূরতি তব নিরখি নয়নে ?
জীবিত এখনো সেই দুরাত্মা ? অহ-হঃ !

কুপুত্র আমি তোমার, হে পিতঃ, ধিক্ মোরে!
দূর যা, পাদুকা, তোরা; যা চলি, কুণ্ডল; (যথা যথা উক্ত, তথা তথা কৃত)
অঙ্গদ বলয় ভূষা, যা রে দূর হ'য়ে;
আয় রে মস্তক হ'তে তুই রে, উষ্ণীষ,
এক অংশে তোর—হোক্ এই উত্তরীয়;
দূর যা, অন্য অংশ; গুরুদশা দারুণ
মোর, দারুণ ধরিনু এই তার—বেশ।
রহিবে, হে পিতঃ, করি আবার প্রতিজ্ঞা,
উদ্দেশে চরণপদ্ম পরশি তোমার,
সাক্ষী করি দেবোপম চৌহানঈশ্বরে,
করি আবার প্রতিজ্ঞা—রহিবে এ বেশ
মোর, রহিবে নখর শ্মশ্রু, রহিবে এ
কেশ—ততদিন, স্বর্গপ্রাপ্তি যতদিন
নহিবে তোমার—প্রেতত্ব-বিনাশ-অন্তে,
দলিলের বক্ষোদ্ভব রুধির-তর্পণে।
দেখিবে ভারতবর্ষ—দেখিবে জগৎ—
স্বর্গে বসি দেবধর্ম্ম দেখিবে চাহিয়ে—
কেশরী প্রতিজ্ঞা পার হবেই তাহার
এই তরবারে। মুহূর্ত্তে আমি ধাইব
এখনি—

ওমেদসিংহ। আমিও 'ধাইব', কেশরী দাদা, (সোৎসাহে সরোষে)
সঙ্গে তোর; পথ তোর পরিষ্কার করি
আমি দিব—এই মোর ক্ষুদ্র তরবারে (অসি উলঙ্গ করিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক)
কুচি কুচি কুচি করি কাটি শত্রুদলে;
সেই পথে গিয়ে শেষে করিস্ বিদায়
দলিলসিংহেরে তুই।

কেশরী। ধন্য! আয় কোলে (সহর্ষবাষ্পে)
ভাইরে ওমেদ,—হরবীরত্ব-অঙ্কুর—

ভাবী চৌহানকুল-ভরসা সিংহশিশো ! (বাহুমধ্যে ধারণ)

বুধ। হাঃ ! কি ছিলাম, কি হ'লাম, রাখিলাম কি—(সনির্ব্বেদে)
রাজপুত্র শিশু এই ওমেদের তরে
পিতা তার ধিক্ আমি—রাজা ! হোঃ, সহে না !
দারুণ নির্ব্বেদ-শল্য এই রে আমার
আর সহে না ! কে আছ, ভো ভো বীরবৃন্দ ?
ভাই সব চল রে সত্বরে—মহোৎসাহে,
সমরসাগরে ঝম্প দিব রে এখনি—
দেশোদ্ধার-তরে। আসিয়াছ দ্বাবিংশতি
সহস্র তোমরা—স্বদেশবাৎসল্যে পূর্ণ
শূরবীর হর ; অর্থ অমিত—ভাণ্ডারে—
রক্ষিত বাইগুপুরে কাকার কৌশলে
দূরদর্শী ; সক্ষম রে সেই ধনে মোরা
দ্বাদশবৎসর তক, আবশুক যদি,
পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য চালিতে সংগ্রামে।
কিসের অভাব, বীরকুঞ্জর নিকর ?
চল রে, সমরসভা করিয়া এখনি,
অপ্রমিত পরাক্রমে পড়ি রে ছুটিয়া
উদ্ধারিতে জন্মস্থানে—যেই সুধাকরে (সরোদনে)
চকোর, হইয়া রাহু, গ্রাসিয়াছে এবে—
চণ্ডাল !

কেশরী। চলুন—সেই পূর্ণ সুধাকরে
নিষ্কাসিব ছিন্ন তার কণ্ঠনালী-পথে,
খণ্ডি সে চণ্ডালমুণ্ড এই তরবারে।
হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা—র !

(বীরদর্পে সকলের প্রস্থান।)

অষ্টম অঙ্ক

বিষ্কম্ভক।

বাইগুরাজ্য, ওমেদপুর গ্রামের পথবিশেষ।

সময়—কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন প্রভাত।

চৌহানজাতির কুলগুরু মহর্ষি ধৌম্যের প্রবেশ।

ধৌম্য। (সখেদে) হায়! মহারাজ বুধসিংহের সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বার জন্য আজ আমায় বাইগুরাজ্যের এই ক্ষুদ্র ওমেদপুর গ্রামে আ'স্‌তে হ'ল! কোথায় বুন্দী! কোথায় হরাবতী! হাঃ!—

কি ঘোর বিদশাপন্ন হরদেশ এবে!
কিছু আর নাই তার! সৌভাগ্য, সম্মান,
স্বাধীনতা, শান্তিসুখ, গৌরব অপার,
অতুল বিভব আদি—যা কিছু আছিল
শোভা, গত সব—ঘোর ভাগ্যবিবর্ত্তনে!
হইয়াছে একেবারে বিধংসিত যেন
মুকুল কুসুম ফল কিসলয় আদি,
বসন্ত-সৌভাগ্যশোভা-শোভিত বিশাল
প্রমোদকানন-মাঝে, হিমর্ত্তু-সজ্ঘাতে—
অসময়ে! ছিন্ন ভিন্ন হায় রে এখন—
নিত্য নিত্য তুমুল সংগ্রামে—হরাবতী!
হইয়াছে যেন ঘোর ঝঞ্ঝাবাতাঘাতে
বিপর্য্যস্ত, হায়, এক মহাবনস্থলী!
সুসমৃদ্ধ সুবিস্তীর্ণ দেশ! হইয়াছে
ধ্বস্ত যেন—পয়োধির প্রবল প্লাবনে,
অকাল প্রলয়োদয়ে, কিম্বা ভূকম্পনে!

ঘুচিয়াছে, হরাবতি, আমিত্ব তোমার—
একেবারে! অহংপাঠ-পূর্ণসুধাকর
গিয়াছে মিশিয়া তব, অভাগিনী তুমি,
অম্বরের অহংপাঠ-সুধাংশুমণ্ডলে!
সামান্য প্রদেশ এবে তুমি—অম্বরের!
নিষ্প্রভ একটী যেন নগণ্য তারকা—
তারকিত, শারদীয়, সুধাংশুশোভিত
বিশাল অম্বরপ্রান্তে—তুমি লো এখন!
নিয়তির এই ছিল, দুঃখিনি, তোমার
ললাট-লিখন!

(পরিক্রমণ করিয়া)

আর তুমি, বুধসিংহ?
ক্ষুদ্র এ ওমেদপুরে যাপিছ, রাজন্,
দিন তব, দীনবেশ হরদল-সহ,
হতাশা-দুর্ভর হৃদে, ভগ্ন মনোরথে!
হারা'য়ে অমরাবতী অসুর-সমরে,
করিছেন বসতি রে অসুরারি যেন—
ভগ্নমনা সুরপতি, হীনবেশ সুর-
দল সহ—গহন কাননে মনোদুঃখে!
অমিত দুর্জ্জয় বলে, এ দুই বৎসরে,
আক্রম দ্বাদশবার করিলা বুন্দীরে—
বৃথা তুমি, হররাজ! বৃথায় রে, হায়,
ভাসাইলা হরাবতী, বুন্দীর চৌদিকে,
সহস্র সহস্র হরসুতের শোণিতে!
পরপদ-দলিতা জননী, তৃষাতুরা
তাই তিনি যন্ত্রণায়! পারণার্থে তাঁর—
অকাতরে রক্তস্রোত দিলরে ঢালিয়ে
গুণধর তাঁর পুত্রগণ, বৈরী অস্ত্রে

দীর্ণবক্ষা হ'য়ে মহোৎসাহে! কিন্তু বৃথা!
অন্যের অজেয় বুন্দী তবকৃত যেই
রক্ষণ-কৌশলে, বৎস; অপ্রধৃষ্য এবে—
সে রক্ষা-কৌশলে পুরী তোমারও কাছে!
রক্ষী পুনঃ নিত্য তার বিংশতি হাজার
শূর সেবয়ের! কি আর করিবে তুমি
বাহুবলে, সেনাবলে কি আর করিবে,
মহারাও! মহারাজরাজেশ্বর তুমি,
নির্ব্বাসিত, হায়, এবে সহ পরিজনে—
পরদেশে! এই কিরে ছিল, 'আশাপূর্ণে',
কুলদেবী চৌহানকুলের তুমি, এই
কিরে ছিল তব মনে? কিন্তু বৃথা নিন্দি
তোমা; বিধিলিপি যেই যাহার ললাটে,
দেব দেবী—সাধ্য কি যে—খণ্ডিবে তাহারে
নিজবলে!

(পরিক্রমণ করিয়া)

আর তুই, দুরাত্মা দলিল?
দৈত্য-অবতাব দৈত্য তুই, দুরাশয়!
ফিরিছিস্ মহানন্দে, ইন্দ্রত্ব লভিয়া,
নন্দন কাননে এবে দৈত্য-দলবলে,
মূঢ়মতি! শচীদেবী বাম দেশে তোর—
তরুণ যৌবনবতী সেবয়নন্দিনী
জয়াবতী! জামাতা তুই রে এবে সেই
সেবয়ের, সেবয়ের পাদুকা বহিস্!
হ'লরে জঘন্য তোর এ হেন দুর্ম্মতি
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তোর কোন্ পাপফলে,
পাপাত্মন্? ডুবিলি রে কোন্ ব্রহ্মশাপে—
এ হেন গভীর ঘোর কলঙ্ক-সাগরে,

কলঙ্কী ? হেন জীব কে আছেরে জগতে,
দাসত্বশৃঙ্খল পরে সাধে যে চরণে,
জীবকুলাধম ? কিম্বদন্তী-ঘূর্ণবাতে
বহিয়া বহিয়া—এ দুর্নাম-মেঘ তোর,
মূঢ়, বিস্তারিয়া এই বিশাল জগতে—
ভবিষ্যতে, কলুষিত গ্লানি-বারিধারা—
প্রেতাত্মার শিরে তোর বর্ষিবে, পামর,
চিরদিন ! আছে কিন্তু এক আশা তোর,—
নরকে সে জন যাবে, উচ্চারিবে যেই
নাম তোর ; নাম তোর করিবে না কেহ—
সেই ভয়ে ! রাম !

(পরিক্রমণ করিয়া)

আর তুমি, জয়সিংহ ?

কৃতী বট—শতসঙ্খ্য ক'রেছ যদ্যপি
পাপ তুমি এ যাবৎ। বীর্য্যপরাক্রমে—
করিয়াছ করপ্রদ পদানত তব
অগণন ক্ষুদ্রশ্রেষ্ঠ মহীপালকুলে—
এ প্রদেশে। রাজ্য তব ক'রেছ বিস্তার
যমুনা হইতে—পূত নর্ম্মদা অবধি,
নিষধ পর্য্যন্ত—মরু মিবার হইতে ;
একচ্ছত্রা তব ছত্রে বিশাল এ ভূমি।
তুষিবে, বাসনা তব, হুতাশন দেবে—
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে ; গঠিয়াছ তাই—
সুশোভন যজ্ঞশালা মণ্ডিত রতনে।
পূর্ণ হোক্, মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করি,
বাসনা তোমার। হে ভারত, পুণ্যোত্তমা
তুমিলো জগতে—কর্ম্মভূমি পুণ্যোত্তম
আর্য্য-তনয়ের ; তব পবিত্র হৃদয়ে—

হোক্ পুনঃ বাজীমেধ যজ্ঞ কলিকালে,—
আর্য্যের যে ধর্ম্মশাস্ত্র—সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র-
আদি গুরু—অতুল অপৌরুষেয় বেদ,
সেই বেদ-বিহিত বিধানে। কীর্ত্তি এই—
রহুক, রাজেন্দ্র, তব অক্ষয়—জগতে।
ক'রেছিলা এক যজ্ঞ কলির প্রারম্ভে—
ধর্ম্মরাজ, আদি পিতা লোক জগতের
যেই আর্য্যবংশ ভারতীয়, সেই বংশ-
শির-চূড়ামণি যুধিষ্ঠির! এই পুনঃ
মধ্য কলিযুগে, হিন্দুরাজকুলেশ্বর
তুমি, হউক তোমার প্রতাপে—দ্বিতীয়,
কিম্বা শেষ! কে কহিবে—কলির অন্তিমে,
পারিবে কি পবিত্রিতে আবার ভারতে—
আর্য্যবংশ্য ভূপ কোন হেন যজ্ঞোৎসবে!
রুদ্ধ, হায়, ভবিতব্য-লৌহময় দ্বার—
নরনেত্রে! থাকে যদি বিধাতার মনে,
পারিবে।

নেপথ্যে

অন্তর্গূঢ়শোকে দুর্ভর-হৃদয়া,
গলদশ্রু-পূর্ণ অযুত-নয়না,
কুহেলিকারূপ গুরুশোক-বেশে
আবরি বিষাদে বালারুণ-বক্ত্র,
কাঁদিতে কাঁদিতে, কাঁদাতে চৌহানে,
এসেছে বুঝি এ শোচনীয়া উষা!

ধৌম্য

আঁা! একি? হা-আঃ! মহাত্রাসকরী
আকাশ-সম্ভবা বাগ্‌বিদ্যুত-ঝলসা!
'কাঁদাতে চৌহানে'! কেন? হে নগবালিকে,
কৃপাদৃষ্টি করগো মা চৌহান-ঈশ্বরে—
মহাদুঃখী! গিয়ে যেন দেখিগো তাঁহারে

সহ পরিজনে—কুশলে! মঙ্গল তাঁর
করগো বিধান, দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে!
নাশহ দুর্গতি তাঁর, দুর্গতিনাশিনি
হে দুর্গে!

তুলসীগাছ হস্তে প্রবেশপূর্ব্বক—প্রতিহারী

বদনসিংহ। প্রণমি পদপঙ্কজে, মহর্ষে! (পদতলে পতিত)
ধৌম্য। উঠ, বৎস, সুখী হও; কহরে সম্বাদ—
হর অধীশের।
বদন। কি আর সম্বাদ, দেব! (উঠিয়া সরোদনে)
সুখ আর কোথায় মোদের! শোভে সূর্য্য
গগনমণ্ডলে, তাঁর কর-প্রসারণে—
হাসে যে কমলকুল সরসী-সলিলে,
কি সুখ তাদের, যবে হেরে তারা তাঁরে—
অস্তাচলে! ভগ্নস্বাস্থ্য, হায়! হররাজ—
মনঃক্লেশে, নিত্য নিত্য আক্রমি বুন্দীরে—
বৃথা! আছিলেন, হায়! ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে,
'হা ধিক্, অক্ষম আমি! হা বুন্দি! মা বুন্দি!'
এই রবে কিছুদিন!—পারি না কহিতে
আর! (রোদন)
ধৌম্য। মৃত বুধসিংহ? (সত্রাসে)
বদন। মৃত্যুশয্যাশায়ী— (সরোদনে)
হৃদ্‌ভঙ্গজনিত ঘোর অসাধ্য ব্যাধিতে!
কৃত বিশ্বমূলে তাঁর অন্তর্জ্জল-স্থান,
যাইতেছি এই আমি তুলসী লইয়ে!
ধৌম্য। এই রে সম্বাদ-বজ্র—সেই বাগ্‌বিদ্যুতে
সূচিত! চলরে দ্রুত—দেখিগে নরেন্দ্রে।
(উভয়ের বেগে পরিক্রমণ।)

নেপথ্যে। হায়! হায়! সর্ব্বনাশ রে সর্ব্বনাশ!

ধৌম্য। ওরে—কি হ’লরে কি হ’ল?

উর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশপূর্ব্বক—

প্রহ্লাদসিংহ। (দর্শনান্তে) আঃ! পরম সাধুর পুণ্যবল! স্বয়ং গুরুদেব উপস্থিত! প্রণাম, প্রভো, প্রণাম। (বেগে পরিক্রমণ)

ধৌম্য। আরে পাগল, সম্বাদ কি, সম্বাদ কি?

প্রহ্লাদ। ব্যস্ত, ব্যস্ত! কবিরাজ ডা’ক্‌তে— (পরিক্রমণ)

ধৌম্য। অ্যাঁ! অ্যাঁ! আরে অবস্থা কেমন? অবস্থা কেমন?

প্রহ্লাদ। অজ্ঞান, অজ্ঞান—মহারাজ অজ্ঞান! (বেগে নিষ্ক্রান্ত)

ধৌম্য। হায়! হায়! গিয়ে দেখ্‌তে পেলে হয়! ভগবতি শিবরূপিণি!

(বদনসিংহর সহিত বেগে নিষ্ক্রান্ত।)

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ওমেদপুর গ্রাম, বুধসিংহের বাসগৃহের প্রশস্ত কক্ষ।

সময়—প্রভাত।

মোহপ্রাপ্ত মহারাজ বুধসিংহ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান; শিরোদেশে তদীয় একাদশবর্ষীয় পুত্র ওমেদসিংহ, একপার্শ্বে মর্যোধসিংহ ও প্রাগসিংহ, অপরপার্শ্বে সমরসিংহ ও কেশরীসিংহ দণ্ডায়মান; পদপ্রান্তে পরিচারিকা সরলা দণ্ডায়মান।

মর্যোধ। ডাকে ভৃত্যবর্গ, উঠ উঠ, রাজন্, (বাষ্পাকুলস্বরে)
কাঁদে হরাবতী— কাতরা জননী,
উদ্ধার তাঁহারে করুন উঠিয়া,
অহ-হঃ! সহে না মরম-যাতনা!

প্রাগ। (দর্শনান্তে) অহো, কি শুভাদৃষ্ট!—ভগবান গুরুদেব শুভাগমন ক'র্লেন!

সকলে। অ্যাঁ! কৈ? কৈ? (সসম্ভ্রমে উত্থিত।)

বদনসিংহপুরঃসর মহর্ষি ধৌম্যের প্রবেশ,

এবং বদনসিংহের প্রস্থান।

(আর্ত্তস্বরে) আঃ—ভগবন্, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; আপনার চৌহানকুল অকূল সাগরে ভেসে যায়, তাদিগকে রক্ষা করুন, গুরুদেব! (মহর্ষির পদতলে পতিত।)

ধৌম্য। (গদগদস্বরে) আশ্বস্ত হও, বৎস সকল, আশ্বস্ত হও ; ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা অবশ্যই তোমাদের মঙ্গল ক'র্‌বেন, আশ্বস্ত হও। (ঊর্দ্ধমুখে, যুক্তকরে, বাষ্পাকুলস্বরে)

নীরদবরণি মাগো নৃমুণ্ডমালিনি।
দৈত্যকুল-করময়মেখলাধারিণি॥
মুক্তকেশি, দিগম্বরি, রসনাদংশিনি।
নৃমুণ্ড-খর্পর-খাণ্ডা-মহাশূলপাণি॥
পতিউরু-উরঃস্থল-বিমর্দ্দিনি, ঘোরে।
রক্ষ মা চৌহানকুলে কৃপা করি মোরে॥

উঠ, বৎস সকল, উঠ। (একে একে সকলের মস্তকে করস্পর্শ)

(সকলে উত্থান পূর্ব্বক জানুতলে উপবিষ্ট।)

সমরসিংহ। উঠিবারে, ভগবন্, কোথায় মোদের (বাষ্পাকুলস্বরে)
শক্তি এবে ? উত্তমাঙ্গ শির—শরীরীর ;
সজীব উদ্যমপূর্ণ—তার সুসংযোগে—
রহে যে শরীর, বিনাশ ঘটে গো তার
তারই বিয়োগে। উত্তমাঙ্গ সেই শির
আমাদের—লোটায় দেখুন, প্রভো, ওই—
ধূলায় !—নিহতজ্ঞান, মুদ্রিতনয়ন,
চূর্ণিত—হৃদয়ভঙ্গ-অশনি-নির্ঘাতে !
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—আমরা তাহার—শরীর,
হোঃ ! গতজীব এবে সব—শব ! শবের
কোথায় কবে সাধ্য উঠিবারে, মহর্ষে ?
পারেন কি, যোগীরাজ, জিয়াইতে এই
শবকুলে, জিয়াইয়া যোগবলে তব—
মস্তকে তাদের ওই লুণ্ঠিত ভূতলে ?
পারুন, প্রভো, পারেন যদ্যপি ; সহেনা,
সহেনা আর—মর্ম্মের এ যাতনা, দেব !
পারুন—পারেন যদি।

ধৌম্য।　　　　যদিরে পারিত,　　　　(সবাষ্পে)
যোগবলে, ধর্ম্মবলে, কিম্বা তপোবলে,
দারুণ নিয়তিচক্র স্ববশে আনিতে—
নিয়তির বশীভূত নর! পারিত সে
বিপর্য্যস্ত যদিরে করিতে—সেই বলে,
লিখিলেন বিধি যাহা সূতিকা-আলয়ে—
ললাটফলকে তার, সেই লিখনেরে!
শান্ত, বৎস, স্থির হও; মর্ম্মদুঃখভার
সহরে বীরত্ববলে, বীরচূড়ামণে।

প্রাণসিংহ। 'মর্ম্মের' যে কত 'দুঃখ' দেব! বলিতাম—(বাষ্পাকুলস্বরে)
পাইতাম দিন যদি—চরণপঙ্কজে।
নির্ব্বাণ—অনলোদ্ভব জ্বলন্তঅনল
চৌহানের কুল এবে! অঙ্গার আমরা
সব তার! হইল না সাধ্য আমাদের,
নিরগ্নি অঙ্গারীভূত এই সব ভুজে—
দহিয়া দ্বিষতকুলে, উদ্ধার করিতে
জননীরে! পরপদ-দারুণপীড়নে
নিয়ত নিষ্পিষ্টকায় হেরিছি তাঁহারে—
এই নেত্রে, এই কর্ণে শুনিছি সতত—
করুণ রোদনধ্বনি তাঁহার চৌদিকে!
সাধ্য কিন্তু নাই আমাদের—বিমোচিতে
দুঃখ তাঁর! লুপ্তপ্রায় তায় পুনঃ ওই—
অকূলে এ কুলের ভরসা—মহাপোত!
আষাঢ়দুর্য্যোগময়ী ঘনঘটাচ্ছন্না
তামসী রজনী, একমাত্র আমাদের
তায়—মহাপ্রদীপ! অহ-হঃ! নিদারুণ
সব—কি মর্ম্মযাতনা, দেব!

মরুযোধ।　　　　গুরুদেব!　　(বাষ্পাকুলস্বরে)

চূর্ণ হ'ত 'মর্ম্মচ্ছেদি' এ সব প্রহারে—
পাষাণ, গলিত লৌহ—এ সব সন্তাপে!
পারিছে সহিতে কিন্তু হরকুল—সব!
সজীবে সহে কি, প্রভো, নির্জ্জীব হইতে
অধিক? এই কি বিধি-বিধান মহীতে,
জীবীর জীবন দগ্ধ—দী-র্ঘ দী-র্ঘ কাল
করিবারে অন্তর্দ্দীপ্ত দাবাগ্নি-দহনে?
হায়, হত বিধি! তার বজ্রাগ্নি-দাহনে—
দগ্ধ ওই দ্রুমরাজ; ঘোর ঘূর্ণবাতে—
ক্ষিপ্ত হ'য়ে চতুর্দ্দিকে হরতৃণকুল
আছিল অজেয় যাঁর ওই করাশ্রয়ে!
নিরাশ্রয় এবে তারা! পুনঃ ঘূর্ণবাতে—
এবার শমনপুরে ফেলিবে সবারে,
মহর্ষে!

কেশরী। 'শমনপুরে ফেলিবে, মহর্ষে!' (বাষ্পাকুলস্বরে)
কিন্তু ধিক্! কি আমি কেশরীসিংহ কাঁদিব
চরণে! অশৌচ-অন্ত নহিল আমার
এত দিনে! অধিকার নাই মোর, দেব,
অপবিত্র স্পর্শিয়া করিতে—পবিত্র এ
পদযুগ! দারুণ এ গুরুদশা-বেশ—
নারিনু, অক্ষম আমি, হে গুরো, ঘুচাতে,
প্রাণপণে মহারণ করিনু যদ্যপি—
এ দুই বৎসরে। বৃথা এই বাহুবল,
বৃথা তরবার, সেনাপতি-পদ বৃথা,
বৃথাই আমার—আস্ফালন, বীরগর্ব্ব,
বৃথাই সকল! যে জলন্ত শোকানল
হৃদয়ে আমার, শিখা তার কতগুলি
দেখুন, মহর্ষে; এক,—সে মলয়াবতী

সুকঠোরব্রহ্মচর্য্যব্রতদুঃখশীলা
প্রতিজ্ঞা-আরূঢ়া জননী ; জনক, আর,
প্রেতপুরবাসী—প্রতিজ্ঞারূঢ়, তৃষ্ণার্ত্ত ;
আছেন আশ্বস্তহৃদে উভয়েই তাঁরা—
যে আমার বিক্রমপানে চাহি, অক্ষম
সে আমি কাপুরুষ—এই অন্য ; অপর—
অপূর্ণ প্রতিজ্ঞা মোর, ক্ষত্রসুত আমি
কুল-পাংসন ; বৈরী-পদানতা, 'আমিত্ব-'
রতনহীনা জননী জন্মভূমি—শেষ !
ভস্মীভূত 'মর্ম্ম' মোর—মর্ম্মপ্রদাহিনী
এতগুলি জ্বলন্ত জ্বালায়, যোগীরাজ !
জীবিত তবু যে দাস, হেতু তার এই,—
ক্রোধহিংসারুদ্ধ—রোমকূপ, নবদ্বার,
কেশে ধরি পঞ্চপ্রাণে টানিছে আবার—
পিতৃধার, মাতৃধার, জন্মভূমিধার,
নিজের প্রতিজ্ঞা-পারে প্রতিজ্ঞা যাবার।
পারেনি বাহির হ'তে তাই—প্রাণ ! কিন্তু—
ঐযে ওই শয্যাতলে ইন্দ্রচন্দ্র-পাত,
গুরুদেব ! ও পাতের দারুণপ্রহারে—
এবার মৌলিক পঞ্চে মিশিবে নিশ্চয়
দগ্ধগর্ভ দেহ এই বিশ্লিষ্ট হইয়ে !

ওমেদসিংহ। অভাগা ওমেদ আমি কাঁদিছি চরণে ! (বাষ্পাকুলস্বরে)
কাঁদিবার মাত্র মোর সূত্রপাত এই,
কাঁদিবগো চিরদিন ! ঐ যে প্রভাকর
মোর যায় অস্তাচলে, উদিবে না আর
এ ভবমণ্ডলে ! আসিছে আসিছে, প্রভো, (সরোদনে)
ঘনঘটাচ্ছন্না ওই তিমিরা রজনী,
আমার জীবন চির আঁধারে ডুবাতে ! (মহর্ষির পদতলে পতিত)

ধৌম্য। উঠ, বাবা, শান্ত হও; পরিপূর্ণ মোর (বাষ্পাকুলস্বরে)
আতটহৃদয়—দারুণ এ শোকবিষে!
ধরেনা আর—সহেনা আর—এ গরল! (ওমেদকে উঠাইয়া)
হায়! শাস্ত্রে বলে, হতবিধে, সুখদুঃখ-
ময়ী ধরিত্রী এ তোর; কিন্তু সুখ কোথা?
দুঃখেইত দেখি পূর্ণা বসুন্ধরা! সুখ
শব্দমাত্র! দৃষ্টিভ্রান্তি মরুভূমে যথা
মৃগতৃষ্ণা, মনভ্রান্তি তথা সুখ তোর!
বস্তুতঃ কিছুই নয়, ফাকি—উভয়ই!
সত্য যদি কোন দ্রব্য থাকে 'সুখ' নামে,
নাই তা এ পৃথিবীতে—দুর্জ্জয় যেথানে
শত্রু মানবই মানবের—চিরদিন।

সরলা। (উত্থান পূর্ব্বক বাষ্পাকুলস্বরে) প্রণাম, গুরুদেব! (তথা করিয়া বুধসিংহের শিরোদেশে কুশাসন বিস্তার পূর্ব্বক) ব'স্‌তে আজ্ঞা হো'ক্, প্রভো!

মর্‌যোধ। (সসম্ভ্রমে) অসন গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করুন, গুরুদেব!

(সকলের উত্থান)

ধৌম্য। (পরিক্রমণান্তে বুধসিংহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া,তদীয় মস্তকে করস্পর্শ পূর্ব্বক সবাষ্পে) দেবি চরাচরচৈতন্যরূপিণি, প্রসন্না হও; ভগবতি শান্তিময়ি, বিঘ্ন বিনাশ কর, মা! (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) কবিরাজের সর্ব্বদাই এখানে থাকা উচিত।

সমর। ছিলেন, এই কতক্ষণ মাত্র উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি ক'র্‌তে গিয়েছেন।

প্রাগ। এই যে তিনি এসেছেন।

প্রহ্লাদসিংহের সহিত কবিরাজের প্রবেশ।

কবিরাজ। আসন্নকালে গুরুদেবের আবির্ভাব! অহো, মহারাজের সুকৃতির আর ইয়ত্তা নাই! প্রণাম, প্রভো! (মহর্ষির পাদ গ্রহণ)

ওমেদ। (বাষ্পাকুলস্বরে) বৈদ্যরাজ, কি হবে?

কবি। ভয় নাই, বাবা। (রাজার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া) শীঘ্র একটু পানের রস—

সরলা। এই যে দিচ্ছি। (নিষ্ক্রান্তা)

ধৌম্য। (কবিরাজের প্রতি) কিরূপ দেখ্‌লেন ?

কবি। আজ্ঞে সকাল বেলাটা—কফের সময় কিনা—

ধৌম্য। আশা কি আর একেবারেই নাই ?

কবি। শ্রীচরণে কি আর দাস নিবেদন ক'র্‌বে !

ধৌম্য। তুমিই ত চিকিৎসক ?

কবি। (শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে করিতে) সত্য, প্রভো ; কিন্তু কথাটা কি জানেন—

রোগ হ'লে পারি, কিন্তু যমের আক্রোশ !
তাহার প্রেরিত ব্যাধি, আমার কি দোষ !!

পুনঃ প্রবেশপূর্ব্বক

সরলা। আজ্ঞে এই পানের রস।

কবি। শীঘ্র এই ঔষধটা প্রস্তুত কর। (ঔষধ দান)

সরলা। (ঔষধ প্রস্তুত করিয়া) এই নিন্, কুমার। (ঔষধ দান)

(ওমেদসিংহকর্ত্তৃক ঔষধ গৃহীত ও প্রযুক্ত, এবং ক্রমে ক্রমে রাজার চৈতন্য-সঞ্চার।)

ওমেদ। বাবাগো, এখনি জন্মের মত ফাকি দিয়ে যা'চ্ছিলেন, বাবা-আ ! (রোদন)

বুধসিংহ। (চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক) কেঁদনা, বৎস।

ওমেদ। (অশ্রু পুঁছিয়া) বাবা, গুরুদেব এসেছেন।

বুধ। (সাগ্রহে) অ্যাঁ ! কৈ ? কৈ ?

ধৌম্য। এই যে আমি, বৎস। (রাজার সম্মুখে আগত)

বুধ। (বাষ্পাকুল ভগ্নক্ষীণস্বরে) পাপাত্মার—পরকাল—গুরুদেব !

ধৌম্য। (সবাষ্পে) নির্ব্বিঘ্নে চতুর্থবর্গ লাভ করুন, মহাপুণ্যশীল মহারাজর্ষে !

বুধ। (সবাষ্পে) বিশ্বাসঘাতকতা—অতি—দারুণ—বিশ্বাসঘাতকতা! দলিল—দুরাত্মা—

ধৌম্য। (সবাষ্পে) হা ধিক্!—

সে ঘোর দাসত্বলিপ্সু বিশ্বাসঘাতকে
হেয়জ্ঞানে রৌরবও নাহি দিবে স্থান
নিজালয়ে—নরক সে আপনি যদ্যপি!

বুধ। (সবাষ্পে) প্রাণপণে—যুদ্ধ—অনেকবার! অসঙ্খ্য প্রজা—হত!—পা'র্‌লাম না, পা'র্‌লাম না—গুরুদেব—পা'র্‌লাম না!—

ধৌম্য। (বাষ্পগদ্‌গদস্বরে) হায়!—

বৃথা শৌর্য্য বীর্য্য জয়, বৃথা বাহুবল,
দৈব সুদুর্জ্জয়, ভাগ্য মূল—চিরদিন!

বুধ। (সবাষ্পে) জন্মভূমি জননী—পরদাসী! তাঁর—উদ্ধার ক'র্‌তে—অক্ষম—নরাধম—আমি! জ্ব'ল্‌ছে—ঐ—নরকাগ্নি—আমার জন্যে! পতিত আমি—নারকী! মস্তকে—পাদস্পর্শ—

ধৌম্য। (বাষ্পাকুলস্বরে) আশ্বস্ত হন্, মহারাজ, আশ্বস্ত হন; হায়!—

দ্রুত চলদ্দৃশ্য এই নিখিল সংসার—
মায়াময় ছায়ামাত্র! ইহার মাঝার
ফিরিতেছে নরগণ মোহের ছলনে,
নিজ নিজ কর্ম্মফেরে, জাগ্রতস্বপনে।
সুখের সুহাস আর দুঃখের তরঙ্গ,
বিচ্ছেদগলিত ধারা, প্রিয়দ্রব্যসঙ্গ,
সম্পৎ, বিপৎ আর স্বজন, অপর,
মানব মনের মাত্র ভ্রান্তি নিরন্তর!!

অতএব, হে বিজ্ঞোত্তম মহাসাধো, এই বিষম ভ্রান্তি দূরীভূত ক'রে দিয়ে এখন নিষ্কাম শান্তিভাব অবলম্বন করুন।

বুধ। (সবাষ্পে) আর 'শান্তি'! যুগসহস্রে—এ দগ্ধ আত্মার—জ্বলন্ত অগ্নি—'শান্তি'—না! হা বুন্দি!—মা বুন্দি! (অশ্রু পুঁছিয়া) অনুমতি—দেব! যাই—নরকে!

মর্যোধ। (বাষ্পাকুলস্বরে) চ'ল্লেন, হা মহারাজাধিরাজ প্রভো, চ'ল্লেন ? চিরদিনের পদাশ্রিত ভৃত্যদের প্রতি একেবারে বাম হ'য়ে, একেবারে তাদিগকে নিরাশ্রয় ক'রে দিয়ে পুণ্যধামে চ'ল্লেন ? হাঃ ! কি দারুণ আপনার নিষ্ঠুরতা ! (রোদন)

বুধ। (সবাষ্পে) চিরজীবনের—আমার—পরম—সুহৃদ্‌গণ ! ভগবান— আশ্রয় !

সমর। (বাষ্পাকুলস্বরে) হা প্রজাবৎসল প্রিয়পূজ্য অধিরাজ, জন্মভূমির উদ্ধার ক'র্‌তে অক্ষম এই কাপুরুষ অধীনগণই শ্রীচরণে অপরাধী, সুতরাং সর্ব্বথা আপনার পরিত্যাগের যোগ্য। কিন্তু বালক ওমেদসিংহ দীপসিংহ কি অপরাধ ক'রেছে, যে তাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ ক'রে প্রস্থান ক'চ্ছেন ? এই দুর্য্যোগাকুল তরঙ্গময় ভীষণ সংসারসমুদ্রে কে তাদিগকে রক্ষা ক'র্‌বে ? হো-হোঃ ! (রোদন)

বুধ। (সবাষ্পে) আমি—যাই ; আপনারা—সুহৃৎ—থা'ক্‌ছেন ! রক্ষা— অপোগণ্ড—শিশু—অনাথ !—আমার—কৃত—যত্নের—অমূল্য—কণ্ঠরত্ন— হো-ওঃ ! (রোদন)

ওমেদ। (বাষ্পাকুলস্বরে) হা পিতঃ, আপনার এই অজস্রবিগলিত অশ্রুজলস্রোতেই অভাগা ওমেদসিংহ দীপসিংহ চিরজীবনের জন্য অনন্ত দুঃখসাগরে ভেসে চ'ল্ল !—হা-হাঃ ! (রোদন)

প্রাগ। (বাষ্পাকুলস্বরে) হা স্বামিন্, হা পিতৃতুল্য প্রতিপালক প্রভো, গত বৎসর 'আহেরিয়ার উৎসব-দিনে আপনি ব'লেছিলেন,—

শীতান্ত হইতে যথা নিস্তেজ ভাস্বান্,
অনুদিন উগ্রতর ধ'রে নিজাকার।
কোমল শৈশব-গতে তথা তেজোবান্,
দিন দিন হইতেছে ওমেদ আমার !!

অতএব, যেরূপে হোক্, অচিরাৎ বুন্দী গ্রহণ পূর্ব্বক একে যৌবরাজ্যে নবাভিষিক্ত ক'রে পরমাত্মার পরমপরিতোষ বিধান ক'র্‌ব। হা পুরুষোত্তম মহাবীর, আজ আপনার এই দরবিগলিত অশ্রুজলধারায় সেই ওমেদসিংহকে শোকরাজ্যে 'নবাভিষিক্ত' ক'রেই কি সেই 'পরমপরিতোষ' অনুভব

ক'চ্ছেন ? হোঃ ! হোঃ ! (রোদন)

বুধ। (ললাটে করস্পর্শ পূর্ব্বক) মূল ! (অশ্রু বর্ষণ)

কেশরী। (বাষ্পাকুলস্বরে) হা তাত, এই ক্ষুদ্র ভৃত্যকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যান্ ? দীনহীন—শোকদগ্ধ—কাঙ্গাল কেশরীসিংহ ! একমাত্র তার আশ্রয়, হে পিতঃ, কোথায় যান্? আশ্রয়হীন হ'য়ে এ দুর্ব্বহ জীবনভার আমি আর বহন ক'র্‌তে সক্ষম হব না ! কিন্তু পিতার পরিতৃপ্তি হ'ল না, মাতার দুর্গতি ঘুচ্‌ল না, প্রতিজ্ঞা আমার পূর্‌ল না, জন্মভূমি জননীর উদ্ধারসাধন হ'ল না !—সব বাকি রইল ! হ'লনা, হ'লনা, মহারাজ, কিছুই আর হ'ল না ! (রোদন)

বুধ। (সবাষ্পে) সব হবে—বৎস—বিলম্বে ; হবে,—কেবল—আমি থা'ক্‌তে— হ'ল না ! আমি—দেখ্‌লাম না ! আমার—পাপপ্রাণ—দুর্ব্বিষহ —তুষানলে—নিরন্তর—জ্ব'লে—জ্ব'লে—জ্ব'লে—হো-ওঃ ! ভস্ম হ'য়ে গেল ! ওঃ—ব্যথা—ব্যথা,(বুক ধরিয়া) দারুণ—ব্যথা ! (বিষম যন্ত্রণাসূচক মুখবিকার)

ওমেদ। (সত্রাসে) হা-হা ! দেখুন দেখুন, বৈদ্যরাজ, বাবা কিরূপ হ'লেন।

কবি। অ্যাঁ ! দেখি ;—(রাজার নাড়ী পরীক্ষায় প্রবৃত্ত)

ওমেদ। (সরোদনে) বাবা, ও বাবা, বাবা-আ !—

বুধ। বাবা ! উঃ ! বুক গেল !

ওমেদ। এই গঙ্গাজলটুকু খান্। (মুখে গঙ্গোদক প্রদান)

বুধ। (জল গলাধঃকরণ করিয়া) মাত—গঙ্গে—উঃ—পতিতো—দ্ধারিণি ! কষ্ট ! পাপাত্মার—উদ্ধার !

কবি। (হস্তত্যাগ করিয়া) অবস্থা ভাল নয় !

সরলা। ওরে—কি হ'লরে-এ—বাবারে-এ ! (রোদন)

প্রহ্লাদ। বাবা গো, আমাদিগকে কার কাছে দিয়ে যান্, বাবা-আঃ ! (রোদন)

ওমেদ। অহ-হঃ ! আজ আমরা চিরদিনের জন্য একেবারে অনাথ হ'লাম, হাঃ ! (রোদন)

(সকলের নীরবে রোদন।)

বুধ। প্রভো—পরম গুরো, উঃ—বুক গেল!—আমার—উভয় লোকের—পরম—উপদেষ্টা—উঃ! মস্তকে—পাদস্পর্শ,—বিশ্বাসঘাতকতা—অক্ষমতা—জর্জ্জরিতাত্মা—অধমকে, উঃ! উঃ! নিষ্পাপ!

কবি। (সবাষ্পে) গুরুদেব, মহারাজের মস্তকে পাদস্পর্শ ক'রে দিন্, আমি আর একবার হাত দেখি। (হস্ত ধারণ)

ধৌম্য। (পাদস্পর্শ করিয়া সবাষ্পে) শিবসতি কৈবল্যদায়িনি, এই পরমরাজর্ষির পারলৌকিক সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিধান কর, মা।

কবি। (হস্তত্যাগ করিয়া) ধরুন, আর সময় নাই।

সরলা। ওরে—আমরা কার আশ্রয়ে দাঁড়াব রে,—বাবারে-এ!

প্রহ্লাদ। অতঃপর আমাদের কি গতি হবে, বাবাগো-ও! (রোদন)

কেশরী। (সরোদনে) হা রে দগ্ধনয়ন, দিক্‌সকল একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আ'স্‌তে দেখ্‌ছিস্! ও-হো-হোঃ! (রোদন)

প্রাগ্। (সরোদনে) হা রে দগ্ধভাগ্য, কি দেখিস্? তোর, জীবন-জগতের চিরজ্যোৎস্নাকারী অকলঙ্ক শারদীয় পূর্ণ সুধাকর অস্তে যায়!—পুনরুদিত আর হবে না! হা-হা-হাঃ! (রোদন)

ওমেদ। (সরোদনে) সংসারের একমাত্র স্নেহোজ্জ্বল মহাপ্রদীপ আজ আমাদের নিভে গেল! আর আমরা চিরজীবনের জন্য ঘোরতম অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হ'লাম! হো-ওঃ! (রোদন)

সমর। (সরোদনে) হা মা হরাবতি, হা মা বুন্দি, তোরা কোথায়? চিরদিনের জন্য তোরা কাঙ্গালিনী হ'লি—একবার দেখ্‌লিনে! কোথায় তোরা? আয়, একবার দেখে যা—তোদের সর্ব্বস্বধন হৃদয়নন্দন, তোদের অঙ্ক হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে, 'মা মা' শব্দে অবিশ্রান্ত হাহাকার ক'র্‌তে ক'র্‌তে দীর্ণহৃদয়ে পরদেশে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌ল! হো-হোঃ! (রোদন)

কবি। (সবাষ্পে) আপনারা সকলেই যে শোকবিহ্বল হ'য়ে প'ড়্‌লেন! এখন কি শোকের সময়? শীঘ্র ধরুন, বিল্বমূলে নিয়ে চলুন, মহাসাধুশীলের অসাধু গতিটা না হয়।

(ওমেদসিংহ, সমরসিংহ, প্রাগসিংহ ও কেশরীসিংহ সত্বর ধরাধরি করিয়া পর্য্যঙ্কসমেত রাজাকে উঠাইলেন।)

মর্‌যোধ। (সরোদনে) অ্যাঁ! তবে কি সত্যই হ'য়ে যায়! হা দেবরাজোপম হররাজ, মর্ত্ত্যের স্থরপুরী হরাবতী পরিত্যাগ ক'রে, স্বর্গের সুরপুরে নন্দনকাননে গিয়ে অনন্তকাল বিহার করুন, চলুন। (রাজাকে ধারণ)

ধৌম্য। (সবাষ্পে) মহারাজ, ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করুন।

বুধ। (ক্ষীণস্বরে) এই কি—আমি—মরি? নারায়ণ—গুরুদেব—বুন্দি—বুক গেল—শিব—শম্ভো—মরি—বিশ্বাসঘাতকতা—উঃ—উঃ—বুক! —হরি, হরাবতি—উঃ—মধুসূদন—হা বুন্দি—মা বুন্দি—ওঃ—বুক—বুক!—

কবি। (বাষ্পাকুলস্বরে) হা চৌহানকুলভূষণ বীরকুলোত্তম মহাবীর, হৃদয়ের যে জ্বলন্ত তেজে চিরদিন অরাতিগহনাবলী অবলীলাক্রমে ভস্মীভূত ক'রেছেন, আজ হৃদয়ের সেই নৈসর্গিক স্বাধীন তেজোবহ্নিতে, জন্মভূমির উদ্ধারাক্ষম জীবাত্মাকে তার আবাসগৃহসহ পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান ক'র্‌লেন! অহো! সাধু! সাধু!

ধৌম্য। (বাষ্পাকুলস্বরে) • হা দেবরূপী আজীবন শুদ্ধসত্তম মহারাজাধিরাজ, কারও অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌লেন না! যে স্বর্গীয় দুরন্ত অভিমান ল'য়ে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, সেই অভিমানরাশির অতৃপ্তিরূপ তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষের অবিরত দংশন-জ্বালায় জর্জ্জরিত দেহভার পরিত্যাগ ক'রে, বিশ্বাসঘাতিনী বসুধার হৃদয়ে সধিক্কার সহস্র পদাঘাত পূর্ব্বক পুণ্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌লেন! অহো! ধন্য! ধন্য!

ওমেদ। (সরোদনে) হা! সংসারসমুদ্রের একমাত্র আশ্রয়পোত আজ ডুবে গেল! আর অভাগা ওমেদসিংহ দীপসিংহ তার আবর্ত্তময় উত্তালতরঙ্গ মধ্যে চিরদিনের জন্য শরীর ঢেলে দিল! (রোদন)

মর্‌যোধ। (মুক্তকণ্ঠে সরোদনে)—

হরাবতি অভাগিনি, কররে রোদন,
কররে রোদন আজ, পররে শোকের সাজ,
দেখরে—অকালে তব ডুবিল তপন!
ঘোর অমানিশা-ক্রোড়ে কররে শয়ন!!

(রোদন করিতে করিতে রাজাকে লইয়া সকলের প্রস্থান।)

সরলা। (আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে) ওরে—কি হ'লরে-এ! বাবারে কোথায় নিয়ে যায়রে-এ! আমরা কার আশ্রয়ে থা'কৃবরে-এ! কার সেবা সুচ্ছুশা ক'র্‌বরে-এ! আর কে তেমন ক'রে আমাদের সুখদুঃখ বুঝ্‌বেরে-এ! তেমন যত্নে প্রতিপালন ক'র্‌বরে-এ! তেমন মিষ্টি কথা ব'ল্‌বেরে-এ! অনাথিনী দুঃখিনী—আমরাও আজ জন্মের মত ভেসে চ'ল্লামরে-এ, বাবারে-এ! ওরে—না দেখে ত থা'কৃতে পারিনারে-এ, আমার বাবারে-এ!—

(উত্থানপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে বেগে নিষ্ক্রান্তা)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ওমেদপুর গ্রাম; বুধসিংহের বাটীর অন্তঃপুর।

ব্রহ্মচর্য্যবেশধারিণী পদ্মাবতী আসীনা; পার্শ্বে পরিচারিকা চাঁপা দণ্ডায়মানা।

পদ্মাবতী। (বাষ্পাকুলস্বরে) প্রবোধ আমার আর কি আছে, চাঁপা! হরাবতীর অধীশ্বরী আজ পথের কাঙ্গালিনী! কোথায় মহারাজ? কোথায় রাজ্য? কোথায় সেই সুখৈশ্বর্য্য রাজ-অট্টালিকা? হা! মহারাজ স্বর্গারোহণ ক'র্‌লেন, পুষ্পবতী তাঁর সঙ্গে গেল—জীবনমরণে সে আমার চেয়ে সৌভাগ্যবতী হ'ল! আমি কেবল তার দ্বেষ ক'রে—তার হিংসা ক'রে, তজ্জনিত দারুণ মনাগুনে চিরকাল জ্ব'লে ম'র্‌লাম! আর সেই জ্বলন্ত অনলের প্রদীপ্ত শিখাবলী প্রসারিত ক'রে, রাজাসমেত একটা স্বাধীন মহা-রাজ্যকে একেবারে ভস্মীভূত ক'র্‌লাম! সে পুণ্যশীলা দুই পুত্র, এক কন্যা বর্ত্তমান রেখে, স্বীয় সুকৃতি-লতিকার সুধাময় ফল সম্ভোগের জন্য সহমরণ দ্বারা সুরলোকে পতির সহবাসিনী হ'ল; আর আমি পাপীয়সী বন্ধ্যা নিজ দুষ্কৃতি-লতার বিষময় ফল ভোগ ক'র্‌বার জন্য এই পৃথিবীতে পতিহীনা·হ'য়ে

বর্ত্তমান থা'কৃলাম !

চাঁপা। (সবাষ্পে) তা ব'লে আর আপনি দুঃখ ক'রেন কেন ? আপনি ত তাঁর চেয়ে পতিব্রতা কম নন, যে সেই জন্য সহমরণ যেতে পারেন নাই ; গুরুতর কারণে ইচ্ছাপূর্ব্বক যান্ নাই।

পদ্মা। 'গুরুতর কারণে ইচ্ছাপূর্ব্বক' যাই নাই—অতি কঠোর প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হ'য়েছি, সেই জন্য যেতে পারি নাই। যে হরাবতীর আমিই অধঃপতন ক'রেছি, সেই হরাবতীর আমিই আবার উদ্ধারসাধন ক'র্ব ; যে ওমেদসিংহকে আমিই তার পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত ক'রেছি, সেই ওমেদসিংহকে আমিই আবার তার পৈত্রিক সিংহাসনে সংস্থাপিত ক'র্ব ; এবং আমার কৃতকার্য্যের জন্য যে জয়সিংহ কর্তৃক এই দারুণ দুর্দ্দশা সঙ্ঘটিত হ'য়েছে, সেই জয়সিংহকে সরাজ্যে সবংশে আমিই ছারখার ক'র্ব ; এই তিনটী আমার প্রতিজ্ঞা, এবং এই প্রতিজ্ঞাত্রয় পূর্ণ ক'র্ব ব'লেই আমি সহমরণে যাই নাই।

চাঁপা। ভগবতীর ইচ্ছা থা'কলে প্রতিজ্ঞা আপনার পূর্ণ হবেই।

পদ্মা। 'হবেই', যেরূপে পারি—পূর্ণ ক'র্বই। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রে, অগ্নিরথে আরোহণ পূর্ব্বক মহারাজের নিকটে যাব, এবং যে ভয়ঙ্কর দাবানল আমিই তাঁর পরমাত্মার মর্ম্মে প্রজ্বালিত ক'রে দিয়েছি,আমার প্রতিজ্ঞা পূরণের সুসম্বাদরূপ সুধারাশিসেচনপূর্ব্বক সেই প্রদীপ্ত অনল আমিই আবার নির্ব্বাণ ক'র্ব ; তার পর, পুরস্কার স্বরূপ আমার সেই হারানিধি পতিস্নেহ অন্ততঃ সুরলোকেও পুনঃপ্রাপ্ত হ'তে পারি কি না, তার চেষ্টা দেখ্ব।

প্রবেশ পূর্ব্বক

ওমেদসিংহ। মা, শ্রীচরণে বিদায় ল'তে আ'স্লাম ; আশীর্ব্বাদ দিন্—বনে যাই।

পদ্মা। (সরোদনে) আবার 'বনে' কিরে,বাবা ? বনেই ত ব'সে আছিস্ ! এর চেয়েও আবার বন কোথায় রে বাপ্ ?

ওমেদ। (সবাষ্পে) এর চেয়েও বন আছে, মা ; আমরা এখন 'পুচাইল' নামক নিবিড় গিরিগহনে গিয়ে আশ্রয় লব ; এখানে আর

এক মুহূর্ত্তও আমাদের থা'ক্‌বার অধিকার নাই।

পদ্মা। কেনরে বাপ্? এ গ্রামটুকু ত তোর মামা তোকে একেবারে দান ক'রেছিলেন?

ওমেদ। (সবাষ্পে) হাঁ, মা; কিন্তু বাইগুরাজ্য উদয়পুর রাজ্যের অধীন; জয়সিংহ আবার উদয়পুরের মহারাণার ভগিনীপতি। রাণা জগৎসিংহ সেই ভগিনীপতির অনুরোধে বাধ্য হ'য়েছেন, এবং মামা আমা-দিগকে আশ্রয় দিয়েছেন ব'লে, বাইগুরাজ্য তাঁর নিকট হ'তে খাস ক'রে নিয়েছেন; আর আমাদিগকে অবিলম্বে তাঁর অধিকার পরিত্যাগ ক'রে যেতে আদেশ ক'রেছেন। বড় মামা দুর্জ্জয়সিংহ বুন্দীর উদ্ধারার্থ দশম বারের যুদ্ধে নিহত হ'য়েছেন; ছোট মামা পৃথ্বীসিংহ এখন আমাদিগকে ল'য়ে সেই 'পুচাইলের' মহারণ্যে গমন ক'র্‌তে কৃতনিশ্চয় হ'য়েছেন—এখনি প্রস্থান ক'র্‌বেন।

পদ্মা। (সক্রোধে) কী? কি ব'ল্লি, ওমেদ? দুরাত্মা জয়সিংহ এতদূর ক'রেছে? (সতেজে উত্থান পূর্ব্বক) ওরে নরপিশাচ, এখনো তোর নিবৃত্তি নাই? রাজ্যনাশ—বনবাস—মহারাজের প্রাণবিনাশ পর্য্যন্ত সাধন ক'রে-ছিস্, তথাচ তোর পরিতৃপ্তি হয় নাই? তথাচ তোর নীচ ক্রূর হৃদয় সন্তোষ লাভ করে নাই? অনাথ শিশুদুটী দীনভাবে দেশান্তরে প'ড়ে র'য়েছে, তাও তোর পৈশাচিক নৃশংসত্বের সহ্য হ'ল না? এই আশ্রয়টুকু হ'তেও তাদিগকে দূরীভূত ক'রে দিলি? হা দেব উদয়পুরপতে, তুমিও বাম হ'লে? তুমিও এমন নিষ্ঠুর কার্য্য ক'রতে স্বীকৃত হ'তে পা'র্‌লে? তোমারও একটু দয়া হ'ল না? শরণাগত বিপন্ন শিশুদুটীকে অভয় না দিয়ে, আশ্রয় হ'তে দূরীভূত ক'রে দিলে—এই কি তোমার ক্ষত্রকুলপূজনীয় উদয়পুরপতির মাহাত্ম্যের পরিচয় হ'ল? এই কি তোমার মিবারের কুশবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তী নৃপতির শরণাগতপ্রতিপালনধর্ম্ম রক্ষা করা হ'ল? এই কি তোমার মহারাণার উপযুক্ত কায হ'ল? এই কি 'হিন্দুসূর্য্য' হিন্দুর যোগ্য হ'ল?

ওমেদ। (সবাষ্পে) মা, মহারণাকে নিন্দা করা বৃথা; আমাদের ভাগ্যদোষেই তিনি তাঁর বংশসুলভ মহৎ রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়েছেন! মা, বিধাতা বিমুখ হ'লে সকলেই প্রতিকূল হয়, এবং সাধুশীল ব্যক্তিরাও

স্ব স্ব চিরাভ্যস্ত মাহাত্ম্যাদি বিসর্জ্জন করেন। স্থূল, মা, সার কথা এই—

বিধি যার বাদী, তার বন্ধু কেউ নেই!

পদ্মা। (বাষ্পাকুলস্বরে) 'বিধি যার বাদী'! হারে দগ্ধবিধে, এই একটা জয়সিংহ দ্বারা তুই আমার কি সর্ব্বনাশ-সাধন না ক'র্‌লি? হাঃ! জ্যেষ্ঠ সহোদর নিদ্রিতাবস্থায় তার খড়্গাঘাতে ছিন্ন হ'লেন! কনিষ্ঠ সহোদর চিরজীবনের জন্য ঘোর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'ল! হতভাগিনী জননী ছুই পুত্রশোকে দীর্ণহৃদয়ে দেহত্যাগ ক'র্‌লেন! আমার সোণার রাজ্য ছারখার হ'ল! ইন্দ্রচন্দ্রোপম স্বামী শোকে ক্ষোভে জর্জ্জরিত হ'য়ে ইহসংসার পরিত্যাগ ক'র্‌লেন! আমার এই দারুণ বৈধব্যদশা সঙ্ঘটিত হ'ল! তাতেও শান্তি হ'ল না, শেষে আমার এই অনাথ শিশুসন্তানছুটীকে মহারণ্যবাসে প্রস্থান ক'র্‌তে হ'ল! হ'ল, হ'ল—জয়সিংহ সর্ব্ব প্রকারেই জয়ী হ'ল, আমি তার কিছুই ক'রে উঠ্‌তে পা'র্‌লাম না! পা'র্‌লাম না, কিন্তু পা'র্‌ব; (ক্রোধকঠোর দৃঢ়স্বরে) ওরে নরকুলকলঙ্ক জীবকুলাধম জয়সিংহ, সাবধান; কাপুরুষ, বুন্দীর অধীশ্বর নাই ব'লে নির্ভয় হ'স্‌ না, নির্ভয় হ'স্‌ না; বুন্দীর অধীশ্বরী এখনো বর্ত্তমান, মূঢ়, সাবধান। তোর রাজ্য আমি ছারখার ক'র্‌ব, তোর বংশ ধ্বংস ক'র্‌ব, তোর রাজ্যে এম্‌নি অগ্নি প্রজ্বালিত ক'র্‌ব, তোর স্ত্রী পুত্রের এম্‌নি ছুর্দ্দশা সাধন ক'র্‌ব, তবে ছা'ড়্‌ব। যতদিন তা না পারি, ততদিন, রে মৃত্যু! ততদিন তুই আমার নিকট আসিস্‌ না, ততদিন পদ্মাবতীকে তুই স্মরণ করিস্‌ না, ততদিন আমি কখনই তোর অধীন হব না। যদি মাবাপের বৈধ সন্তান হই, যদি দেবধর্ম্মের প্রতি ভক্তি ক'রে থাকি, যদি পতিপ্রিয়া না হ'য়েও কায়মনোবাক্যে পতিসেবা ক'রে থাকি, তবে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবেই। অতএব সাবধান, রে শমন, সাবধান; আমার আদেশ—সতী সন্তান মহাসতী পদ্মাবতীর হুকুম,—আমার এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হ'লে—আমার বৈরনির্য্যাতন না হ'লে—আমার এই জ্বলন্তহৃদয় পরিতোষ লাভ না ক'র্‌লে, আমার অঙ্গস্পর্শ তুই করিস্‌ না; সাধ্য কি তোর? তফাৎ—

ওমেদ। (সরোদনে) হায়, হায়! শোকে, ছুঃখে, ক্রোধে মা আমার একেবারে উন্মত্তা হ'য়ে উঠ্‌লেন! ওমা, মা, শান্ত হন্‌,—

পদ্মা। (উন্মত্তভাবে) ‘শান্ত’ হব ? শান্ত কর্ ; যা, বনে যা ; শীঘ্র বড় হ’য়ে আয় ; আর বিলম্ব সয়নারে বাপ্ ; যা, তোর পিতার চেয়ে বীর হ’য়ে আয় ; তাঁর দেবতুল্য গুণসমূহে ভূষিত হ’য়ে সত্বর ফিরে আয়, জয়সিংহের বংশ ধ্বংস কর্,অম্বর রাজ্য রসাতলে দে, বুন্দীর সিংহাসনে অধিরোহণ কর্, তার পর, সেই সব দেখা’য়ে আমায় ‘শান্ত’ কর্।

ওমেদ। (সরোদনে) তাই, মা, আশীর্ব্বাদ করুন।

পদ্মা। কাঁদিস্, ওমেদ, কাঁদিস্ ? তুই কেনরে কাঁ’দ্‌বি ? আমি কাঁ’দ্‌ব। (সরোদনে) আহা-হাঃ! বাপ্‌রে, তোর জন্য এখন প্রাণভ’রে কাঁদ্‌তেও কি আমার অধিকার নাই ? কেন নাই ? অন্তর্যামী ভগবান্ জানেন, তোরা জানিস্, তোদের পিতামাতা জা’ন্‌তেন, আমি ধর্ম্মসাক্ষী ক’রে মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন ক’চ্ছি,—তোদের প্রতি আমার স্নেহের অবধি নাই ; আমি জানিনা—নিজের গর্ভজাত সন্তানের প্রতি এর চেয়ে অধিক স্নেহ আমার কি হ’ত ! তোরা আমার স্বামীর সন্তান, এবং স্বামীর সন্তান কি স্ত্রীর কেহ নয় ? স্ত্রীরও সন্তান ; তোরা আমার সন্তান, তোরা রাজা হ’লেই আমি ‘রাজার মা’। অহ-হ-হঃ! তখন যদি এই টুকু বুঝ্‌তাম ! ওরে তা হ’লে কি আর এই সর্ব্বনাশ ঘ’ট্‌তে পা’র্‌ত ? ওরে গুণবতি, কোথায় আছিস্? দেখে যা—মিথ্যা গর্ব্বের যে পরিণাম তখন আমার কল্পনায় উদিত হ’ত, এখন কার্য্যে তাই ঘ’টেছে ; দেখে যারে—

‘সুখময় হররাজ্যে ঘ’টেছে প্রলয়।
উৎসন্ন গিয়াছে বুন্দী, নাইরে সংশয় ॥
বিগ্রহতরঙ্গাকুল শোকপারাবার।
ডুবেছে নরেন্দ্র তায়, উঠে নাই আর ॥
আমার জীবন দগ্ধ হ’তেছে লো হায়।
পশ্চাত্তাপ-নরকাগ্নি-জ্বলন্তশিখায় ॥

অহ-হ-হঃ! জ্ব’লে গেল, জ্ব’লে গেল! হৃদয়ের মর্ম্মস্থল আমার জ্ব’লে গেল! ওরে বাবা ওমেদ, দ্যাখ্‌রে—এই বুকটোর মধ্যে আমার কি হ’চ্ছে, একবার দ্যাখ্‌রে ; বুকটো চিরে দ্যাখ্‌রে—দ্যাখ্‌রে—দ্যাখ্‌রে! (সবলে পুনঃ পুনঃ বক্ষঃস্থলে করাঘাত ও মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা)

চাঁপা। (সরোদনে) ওরে—কি হ'লরে ! (সত্বর ধরিয়া শুশ্রূষায় প্রবৃত্তা)

ওমেদ। (সরোদনে) হা মা, অতঃপর আপনিও আমাদিগকে পরিত্যাগ ক'রে চ'ল্লেন ? ত্রিজগতে এ হতভাগাদের আমার ব'ল্‌তে আর কেহই থা'ক্‌ল না ? সর্ব্বসন্তাপহারিণী সুধাময়ী 'মা' শব্দটী ছিল, তাও আজ আমাদের জন্মের মত ফুরা'য়ে গেল ? হা-হাঃ !—

পদ্মা। (লব্ধসংজ্ঞা হইয়া) মরি নাই, বাবা, মরি নাই ; বৈরোদ্ধার না ক'রে—তোরে বুন্দীর সিংহাসনে না বসা'য়ে—আমি ম'র্‌ব ? তা ম'র্‌ব না। দীপসিংহ কোথায় রে বাপ্‌ ? চম্পাবতী কোথায় ?

ওমেদ। (সবাষ্পে) দীপসিংহ ধাইমা শঙ্করীর কোলে আছে, ধাইমা আমাদের সঙ্গে যা'চ্ছেন। ভগিনী চম্পাবতী সরলার নিকট র'য়েছে। আমরা যাই, আপনি তাকে নিয়ে এখানে থাকুন ; আপনার এখানে থা'ক্‌তে নিষেধ নাই।

পদ্মা। (সরোদনে) 'এখানে' ? ওরে বাবা—এখানে ? আমি রাক্ষসী, সব খেয়ে এই শূন্য পুরীতে ? কখনই নয়। আমি সরলা, চাঁপা ও চম্পাবতীকে ল'য়ে চাঁপাদের দেশে যাব, সেই 'বিনোদীয়া' গ্রামে গিয়ে এই দগ্ধ হৃদয়ের বিনোদনের চেষ্টা ক'র্‌ব, মহামন্ত্রে দীক্ষিতা হ'য়ে পর্ণকুটীরে অবস্থান পূর্ব্বক মহাযোগ সাধন ক'র্‌ব, হরাবতীর উদ্ধারের জন্য—জয়সিংহের বংশ ধ্বংস ক'র্‌বার জন্য—আমার দুস্তর মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হব। জগৎসংসার দেখ্‌বে—মহাবাহু মহারাও-রাজা বুধসিংহের মহাপাটেশ্বরী, জটাবল্কলধারিণী মহাযোগিনীবেশে পর্ণকুটীরে মহাযোগে সিদ্ধ হ'য়ে, সাম্রাজ্যের উদ্ধার ক'রেছে। যদি যোগবলে কৃতকার্য্য না হই, বাহুবল অবলম্বন ক'র্‌ব ; দেখিস্‌, ওমেদ, তখন দেখিস্‌, তোর মার এই দগ্ধহৃদয়ে কি অপার সাহস, (বক্ষে করাঘাত) এই আভরণহীন উলঙ্গ ভুজযুগলে কি অসীম বল, (বাহুযুগল প্রসারণ) তখন দেখিস্‌ !

ওমেদ। (সরোদনে) মা, আর আপনি এরূপ সব কথা ব'লে, এ অভাগা সন্তানের দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় বিদলিত ক'র্‌বেন না ; আপনার মর্ম্মঘাতী বচন-পরম্পরায় আমাব প্রাণ-প্রয়াণের উপক্রম হ'য়েছে ! (রোদন)

পদ্মা। না, বাবা, কথায় আর ব'ল্‌ব না—কার্য্যে দেখাব, দেখিস্‌। তোদের

সঙ্গে কে যাবেরে বাপ্? কে তোদের রক্ষা ক'র্‌বে?

ওমেদ। (সবাষ্পে) মামা পৃথ্বীসিংহ যা'চ্ছেন; আর মর্‌যোধসিংহ, সমরসিংহ, প্রাগসিংহ, কেশরীসিংহ, সুরতানসিংহ, গগনসিংহ, প্রতাপসিংহ, অজিতসিংহ, অভয়সিংহ, বিক্রমসিংহ, বাঘসিংহ প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণ, বহুসঙ্খ্যক প্রধানগণ ও একসহস্র রাজভক্ত চৌহান বীরপুঙ্গব আমাদের সঙ্গে যা'চ্ছে। অবশিষ্ট হরপুত্রগণ রাজাজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সংপ্রতি স্ব স্ব গৃহে গমন ক'র্‌ল; যদি ভগবান্ প্রসন্ন হন—দুর্দ্দিন দূর ক'রে সুদিন প্রদান করেন—যদি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে পিতৃদত্ত এই করাল কৃপাণের সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে পারি, (অসি নিষ্কাসন) তবে তখন তারা প্রত্যাগত হ'য়ে বুন্দীর কমল পতাকার নিম্নে আমার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে।

(নেপথ্যে, বহুলোকের স্বরে, ভীমরবে)

হর-হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদার,—জয় হরাবতীবাসী হরজাতির অদ্বিতীয় অধীশ্বর মহারাওরাজা শ্রীজি ওমেদসিংহের জয়।

ওমেদ। ঐ, মা, বান্ধবগণ প্রস্তুত হ'য়ে আমার জন্য অপেক্ষা ক'চ্ছেন, আশীর্ব্বাদ দিন্, যাই। (পদ্মাবতীর পাদগ্রহণ)

পদ্মা। (আর্ত্তস্বরে) তবে যারে; ক্রূরহৃদয় লোকালয় তোদের আশ্রয় দিলনা, উদারচেতা মহারণ্য তোদের আশ্রয় দেবে;—নিষ্করুণ মহারাণা রক্ষা ক'র্‌লেন না, করুণাময়ী ভগবতী তোদের রক্ষা ক'র্‌বেন;—অহোরাত্র মহা-মন্ত্রে তাঁর আরাধনা ক'র্‌ব—বুক চিরে রক্ত ল'য়ে, সেই রক্ত তাঁর হোমের আগুনে ঢেলে দেব—যারে; (অবসন্নভাবে) ওরে, তবে যারে, বনে যারে,—

ওমেদ। (সরোদনে) চাঁপা, আমার দুঃখিনী মাকে দেখো, দুঃখিনী ভগিনী চম্পাবতীকে সাবধানে রেখো। যদি দিন পাই, তোমার ও সরলার ঋণ পরিশোধ ক'র্‌ব। (নিষ্ক্রান্ত)

চাঁপা। (আর্ত্তস্বরে) হায় রে, মহারাওরাজা বুধসিংহের বংশধর আজ বনে গেল, বুন্দীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর একাদশবর্ষীয় বালক ওমেদসিংহ আজ মহারণ্যবাসে প্রস্থান ক'র্‌ল, আমরা আজ হ'তে একেবারে নিরাশ্রয় হ'য়ে প'ড়্‌লাম! (রোদন)

(নেপথ্যে, বহুলোকের স্বরে, ভীমরবে)

হর হর-হর-হর-হর, ব্বম্ কেদা-র,—জয় হরাবতীবাসী হররজাতির অদ্বিতীয় অধীশ্বর মহারাওরাজা শ্রীজি ওমেদসিংহের জয়।

পদ্মা। (আর্ত্তস্বরে) ঐ গেল—রাম লক্ষ্মণ ঘোর দণ্ডকারণ্যে চ'লে গেল! ওরে দীপসিংহ, একবার তোরে দেখ্‌লাম নারে, তোর হতভাগিনী কৈকেয়ী মাকে একবার দেখা দিয়ে গেলি নারে, বাপ্‌রে! হা মহারাজ, কোথায় তুমি? তোমার ওমেদসিংহ দীপসিংহ বনে গেল—একবার দেখ্‌লে না! একবার এ অভাগিনী দাসীকে দেখা দিলে না! হায়রে, কেন বন্ধ্যা হ'য়েছিলাম! হ'য়েছিলাম যদি, তবে পরের পুত্রে পুত্রবতী হ'তে কেন গিয়েছিলাম! ওরে—কেনরে জয়সিংহকে সংহার ক'র্‌তে পেরেছিলাম না। পা'র্‌ব না যদি, তবে কেন উদ্যম ক'রেছিলাম! ওঃ! অতীত ঘটনা সকল ঘোর বিদ্যুৎ-ঝলসার ন্যায় মুহুর্মুহু আমার চক্ষের উপর দিয়ে যা'চ্ছে, আমি তার দিকে চাইতে পারি না!—আমি—কে? সমুদায় সর্ব্বনাশের মূল—পুত্রদ্বেষিণী পাপীয়সী—পতিঘাতিনী চাণ্ডালিনী! ওঃ—ধর্-ধর্-ধর্, চাঁপা, ধ-অ—(মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা)

চাঁপা। (আর্ত্তস্বরে) হায়রে—সর্ব্বনাশ হ'ল! কে আছিস্? সরলা, সরলা—(মহিষীকে ধারণ)

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত।

বুন্দীর উদ্ধারকর্ত্তা মহাবীর মহারাজর্ষি শ্রীজি ওমেদসিংহের চরিত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবার অভিপ্রায় রহিল, ইতি।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৭	মাথায়	মাথায়
২২	২	ভগমান দাস	ভগবান্ দাস
ঐ	৫	সুভগা	সুভগ
২৩	৯	মুখদেশে !!	সুখদেশে !!
২৬	৩	বুন্দীরাজা	বুন্দীরাজ
২৮	২৫	কারো মনে !	কারো সনে !
৩৫	২৩	ক'রছেন !	ক'রেছেন !
৩৭	১৪	'সুর্য্য'	'সূর্য্য'
৪১	২৭	নিল	নিজ
৪৪	৮	কপটচারিণ,	কপটাচারিন্,
ঐ	১৩	সাত্যকী	সাত্যকি
৪৫	৪	ইস্পাত পাত্র	ইস্পাত পত্র
৪৮	৬	সৌখ্যতায়	সৌহৃদ্যে
৫৩	১০	প্রার্থ্যনা হাসা	সাহায্য প্রার্থনা
৫৫	৩	সেই রাত্রি ।	প্রথম রাত্রি ।
৫৬	১৫	হতভাগা	হতভাগ্য
৬৩	১৭	কেন্দ্র	কেন্দ্রে
৬২	৫	জোড়ে	যোড়ে
ঐ	৮	জোড়ে না	যোড়ে না
ঐ	১০	জোড়া	যোড়া
৬৫	১১	একবারেই	একেবারেই
৬৭	১৬	(তেজগর্ব্বে)	(সতেজোগর্ব্বে
ঐ	২১	ক্রুরকর্ম্মা	ক্রূরকর্ম্মা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮০	২৭	সজ্জিতে হইতে	সজ্জিত হইতে
১০৭	২০	(নিষ্কাষণ)	(নিষ্কাসন)
১১৮	১১	যোদ্ধশ্রেণী	যোদ্ধৃশ্রেণী
১২২	১	আক্রমিছ	আক্রমিছে
ঐ	২৭	ত্রাসিত হইতে	ত্রাসিত হইত
১২৪	১৪	সাযুগীন	সাংযুগীন
১২৮	৮	অধীর	অবীর
১২৯	২০	সাহাস	সাহস
১৩৪	১৩	মরিবারে।	মারিবারে।
১৪৩	১৬	বাগুইনগরে	বাইগুনগরে
১৫১	২	অরণ্যময় পথ।	অরণ্যমধ্যস্থ পথ।
১৫৫	২	ত্যাজিতে	ত্যজিতে
১৬২	১৪	অরণ্যময় পথ।	অরণ্যমধ্যস্থ পথ।
১৬৯	৬	একবারে	একেবারে
১৭৩	২৭	বুন্দী নগরী,	বুন্দি নগরি,
১৭৫	১৮	অরণ্যময় পথ।	অরণ্যমধ্যস্থ পথ।
১৮২	৭	হ’লে	হ’ল
১৮৩	৯	নীচত্মা	নীচাত্মা
১৮৪	১৪	ত্রিপথাগার	ত্রিপথগার
১৮৫	২০	আধার	আঁধার
ঐ	২৭	দন্ত কড়মড়	দন্ত কড়মড়ি
১৮৮	১৪	দেবি	দেবী
২০৭	৬	দণ্ডায়মাম ;	দণ্ডায়মান ;
ঐ	৭	দণ্ডায়মান।	দণ্ডায়মানা।
ঐ	১৪	কৈ ? কৈ ? (সসম্ভ্রমে উত্থিত)	কৈ ? কৈ ?
২১২	১৩	(উ[illegible]পূর্ব্বক বা[illegible]কুলস্বরে)	(বা[illegible]লস্বরে)